Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

জুন ২০০৭

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১০ম বর্ষঃ	৯ম সংখ্যা
জুমাঃ উলা-জুমাঃ ছানী	১৪২৮ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪১৪ বাং
জুন	২০০৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আব্দুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ ১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের করণীয় ০৩
    -ডঃ মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী
  - মুমিন জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ০৮
  - কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? ১২
    -মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী
  - আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতঃ প্রেক্ষিত আহলেহাদীছ ১৭
    - আবু তাহের বিন আব্দুর রহমান
  - ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা ১৯
    -মাসঊদ আহমাদ
  - দো'আঃ গুরুত্ব ও ফযীলত *- মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ২৪
  - উপন্যাস *-রফীক আহমাদ* ২৭
- অর্থনীতির পাতাঃ ৩১
  - ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩৪
  - বিচারপতি নিয়োগ
- চিকিৎসা জগতঃ ৩৬
  - স্বাস্থ্য সমস্যাঃ পুষ্টির অভাবে রক্তস্বল্পতা
- ক্ষেত-খামারঃ ◆ ফসলভেদে সার ৩৭
- কবিতাঃ ৩৮
  - দৃষ্টিতে সব সৃষ্টি তোমার ◆ লোভী মৌলভী
  - আহলেহাদীছ মানে।
- সোনামণিদের পাতা ৩৯
- স্বদেশ-বিদেশ ৪০
- মুসলিম জাহান ৪৪
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- পাঠকের মতামত ৪৮
- প্রশ্নোত্তর ৫০

Contents

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানঃ এক সময়োপযোগী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মাথায় দুর্নীতির রাহুগ্রাসে বন্দী, টানা পঞ্চমবারের দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের আকাশে যেন প্রত্যাশার রক্তিম প্রভাকর উঁকি মেরেছে। দেশের দারিদ্র্যপীড়িত জনগণও বুক বেঁধেছে আশায়। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের সর্বাত্মক জিহাদ ঘোষণার ফলে প্রতিনিয়ত ধরা পড়ছে বাঘা বাঘা দুর্নীতিবাজ। বেরিয়ে আসছে তাদের অবৈধ পন্থায় অর্জিত পাহাড়সম অর্থের রহস্যময় কাহিনী।

সমাজের চোখে এতদিন যারা নীতিকথার প্রবক্তা ছিলেন, যারা ছিলেন জাতির কর্ণধার, দেশের শাসক, তাদের লজ্জাজনক আরেক পরিচয়ই যে দুর্নীতিবাজ, তা সহজ-সরল এই বাঙ্গালী জাতির জানা ছিল না। এরাই যে সুনীতির খোলশ পরে গরীবের রক্ত শোষণ করেছে, মঞ্চকাঁপানো বক্তব্যের অন্তরালে অবৈধ পন্থায় বিপুল অর্থবিত্তের মালিক বনেছে, সর্বোপরি দেশের বারটা বাজিয়েছে, তা আজ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। চোরাকারবারী, ঘড়ি ও লাগেজ ব্যবসা, রেলষ্টেশনে তামাক বিক্রি ইত্যাদি নগণ্য পেশার মাধ্যমে যাদের জীবনের শুরু, অল্পদিনের ব্যবধানে তারা আজ শত শত কোটি টাকার মালিক। তাদের দুর্নীতির লোমহর্ষক চিত্র রূপকথার গল্পকেও যেন হার মানায়। এরা টাকার বালিশে ঘুম পাড়ে। কোটি টাকার গাড়ি হাঁকায়। শত শত ভরি স্বর্ণালঙ্কার থাকে এদের লোভী পত্নীদের। থাকে হীরা-জহরত-মণি-মুক্তা। গরীবের ঘামঝরা অর্থ শোষণ করে ও সরকারী সম্পদ চুরি করে এরা গড়ে তুলেছে অর্থপর্বত। নির্মাণ করেছে বিলাসবহুল প্রাসাদ। মালিক হয়েছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ শত শত বিঘা জমির।

কিন্তু আজ বেশ জোরেশোরেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, তারা এমন কী আলাদিনের চেরাগ পেয়েছিল যে, রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল। তাছাড়া একজন মানুষের আর কত টাকা চাই? যে দেশের শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, যে দেশের অগণিত মানুষ এখনো দু'বেলা দু'মুঠো ডাল-ভাত জোগাড় করতে পারে না, বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটায়, যে দেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট বনু আদম এখনো ডাস্টবিনের আবর্জনায় খাবার অনুসন্ধান করে, বস্ত্রহীন রাত্রি যাপন করে খোলা আকাশের নীচে, সেদেশের নেতাদের এমন হালচিত্র কতটা নিষ্ঠুর ও নির্মম তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। যেকোন সচেতন নাগরিকেরই এতে বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। এ যেন ক্বিয়ামতেরই পূর্বলক্ষণ। কেননা ক্বিয়ামতের পূর্ব নিদর্শন সম্পর্কে জিবরীল আমীনের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আপনি দেখবেন এককালের নগ্নপদ, নগ্নশরীর, দরিদ্র মেষ চালক, অন্ধ-বধিররা দেশের শাসন কর্তৃত্বের মালিক হবে এবং বড় বড় ইমারত নিয়ে গর্ববোধ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*।

দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সরকারের এই সময়োপযোগী পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। পাশাপাশি সমাজের সর্বত্র ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাই। কেননা ন্যায়নীতির যথাযথ অনুশীলন ব্যতীত দুর্নীতির মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। ইসলাম দেড় হাযার বছর পূর্বেই এ বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে এবং সুনীতি-সুবিচার, সততা-ন্যায়পরায়ণতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা, ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। অভুক্ত প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়ার ব্যাপারেও ইসলামের নির্দেশনা কঠোর। আর কালো টাকার মালিক, সূদখোর-ঘুষখোর, খেয়ানতকারী, যালিম ও অবৈধ অর্থবিত্তের অধিকারী, এসকল লোভী, প্রতারক ও স্বার্থপরদের পরিণতি তো আরো কঠোর ও আরো ভয়াবহ। কেননা ক্বিয়ামতের দিন ৫টি প্রশ্নের জবাব দান ব্যতীত কোন আদম সন্তানের পক্ষেই একচুল পরিমাণ নড়াচড়া করা সম্ভব হবে না। তারমধ্যে একটি প্রশ্ন হ'ল- 'কোন্ পথে রোজগার ও কোন্ পথে খরচ করা হয়েছে?' অন্য হাদীছে ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক নিঃস্ব কে হবে তার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি নিঃস্ব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া হ'তে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত আদায় করে আসবে এবং সাথে সাথে ঐ সমস্ত লোকেরাও আসবে, যাকে সে গালি দিয়েছে, কারো উপরে অপবাদ রটিয়েছে, কারো মাল-সম্পদ গ্রাস করেছে, কাকেও হত্যা করেছে, কাকেও প্রহার করেছে। তখন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার নেকী সমূহ থেকে দিয়ে পাওনা পরিশোধ করা হবে। এভাবে পাওনাদারদের দিতে দিতে যখন তার নেকীর ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে, তখন ঐ লোকদের কৃত গোনাহ সমূহ থেকে কেটে নিয়ে এই ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম)*।

অপরদিকে বৈধ পন্থায় উপার্জনকারীরাও যদি ইসলাম নির্ধারিত যাকাত সঠিকভাবে আদায় না করে, তাহ'লে তাদের সেই সঞ্চিত সম্পদ সেদিন বিষাক্ত সর্পে পরিণত হয়ে তার চোয়াল চেপে ধরে শাস্তি দিতে থাকবে। উল্লেখ্য, যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। এটি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক ইবাদত, তেমনি এতে রয়েছে সমাজের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর রূযী-রুটির ব্যবস্থা। দেশের পুঁজিপতি-ধনাঢ্যদের বিশাল অর্থ থেকে যদি নির্ধারিত শতকরা আড়াই টাকা করে যাকাত আদায় এবং তা দরিদ্র জনতার মধ্যে বন্টন করা হ'ত তাহ'লে হয়ত এ দেশে দরিদ্র ব্যক্তিই খুঁজে পাওয়া যেত না। ক্ষুদ্রঋণের ভাওতা দিয়ে গরীবের রক্ত শোষণ করার সুযোগ থাকত না বিদেশী খুদ-কুঁড়ো খাওয়া এনজিওদের। ছোট্ট একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। যেমন- কোন ব্যক্তি যদি ১০০০ কোটি টাকার মালিক হন, তাহ'লে বছর অন্তে তার যাকাত হবে ২৫ কোটি টাকা। এই ২৫ কোটি টাকা যদি মাত্র ১০০০/= টাকা করে দরিদ্র জনগণের মধ্যে বন্টন করা হয়, তাহ'লে মোট ২ লক্ষ ৫০ হাযার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করা যাবে। আর আদায়কৃত যাকাত যদি ১০০০ কোটি টাকা হয়, তবে বন্টন করা যাবে এক কোটি ব্যক্তির মধ্যে। এভাবে দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে সঠিকভাবে যাকাত আদায় ও নির্ধারিত খাতসমূহে সুসম বন্টনের মাধ্যমে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব, তেমনি এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতাও ফিরে আসবে। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি পারেন না দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার পাশাপাশি যাকাত আদায়ে কঠোর আইন করতে এবং তা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে? আমাদের বিশ্বাস এই নিরপেক্ষ সরকারের পক্ষেই তা সম্ভব। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থবির অর্থনীতিকে সচল করার জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দেশবাসী আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছে।

পরিশেষে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের এই অভিযান যেন চলমান থাকে তা যেমন নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি প্রকৃত দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যেন বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ন্যাক্কারজনক ও কলঙ্কিত অধ্যায়ের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। সেই সাথে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকে শুধু কালো টাকার মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের সকল পর্যায় থেকে দুর্নীতি নির্মূলের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিচার বিভাগের দীর্ঘসূত্রীতার কারণে অনেক নিরপরাধ মানুষ বছরের পর বছর কারাভোগ করছে। বিগত দলীয় সরকারের দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী-এমপিদের নির্দেশে দেশের খ্যাতিম্যান শিক্ষাবিদ ও স্বনামধন্য আলেমগণের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং বছরের পর বছর কারা অন্তরীণ রেখে যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তার সুষ্ঠু বিচার এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

Contents

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের করণীয়

ডঃ মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল আলী*

[৩য় কিস্তি]

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিঃ

দ্বীনের কর্মীগণ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে যাবতীয় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়কে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অন্বেষণের মধ্যে রেখে তা আল্লাহ্‌র একেকটি উপাসনায় পরিণত করবেন। তাদের ছালাত, ছিয়াম, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যু সবই হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে। তাদের অন্তরে যে গোপনে এ ধরনের সংকল্প লালিত হবে, সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِيْنَ، لاَشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ–

'বলুন! নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তার কোন অংশীদার নেই। এজন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমি সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী' *(আন'আম ১৬২-৬৩)*।

পূর্বোক্ত দু'টি শর্তই (মুমিন হওয়া ও আহলে ছালেহ করা) ইক্বামতে দ্বীনের জন্য মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যে দেশের মুসলমানদের মধ্যে এ দু'টি শর্ত যথাযথভাবে পাওয়া যাবে, সেখানে ইক্বামতে দ্বীনের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে। এ ধরনের মুসলমানদের জন্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দ্বীন ক্বায়েমের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ–

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করে এবং আমলে ছালেহ করে, আল্লাহ তাদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমনিভাবে তিনি তা দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পসন্দ করেছেন' *(নূর ৫৫)*।

যারা ব্যক্তিগতভাবে ঈমান ও আমলে ছালেহ এর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন, এতে তাদের মধ্যে ব্যক্তিপর্যায়ে আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমাজকে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য ইসলামে সমাজকেন্দ্রিক যেসব বিধান রয়েছে, সেগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও আনুগত্য ক্বায়েম করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের তাকীদেই ঈমান ও আমলে ছালেহ এর অধিকারীদের উপর সমাজে আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত ও তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালানো কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা বা না করার উপরেই দ্বীন ক্বায়েম হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তবে উপরোক্ত শর্ত দু'টি পূর্ণ করলেই যে তাদের দ্বারা ইক্বামতে দ্বীনের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পাবার যোগ্য হয়ে যাবেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং তাদেরকে এ দু'টি শর্তের পাশাপাশি আরো কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমনঃ

তৃতীয় শর্তঃ ইক্বামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়া

মানুষের চিন্তা ও চেতনায় আল্লাহ্‌র তাওহীদ এবং তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা যেমন শয়তানের কাম্য নয়, তেমনি মানবরূপী শয়তানদেরও তা কাম্য নয়। তাই এরা দ্বীন ক্বায়েম হওয়ার পথে নানা রকম অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে, এটাই স্বাভাবিক। সেজন্য যারা প্রথমোক্ত দু'টি শর্ত পূরণ করে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করবেন, তারা ইক্বামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যকার ছোট ছোট যাবতীয় মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে তাদের মধ্যে যাকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে সবচেয়ে সৎ ও নেতৃত্বের যোগ্য বলে মনে করবেন, তার নেতৃত্বে একটিমাত্র জামা'আতে আবদ্ধ হবেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দলে ও জামা'আতে বিভক্ত থাকার কোন সুযোগ আল্লাহ্‌র বিধানে নেই। সেজন্য তিনি নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ) ও আমাদের রাসূল (ছাঃ)-কে এ উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ–

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কর না। তুমি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছ, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়' *(শূরা ১৩)*।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ক্বায়েম করে সমাজে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মুসলমানগণ বিভিন্ন নেতৃত্বের পিছনে বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত না হয়ে তাঁদের মধ্যকার যিনি নেতৃত্বের জন্য অধিকতর যোগ্য বলে

* *সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

বিবেচিত হবেন, তাঁর নেতৃত্বে তাঁরা একটিমাত্র দলে সুসংগঠিত হবেন। এক্ষেত্রে তারা খৃষ্টানদের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকবেন। কেননা ওরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছিল বলে আল্লাহ মুসলমানদেরকে অনুরূপ হওয়া থেকে বারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلاَتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِن بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ–

'আর তোমরা ওদের মত হয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের নিকট দলীল আসার পরেও তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে' *(আলে ইমরান ১০৫)*।

আলোচ্য আয়াতে খৃষ্টানরা যেমন আল্লাহ্র যমীনে তাঁর তাওহীদ ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল, সেরকম হওয়া থেকে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ধর্ম বা রাজনীতি কোন কিছুকে কেন্দ্র করেই মুসলমানদের মধ্যে কোন ধরনের বিভক্তি আল্লাহ্র কাম্য নয়। সেকারণ যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করবেন, তাদেরকে অবশ্যই দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। নিজ দেশে প্রচলিত নিয়মের সরকার ও বিরোধী দলীয় পদ্ধতির রাজনীতি করে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব কায়েম করার বদলে মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রভুত্ব কায়েমের জন্য ছোটখাটো মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইসলামে নেতৃত্ব চাওয়ার কোন সুযোগ না থাকায় নেতৃত্বের প্রতি লোভ পরিহার করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যিনি দ্বীন ও দুনিয়ার নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, সবাই তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশে জাতীয় ঐক্যমতের সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা করবেন।

যখন কোন সমাজে আল্লাহ্র দ্বীন ক্বায়েমের একদলীয় রাজনীতির বদলে সেখানে মানব রচিত মতবাদ যেমন- শী'আ, খারিজী, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদির দিকে জনগণকে আহ্বান করা হবে, তখন সে সমাজে যারা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত দ্বীন ক্বায়েমের রাজনীতি করবেন, তারা সকলেই নিজেদের মধ্যকার অধিকতর যোগ্য একজনের নেতৃত্বে একটি জামা'আতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَلْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ...

'মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামের পিছনে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করবে'।[১] এ হাদীছটি হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশবিশেষ। যাতে অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপনকারী শী'আ ও খারেজী এবং এর পরবর্তী মানব রচিত বিধানের দিকে আহ্বানকারী বিভিন্ন দলের আবির্ভাবের সময় মুমিনদের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা রয়েছে। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে, আর আমাকে অকল্যাণ পেয়ে বসার ভয়ে আমি শুধু তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, আমরা অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এই কল্যাণ (তথা ইসলাম) নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পরে আবার কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সে অকল্যাণের পরে কি কোন কল্যাণ আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, তবে তাতে কি 'দখন' থাকবে। আমি বললাম, 'দখন' কি? তিনি বললেন, এমন কিছু সম্প্রদায় হবে যারা আমার সুন্নাত ব্যতীত অন্য সুন্নাত অনুসরণ করবে এবং আমার হেদায়াত ব্যতীত অন্য হেদায়াত গ্রহণ করবে। তুমি তাদের কোন কাজ ভাল পাবে, আবার কোন কাজ অপসন্দ পাবে। আমি বললাম, এর পরে কি কোন অকল্যাণ রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে কিছু আহ্বানকারী তাদের পথে লোকদেরকে আহ্বান করতে থাকবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে, তারা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদেরকে এদের পরিচয় ব্যক্ত করুন। তিনি বললেন, এরা আমাদেরই মধ্যকার লোক হবে, আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ সময় যদি আমাকে পেয়ে বসে, তাহ'লে আমি কি করব? তিনি বললেন, তখন তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলমানদের (ঐক্যবদ্ধ কোন) জামা'আত ও ইমাম না থাকে, তাহ'লে কি করব? তিনি বললেন, তখন তুমি সে সময়কার সকল দলকে পরিহার করে চলবে। প্রয়োজনে তুমি কোন গাছতলায় জীবন-যাপন করবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থাতেই থাকবে'।[২]

আলোচ্য হাদীছে মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের 'ইমাম' শব্দ দু'টি একবচন ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলমানদেরকে যেমন মানব রচিত যাবতীয় মতবাদ পরিহার করতে হবে, তেমনি তাদেরকে দ্বীন ক্বায়েম করতে হ'লে নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় ফিরকাবন্দী পরিহার করে শুধু একটিমাত্র দল ও একই নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে।

১. *বুখারী, ৩/১৩১৯; মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় ৩/১৪৭৫।*

২. *বুখারী, ৩/১৩১৯; মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, ৩/১৪৭৫।*

এ হাদীছে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করার ব্যাপারে নির্দেশ করার পিছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা হ'লঃ এতে তাঁদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন মজবুত হবে ও দ্বীন ক্বায়েমের জন্য কাজ করা সহজ হবে। অন্যথায় তাদের ভীত দুর্বল হয়ে যাবে, তাদের অনৈক্য দেখে শত্রুরা আনন্দিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে সাহস পাবে এবং সর্বোপরি তাদের পক্ষে দ্বীন ক্বায়েমের জন্য কাজ করা কঠিন হবে। ফলে কস্মিনকালেও তাদের পক্ষে দ্বীন ক্বায়েম করা সম্ভবপর হবে না।

চতুর্থ শর্তঃ সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্ম থেকে বারণ করা

ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীগণ এক জামা'আতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর সমাজে আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও তাঁর আনুগত্য ক্বায়েম করার জন্য লোকদেরকে সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করার প্রতি মনোনিবেশ করবেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মতে আল্লাহ তা'আলা এ মহৎ কাজের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই এ ধরার বুকে মুসলিম জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ–

'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এজন্য যে, তোমরা মানুষকে সৎকর্মের আদেশ করবে ও অন্যায় কর্ম থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন করবে' *(আলে ইমরান ১১০)*।

ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম। মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের এ দায়িত্ব যথাসাধ্য আঞ্জাম দিবেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিকমত তথা দলীল ও উত্তম উপদেশ প্রদানের পথ অবলম্বন করবেন। যারা ইসলাম বুঝে না তাদেরকে নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করবেন। তাদের সাথে যেকোন প্রকারের বিরোধ এড়িয়ে চলবেন। কেউ তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে বিষয়টিকে তাঁরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কোন প্রকার প্রতিশোধ নেয়ার পথ অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ–

'তোমার রবের পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং উত্তম পন্থায় বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিতর্ক কর' *(নাহল ১২৫)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্ম হ'তে বারণের জন্য বিজ্ঞতা ও উত্তম উপদেশ প্রদানের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তা করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে ভদ্রতাসুলভ বিতর্ক করা যাবে। কোন অবস্থাতেই এমন কোন বিতর্কে জড়ানো যাবে না, যার পরিণতি কোন অশালীন বিতর্কের জন্ম দেয়। অথবা যার কারণে মারামারি ও হাতা-হাতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অন্যায় কর্ম থেকে বারণ করার স্তরঃ

যিনি অন্যায় কর্ম থেকে বারণ করবেন এবং যাকে বারণ করা হবে, তাদের উভয়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যায় কর্ম থেকে বারণ করার তিনটি স্তর রয়েছেঃ

প্রথম স্তরঃ

যিনি সমাজে প্রভাবশালী হবেন, যাকে দেখলে সাধারণত অন্যায়কারীরা ভয় পায় বা লজ্জাবোধ করে, তিনি যদি এমন কোন অন্যায়কারীকে দেখেন, যা নিজে একাই অথবা কাউকে সাথে নিয়ে হাত দ্বারা তা প্রতিরোধ করতে পারবেন বলে মনে করেন, তাহ'লে তিনি হাত দ্বারাই তা প্রতিরোধ করবেন।

দ্বিতীয় স্তরঃ

যদি হাত দিয়ে কারো পক্ষে কোন অন্যায়কে রোধ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে অন্যায়কারীদেরকে ডেকে শান্তভাবে উপদেশমূলকভাবে কিছু কথা বলা সম্ভব হ'লে, তা বলবেন।

তৃতীয় স্তরঃ

তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহ'লে অন্যায়ের পার্শ্ব অতিক্রমকালে পারতপক্ষে সেদিকে লক্ষ্য না করে ঘৃণার সাথে দ্রুত স্থান ত্যাগ করবেন।

সরকারকে অন্যায় কর্ম থেকে বাধা দানঃ

কোন দেশের সরকার যদি অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়, তাহ'লে ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীগণ সে সরকারকেও অন্যায় থেকে বাধা দিবেন। এক্ষেত্রে যারা লেখনীর মাধ্যমে পারেন, তারা চিঠি-পত্র ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে লিখে তাদের এ দায়িত্ব পালন করবেন। যাদের পক্ষে মৌখিকভাবে কথা বলার সুযোগ হবে, তারা মৌখিকভাবে কথা বলবেন। লেখনী ও কথা বলার সুযোগ না হ'লে অন্তর দ্বারা সরকারের সেসব অন্যায় কর্মকে অপসন্দ করবেন।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত তিনটি স্তর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ–

'তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় কর্ম দেখলে, সে যেন সম্ভব হ'লে তা হাত দ্বারা প্রতিরোধ করে, যদি হাত দ্বারা প্রতিরোধ সম্ভব না হয়, তাহ'লে সে যেন মুখ দিয়ে এর প্রতিবাদ করে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহ'লে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান'।[৩]

পঞ্চম শর্তঃ যারা শত্রু বলে চিহ্নিত হয়ে যাবে তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা

যারা সমাজে আল্লাহ্র দ্বীন ক্বায়েমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারা ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীদের বন্ধু না হয়ে ধীরে ধীরে শত্রুতে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ০

'আর আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিলাম' *(মায়েদাহ ৬৪)*।

ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীগণ তাদেরকে বন্ধু বানাতে চাইলেও তারা যখন বন্ধু হ'তে চাইবে না, তখন ধীরে ধীরে ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীদের অন্তরেও তাদের প্রতি এক গোপন ঘৃণা ও শত্রুতাভাবের সৃষ্টি হ'তে থাকবে এবং সময়ের পরিবর্তনে তা প্রকাশ্য শত্রুতায় রূপ নিবে। তারা তাঁদের পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি নিকটাত্মীয় হয়ে থাকলেও তাদের সাথে তাঁদের কারো কোন গোপন সখ্যতা থাকবে না। আল্লাহ বলেন,

لاَتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ–

'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতিগোষ্ঠীও হয়' *(মুজাদালাহ ২২)*।

আল্লাহ্র যমীনে তাঁর দ্বীন ক্বায়েম হউক, এটা যারা চায় না, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছে বলেই ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীগণ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারবেন না। যতদিন পর্যন্ত তাদের এ অবস্থার কোন উন্নতি না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে এ শত্রুতাভাব চলতেই থাকবে কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে, পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয়।

এ শত্রুতা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ–

'তোমরা আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মাঝে চিরশত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি হ'ল' *(মুমতাহিনা ৪)*।

তাদের সাথে এ আচরণ করতে হবে এজন্য যে, এরা নামে মুসলমান হ'লেও কার্যত এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু। সেকারণ ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীগণ তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ কোন আচরণ দেখাতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، وَقَدْكَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ، يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِن أَنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَاأَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلَ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই কারণে যে, তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি অবগত আছি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়' *(মুমতাহিনা ১)*।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ্র যমীনে তাঁর দ্বীন ক্বায়েম হউক চায় না, যারা ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীদের উপর যুলুম ও নির্যাতন করে, তাদেরকে ঘর-বাড়ি ছাড়া করতে চায়, তারা দ্বীনে ইবরাহীমের অনুসারী বা মুসলমান বলে দাবী করলেও তাদের এসব আচরণ আল্লাহ প্রদত্ত সত্যকে অস্বীকার করার শামিল। যার ফলে তারা ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীদের বন্ধু হ'তে পারে না। তাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতাভাব গড়ে উঠতে থাকে এবং এক সময় তাদের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। সে কারণে যে কোন মুহূর্তে ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীদের গাড়ী-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি তাদের জীবনটুকুও ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হ'তে পারে। এমন অবস্থায় নিজ দেশে থাকা তাদের পক্ষে কষ্টকর হ'লে প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের ন্যায় সবকিছু বিসর্জন দিয়ে যেখানে গেলে নিজের ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে, সেখানে হিজরত করে চলে যাবেন। এতকিছু ছাড় দিয়ে হ'লেও তাঁরা দ্বীন ক্বায়েমের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া থেকে বিরত থাকবেন। তাঁরা সকল কষ্টই কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

৩. *মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, বাব নং ২০, ১/৬৯*।

অর্জনের জন্য সইতে থাকবেন। তবে ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীদের সর্বকালেই যে হিজরত করতে হবে, এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। কোন দেশে যদি তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে অধিক হয়ে যায়, তাহ'লে তাদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার সামনে তাদের শত্রুরা পরাস্ত হয়ে শত্রুতা ত্যাগ করতে বাধ্য হ'তে পারে। এমনকি তাদের পরিবর্তে তাদের শত্রুরাই তাদের ভাল না লাগলে প্রয়োজনে অন্যত্র হিজরত করে চলে যেতে পারে।

ষষ্ঠ শর্তঃ জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া

আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত বিশ্বে বসবাস করছি। অনেকে মনে করেন যে, যারা ইসলাম ক্বায়েম করতে চায়, তারা বুঝি জগতটাকে ঘুরিয়ে সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে নিয়ে যেতে চায়। আসলে এটি ইসলাম সম্পর্কে তাদের একটি ভুল ধারণা। তাই যদি সত্যি হ'ত, তাহ'লে মুসলমানদের মধ্যে ইবনে সীনা, আল-ফারাবী ও আল-জাবির এর মত বৈজ্ঞানিকদের জন্ম হ'ত না; জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, এ্যালজাবরা, ত্রিকোনমিতি, ঘড়ি ও কম্পাস ইত্যাদি বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মুসলমানরা কোন অবদান রাখতে পারত না। কিন্তু ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে, এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের বহু অবদান রয়েছে। এমনকি সে অবদানের উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমা বিশ্ব আজ আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলাম একটি বিজ্ঞান সম্মত জীবন বিধান। সঠিক বিজ্ঞানের সাথে এর কোন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নেই। থাকার কথাও নয়। কেননা ইসলাম ও বিজ্ঞান উভয়ই আল্লাহ্‌র দান। তিনি তা সৃষ্টি না করলে মানুষেরা তা কখনও আবিষ্কার করতে পারত না। তাই মানুষ যা সৃষ্টি করে তা মূলতঃ আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُوْنَ–

'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তাও তিনিই সৃষ্টি করেন' *(ছা-ফফাত ৯৬)*। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এটুকু যে, ইসলামকে তিনি মানুষের ইহ-পরকালীন কল্যাণের নিমিত্তে রাসূলের মাধ্যমে সরাসরি দান করেছেন, আর বিজ্ঞান মূলতঃ মানুষের জাগতিক কল্যাণ করে বিধায়, তিনি সরাসরি তা দান না করে মানুষের চিন্তা ও কর্মের উপর নিভরশীল করে ধীরে ধীরে দান করার ব্যবস্থা করেছেন। যখনই মানুষ কোন কিছু উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা ও কর্ম করেছে, তখনই তিনি তা সৃষ্টি করে চলেছেন। অনাগত ভবিষ্যতেও তিনি এভাবে সৃষ্টি করতে থাকবেন। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

وَيَخْلُقُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ–

'আর তিনি তাও সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না'। আরবের লোকেরা চলাচলের জন্য উট আর নৌকা ব্যতীত অন্য কিছুই জানত না। কিন্তু ভবিষ্যতে যে আল্লাহ মানুষের চলাচলের জন্য রেলগাড়ী, মটরগাড়ী, উড়োজাহাজ ও রকেট ইত্যাদির মত দ্রুতযান আবিষ্কার করবেন, সেদিকে ইঙ্গিত করেই এ কথাগুলো বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে মানুষ যা কিছুই আবিষ্কার করছে, তা মূলতঃ আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। অতএব বিজ্ঞান আর ইসলাম আল্লাহ্‌রই দান হওয়াতে উভয়ের মধ্যে কোন সংঘর্ষ থাকতে পারে না।

ইসলাম জাগতিক কর্মকাণ্ডের যেটুকু বাধা দেয়, তা হ'ল মানুষ যেন মানুষের অকল্যাণে কোন কাজ না করে। কেউ কোন বস্তু উদ্ভাবন করলে তা দিয়ে যেন মানুষের ক্ষতির উদ্দেশ্যে না হয়। জাগতিক উন্নতি ও পার্থিব ভোগ করতে গিয়ে মানুষ যেন তার আসলকে হারিয়ে না ফেলে। কে তাকে সৃষ্টি করল, তা যেন সে ভুলে না যায়। তার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে যেন সে বিমুখ না হয়।

মোটকথাঃ ইসলাম মানুষকে পিছনে টেনে না ধরে তাদেরকে ইহ-পারলৌকিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে চায়। ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীগণ যেহেতু মানুষের কল্যাণ চান, সেজন্য তারা জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও উন্নতি সাধন করবেন। নতুবা তারা ইসলামের যুগোপযোগী ধারক ও বাহক হ'তে পারবেন না। তাদের অযোগ্যতার কারণে বর্তমান যুগে তা ক্বায়েম করা সুদূর পরাহত হয়ে যাবে।

সপ্তম শর্তঃ শত্রুর মুকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করা

যারা নিজ দেশে দ্বীন ক্বায়েম করতে চাইবেন, তাদের দেশে যদি প্রচলিত অর্থে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা না থাকে, তাহ'লে তারা উপযুক্ত শর্ত সমূহ পূর্ণ করার পাশাপাশি দ্বীন ক্বায়েমের ঘোষণা দেয়ার পূর্বে তা রক্ষার্থে শত্রুদের আগ্রাসী হামলার মুকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রে সজ্জিত হবেন। তবে বর্তমান পৃথিবীতে সরকার বিহীন কোন দেশ নেই বিধায়, বর্তমানে কোথাও দ্বীন ক্বায়েমের জন্য এ শর্ত প্রযোজ্য নয়। কেননা প্রচলিত আইনে সরকারী অনুমতি ব্যতীত কারো অস্ত্র রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। রাষ্ট্রীয় আইনে এসব দণ্ডণীয় অপরাধ হওয়ায় ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীদের পক্ষে তা সংগ্রহ করা নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার শামিল। তাই বর্তমান অবস্থায় অস্ত্র সংগ্রহ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

[চলবে]

মুমিন জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

[শেষ কিস্তি]

দান-ছাদাক্বার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ

দান-খয়রাত বা খরচের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন কোন মানুষ আছে যারা দান-ছাদাক্বা ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মুক্তহস্ত। এমনকি কোন কোন সময় তারা ঋণ করেও খরচ করে। নিজের সামর্থ্যের প্রতি তাদের লক্ষ্য থাকে না। এসব কাজ থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

ولاتجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط.

'তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহ'লে তুমি তিরস্কৃত হয়ে বসে থাকবে' *(ইসরা ২৯)*। মুমিনের কাজ হবে কৃপণতা না করা এবং নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখা। প্রতিবেশী, দুঃস্থ, অসহায়, অভাবগ্রস্তদের দান না করে কৃপণতাবশে সম্পদ কুক্ষিগত করা যেমন অপরাধ, তেমনি নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সর্বস্ব দান করাও ঠিক নয়। বরং মুমিনের কাজ হবে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। এসম্পর্কে অল্লাহ বলেন,

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

'তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী' *(ফুরক্বান ৬৮)*।

ড. আহমাদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-ক্বাযী বলেন,

العاقل اللبيب والحازم الأريب هو الذى ينفق ما يلائم حاله و يأكل و يشرب ويلبس ويركب ما يليق به دون ان يكون لأحد عليه منة أو يلحقه فى معيشته ضيق أو مذلة–

'বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ চতুর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে এমনভাবে খরচ করে, যার জন্য পরে অনুতপ্ত হয় না, সে পরিমিত পানাহার করে, সাধ্যমত পোশাক পরে, সামর্থ্য অনুযায়ী চলে। যাতে করে তাকে অন্যের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী না হ'তে হয়, তেমনি জীবন-যাপনে সংকট ও লাঞ্ছনা নেমে না আসে'।[৩৩]

৩৩. *আল-বায়ান (লন্ডন: ২০০৫), ২১২তম সংখ্যা, মে-জুন'০৫, পৃঃ ২৪।*

বিচার-ফায়ছালা ও সাক্ষ্যদানে মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ

আমাদের সমাজে ও দেশে এমন অনেক বিচারক আছেন যারা ন্যায়বিচার করেন, তার বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী ন্যায়ানুগ ফায়ছালা দিতে চেষ্টা করেন। তাদের জন্যই পরকালে ক্বিয়ামতের মাঠে আরশের নিচে ছায়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل.

'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে তাঁর আরশের নিচে ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হ'লেন ন্যায়বিচারক নেতা বা শাসক'।[৩৪]

ন্যায়বিচার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১, 'ছালাত' অধ্যায়।*

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর প্রতিভাদীপ্ত এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সকলের আকাঙ্খিত **'দিশারী'** দাখিল প্রশ্নপত্র সাজেশান্স ২০০৮ বিজ্ঞান বিভাগ সহ বৃহত্তর কলেবরে বের হয়েছে।

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

উল্লেখ্য, সাজেশান ভিপি যোগেও পাঠানো হয়। ভিপি যোগে পেতে খামের উপরে মানবিক/বিজ্ঞান বিভাগ উল্লেখ করতে হবে।

বৈশিষ্ট্যাবলীঃ (১) খুব স্বল্প পরিমাণ প্রশ্ন নির্বাচন। (২) কমনের পূর্ণ সম্ভাবনা (বিগত বছরগুলোতে ১০০% কমন)। (৩) সাধারণ/মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগ পৃথকীকরণ। (৪) কাঙ্খিত ফলাফলের প্রত্যাশা।

যোগাযোগ

"দিশারী" দাখিল সাজেশান্স প্রণয়ন কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৯১১-৬৬৬৫৫২
০১৭২০-৩৪৫৩৩৮, ০১৭২৪-০৮৭০৬১

Contents

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَأَنْ تَلْوُوْا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতিও হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দারিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চেয়ে বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত' *(নিসা ১৩৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى- 'যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর। যদিও সে আত্মীয় হয়' *(আন'আম ১৫২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَـأْمُرُ بِـالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَـانِ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়পরায়নতা ও ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন' *(নাহল ৯০)*। এসব আয়াত সকল প্রকার গোঁড়ামী পরিহার করে ন্যায়নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়, তেমনি সকল কাজে ইনসাফ অলম্বন কামনা করে। এতে মর্যাদাবান লোকের মর্যাদাকে তুচ্ছ করাও অন্যায়। আর ন্যায়নীতি ও ইনসাফ অপরাধ ও শত্রুতা থেকে দূরে থাকার প্রতি নির্দেশ করে। সবার প্রতি সহানুভূতিশীল, এমনকি বিরোধীদের প্রতিও সহানুভুতিশীল হওয়ার দাবী করে।

সমাজে এমন অনেক বিচারক রয়েছেন যারা পক্ষপাতমূলক ফায়ছালা দেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কোন এক পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রায় বা ফায়ছালা প্রদান করেন। তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُـوْا كُوْنُـوْا قَوَّامِيْـنَ لِلّـهِ شُـهَدَاءَ بِالْقِسْـطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوْا إِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করবে না, সুবিচার করবে। এটাই আল্লাহভীতির নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত' *(মায়েদা ৮)*।

সুতরাং বিচার-ফায়ছালা ও সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। অবিচার ও মিথ্যাসাক্ষ্য থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে কিংবা পক্ষপাতমূলকভাবে বিচার করা কিংবা সাক্ষ্য প্রদান করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য বিরোধী। তাই এক্ষেত্রে ইনসাফ করাই ইসলামের দাবী।

আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ

আবেগ, অনুভূতি, ভালবাসা-ঘৃণা, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুহাব্বত ও ভালবাসায় সীমাতিক্রম করা বা শত্রুতার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে ঝগড়া বিবাদের ক্ষেত্রে পাপাচারে লিপ্ত হওয়াও নিষিদ্ধ বরং এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনই ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কর না, সুবিচার কর। এটাই আল্লাহভীতির নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত' *(মায়েদা ৮)*।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا، وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَّكُـوْنَ حَبِيْبَـكَ يَوْمًا مَّا،

আলী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বন্ধুর সাথে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বজায় রাখ (বাড়াবাড়ি কর না), হ'তে পারে সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শত্রুর সাথে স্বাভাবিক শত্রুতা বজায় রাখ (আধিক্য দেখিও না), হ'তে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে'।[৩৭]

কোন কোন সময় মানুষ স্বীয় বন্ধুর ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায়, বন্ধুর ভালবাসায় মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। আবার কোন সময় তার সাথে ক্রোধের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরে। ফলে তার সাথে হিংসা, হানাহানি ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এমনকি ক্রোধের কারণে ক্ষমার ফযীলত গ্রহণ করা থেকেও সে বিরত থাকে। তাই মুমিনের জন্য আবেগ, অনুভূতি ও

৩৭. *তিরমিযী, হা/২০৬৫, 'সৎকাজ ও সদাচরণ' অধ্যায়; ছহীহ আদাবুল মুফরাদ, হা/১৩২১।*

ভালবাসার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন আবশ্যক, যাতে সে আবেগতাড়িত হয়ে আশোভনীয় আচরণে লিপ্ত না হয়। এ মর্মে মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান বলেন,

محبت مے غلو نفرت مے غلو شخصیات کے بارے مے
غلو انسان کو تباہ کردیتا ہے دین کا حلیہ بکار دیتا ہے

'ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে, ভালবাসায় ও ঘৃণায় বাড়াবাড়ি মানুষকে ধ্বংস করে, দ্বীনের সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে দেয়'।[৩৮] সুতরাং ভালবাসা, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ

এক শ্রেণীর মানুষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক মতাদর্শ নিয়ে দেশ, জাতি ও ইসলামের মধ্যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করে থাকে। তাদের মতাদর্শ হচ্ছে-

১. হুকুমদাতা একমাত্র আল্লাহ, মানুষের হুকুম দানের অধিকার নহে। দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّـهِ 'আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম নেই' *(ইউসুফ ৪০, ৬৭)*। এ আয়াতের অর্থ না বোঝার কারণে ছিফফীনের যুদ্ধে শালিশ নিযুক্ত করার কারণে খারেজীরা আলী, মু'আবিয়া সহ সকল ছাহাবীকে কাফের আখ্যায়িত করে এবং আলী (রাঃ) তাদের হাতে নিহত হন।[৩৯] অথচ এ আয়াতের মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল, বিধানদাতা আল্লাহ তা'আলা এবং চূড়ান্ত ফায়ছালাকারীও তিনি। তাঁর সৃষ্টি হিসাবে মানুষ তাঁরই বিধান মেনে চলবে। এক্ষেত্রে কেউ প্রজাদের উপর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে পারবে শরী'আতের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে।[৪০] রাসূলের বাণী অনুযায়ী এই প্রতিনিধি ভাল বা খারাপ হ'তে পারে।[৪১]

২. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা কাফের। প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

'আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৪৪)*। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসক কোন অন্যায় করলে বা তা প্রতিরোধ না করলে এবং আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা না করলে উক্ত আয়াতের আলোকে তারা ঐ শাসকগোষ্ঠীকে কাফের বলে গণ্য করে এবং তাদের হত্যা করা বৈধ মনে করে। অথচ পরবর্তী দু'টি আয়াতে একই ব্যাপারে দু'ধরনের বক্তব্য এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

'আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা যালেম' *(মায়েদাহ ৪৫)*। তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

'আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা ফাসেক' *(মায়েদাহ ৪৭)*। এসব ক্ষেত্রে তারা লক্ষ্য রাখে না যে, আয়াতে বর্ণিত একই হুকুমের জন্য কাফের, যালেম ও ফাসেক কখন হবে কিংবা কার জন্য কোন হুকুম প্রযোজ্য?

এই দু'টি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে তারা দেশে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, মনে করে যে তারা জিহাদ করছে। তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা মরলে গাযী ও বাঁচলে শহীদ। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যে ছালাত আদায় করে সে যেমন কাফের নয়, তেমনি তাকে হত্যা করাও বৈধ নয়। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّي صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِيْ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ، فَلاَ تَحْقِرُوْا اللهَ فِيْ ذِمَّتِهِ-

'যে ব্যক্তি আমাদের মত ছালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের জবাইকৃত প্রাণী ভক্ষণ করে সে মুমিন। তার ব্যাপারে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের যিম্মা রয়েছে। সুতরাং যিম্মা পালনের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহকে তুচ্ছ জ্ঞান কর না'।[৪২] তেমনি ছালাত আদায়কারী কোন মুসলমানকে হত্যা করা ইসলাম বহির্ভূত। এ সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّي يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَـإِذَا فَعَلُوْا

৩৮. দীন মে গুলু, পৃঃ ২৫।

৩৯. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আধুনিক যুগ: ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি (ঢাকাঃ নতুন সফর প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ: ২০০৩), পৃঃ ১২৩।

৪০. মিশকাত, হা/৩৬৬১-৬৪ ও হা/৩৬৯৪, 'ইমারত' অধ্যায়।

৪১. বুখারী, হা/৭০৫২; মুসলিম, হা/৪৭৫২; মিশকাত, হা/৩৬৭১, 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।

৪২. বুখারী, মিশকাত, হা/১৩ 'ঈমান' অধ্যায়।

Contents

ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

'আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল। আর যদি না তারা ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। কিন্তু যদি তারা এসব পালন করে তাহ'লে আমাদের নিকট থেকে তার জান-মাল নিরাপদে থাকবে। তবে ইসলামের হক্ব ব্যতীত। আর তাদের হিসাব হবে আল্লাহর নিকটে'।[৪৩]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হচ্ছে প্রত্যেকে নিজের সমর্থিত দলকে সঠিক মনে করে থাকে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ 'প্রত্যেকে নিজেদের নিকট যা আছে তা নিয়েই গর্বিত' *(মুমিনূন ৫৩)*।

৪৩. *মিশকাত, হা/১২, 'ঈমান' অধ্যায়।*

এমনকি সমর্থিত দলের প্রতি মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এতই গোঁড়া সমর্থক হয়ে পড়ে যে, দলের কোন ভুলও তার কাছে সঠিক মনে হয়। দলের যে কোন সিদ্ধান্তই তার কাছে চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কুরআন-হাদীছের নির্দেশকেও উপেক্ষা করে। এসবই বাড়াবাড়ি। এগুলি পরিহার করে এক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

পরিশেষে বলব, মুমিনের সকল কাজ হবে মধ্যপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে। এতে যেমন কোন বাড়াবাড়ি থাকবে না, তেমনি থাকবে না সীমালংঘনও। কেননা মানব জীবনে চরমপন্থা যেমন দূষণীয় তেমনি সীমালংঘনও বর্জনীয়। মুমিনের সকল কাজ নম্রতা, ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হ'তে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবকল্যাণ। যাতে মানবতার জন্য কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণ থাকবে না। যার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ হবে সমুন্নত, যে আদর্শ দেখে অমুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর এটাই মুমিনের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

লেখকদের প্রতি আরয!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্যিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।

৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

Contents

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী**

কুরআন পরিচিতিঃ

কুরআন মজীদ আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা জীবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মানব মহানবী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য এবং পথভ্রষ্টতা থেকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্‌র ভাষায় কুরআনের পরিচয়ঃ

আল্লাহপাক কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে নিম্নোক্তভাবে কুরআনের পরিচয় তুলে ধরেছেনঃ 'এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। পরহেযগারদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী' *(বাক্বারাহ ২)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'রামাযান মাস হ'ল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*।

'হে মানবকূল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতরণ করেছি' *(নিসা ১৭৪)*।

'তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে তিনি নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন' *(মায়েদাহ ১৫-১৬)*।

'আল কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নিবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ে বিশ্লেষণ দান করে, যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই তোমার বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে' *(ইউনুস ৩৭)*।

'হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়াত ও রহমত মুসলমানদের জন্য' *(ইউনুস ৫৭)*।

'এটি এমন এক কিতাব যার আয়াত সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হ'তে' *(হূদ ১)*।

'আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক' *(হিজর ৯)*।

'আমি আপনাকে সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি' *(হিজর ৮৭)*।

'আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ' *(নাহল ৮৯)*।

'এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে' *(বনী ইসরাঈল ৯)*।

'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়' *(বনী ইসরাঈল ৮২)*।

'বলুন, যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না' *(বনী ইসরাঈল ৮৮)*।

'আমি কুরআনকে যতি চিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীর পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি' *(বনী ইসরাঈল ১০৬)*।

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মুমিনদেরকে, যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে' *(কাহফ ১-২)*।

'বলুন! আমার পালনকর্তার কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবুও আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও' *(কাহফ ১০৯)*।

'আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য, যারা ভয় করে। এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন' *(ত্ব-হা ২-৪)*।

'পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফায়ছালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়' *(ফুরক্বান ১)*।

* *খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।*

Contents

‘এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নিশ্চয়ই এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে। তাদের জন্য এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে’ *(শু‘আরা ১৯২-৯৭)*। ‘এই কুরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না’ *(শু‘আরা ২১০-১২)*।

‘বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কুরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করে’ *(আনকাবূত ৪৯)*।

‘আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন। যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়’ *(ইয়াসীন ৬৯-৭০)*।

‘এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াত সমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে’ *(ছোয়াদ ২৯)*। ‘বলুন, এটি এক মহাসংবাদ’ *(ছোয়াদ ৬৭)*।

‘আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃপুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহ্র স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহ্র পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই’ *(যুমার ২৩)*।

‘নিশ্চয়ই যারা কুরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ। এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পিছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১-৪২)*।

‘এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এ ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয়ই আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন’ *(শূরা ৫২)*।

‘নিশ্চয়ই এ কুরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লওহে মাহফূযে’ *(যুখরুফ ৪)*। ‘এটা মানুষের জন্য জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত’ *(জাছিয়া ২০)*।

‘যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। এটা বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ’ *(ওয়াক্বি‘আ ৭৯-৮০)*।

‘যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা‘আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে’ *(হাশর ২১)*।

‘বলুন, আমার প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কুরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না’ *(জিন ১-২)*।

‘বরং এটা মহা কুরআন। লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ’ *(বুরূজ ২১-২২)*।

যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে রাতের ফযীলতঃ

যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে রাত অতি বরকতপূর্ণ এবং সে রাতের ইবাদত করার ছওয়াব হাযার মাস তথা ৮৩ বছর ইবাদতের চেয়েও বেশী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমরা এই কুরআন নাযিল করেছি লায়লাতুল ক্বদরে। আর আপনি কি জানেন, লায়লাতুল ক্বদর কি? লায়লাতুল ক্বদর হ’ল হাযার মাসের চেয়ে উত্তম’ *(ক্বদর ১-৩)*।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, ‘হা-মীম, সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে, আমি তো সতর্ককারী’ *(দুখান ১-৩)*।

কুরআন মজীদ শিক্ষাদান করা, তার প্রচার করা এবং সে মতে আমল করা জিহাদের সমানঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি কাফিরদের কথা মানবেন না বরং কুরআন দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদে লিপ্ত হন’ *(ফুরক্বান ৫২)*।

আল্লাহ্র নে‘মত সমূহের মধ্যে কুরআন মজীদ সবচেয়ে বড় নে‘মতঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আর তোমরা স্মরণ কর সেই নে‘মতকে যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য যে কিতাব (কুরআন) ও হিকমত (হাদীছ) অবতীর্ণ করেছেন তা স্মরণ কর’ *(বাক্বারাহ ২৩১)*।

এখানে কুরআনের পরিচয় দানকারী কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা মানুষের জন্য কুরআনের পরিচিতি লাভ সহজ হবে। কুরআন মজীদে এরূপ আরো

অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলি উল্লেখ করলে বড় একটি বইয়ে পরিণত হবে।

রাসূলের ভাষায় কুরআনের পরিচয়ঃ

মহানবী (ছাঃ)ও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কুরআন মজীদের পরিচয়, তার মান-মর্যাদা ও মহত্ত্ব-গুরুত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। নিম্নে ছহীহ সনদে বর্ণিত কিছু হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল-

কুরআন আল্লাহ্র রজ্জুঃ

আবু শুরাইহ আল-খুযাঈ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) বের হ'লেন এবং বললেন, 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, সুসংবাদ গ্রহণ কর, আচ্ছা তোমরা কি একথার সাক্ষী দাওনা যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন একটি রজ্জু, যার এক দিক আল্লাহ্র হাতে আর অন্য দিক তোমাদের হাতে। অতএব তোমরা এটা শক্তভাবে ধর। কেননা কুরআনকে আঁকড়ে ধরার পর তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না, ধ্বংসও হবে না'।[১]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কিতাব, তা আল্লাহ্র রজ্জু, যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রসারিত'।[২]

যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'শুনো, আমি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি দু'টি বস্তু, তার একটি হ'ল আল্লাহ্র কিতাব, তা আল্লাহ্র রজ্জু, যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে সে হেদায়াতের উপর থাকবে আর যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে'।[৩]

কুরআন সর্বোত্তম বাণীঃ

জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) খুতবা দানকালে বলতেন, 'আম্মা বা'দ! নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হ'ল আল্লাহ্র কিতাব। আর সর্বোত্তম তরীকা হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তরীকা'।[৪]

কুরআন ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেঃ

আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী রূপে উপস্থিত হবে। সুপারিশকারী দুই সমুজ্জ্বল সূরা- বাক্বারা ও আলে ইমরান তিলাওয়াত করবে। কেননা এ দু'টি ক্বিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে যেন সে দু'টি 'গামামা, কিংবা (তিনি বলেছিলেন) সে দু'টি 'গায়ায়া' মেঘ বা বাদল, কিংবা যেন সে দু'টি ডানা বিস্তারকারী দু'টি পাখির ঝাঁক, যারা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সাহায্যকারী হবে। তোমরা সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করবে। কেননা তা তিলাওয়াত করাতে বরকত রয়েছে এবং তা ধার্মিকরা আফসোসের এবং বাতিলপন্থীরা তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। (সনদের মধ্যবর্তী রাবী) মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, 'বাতালা, (বাতিলপন্থীরা) অর্থ হ'ল যাদুকর।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম এবং কুরআন ক্বিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি তাকে দিনে আহার ও প্রবৃত্তি থেকে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, 'আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে'।[৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন মজীদে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে, ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। সূরাটি হচ্ছে 'তাবারাকাল্লাযী'।[৭]

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন সুপারিশকারী এবং কুরআনের সুপারিশ গ্রহণও করা হবে। আর কুরআন অনুযোগকারী এবং তার অনুযোগকে সত্য বলে গণ্য করা হবে'।[৮]

কুরআন পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষীঃ

আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা হ'ল ঈমানের অংশ, 'আলহামদুল্লিাহ' শব্দটি পাল্লা পূর্ণ করে দেয়, 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' পাল্লা পূর্ণ করে দেয়, কিংবা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। ছালাত হ'ল আলো, ছাদাক্বা হ'ল প্রমাণিকা, ধৈর্য হ'ল জ্যোতি, কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দলীল'।[৯]

---

১. *সিলসিলা ছহীহা ২/৩৩০/৭১৩; ছহীহ ইবনে হিব্বান ১/১২১/১২২।*
২. *মুসনাদু আহমাদ ৩/১৪/১১১২০; ছহীহ সুনানুত তিরমিযী ৩/৫৪৩/৩৭৮৮, সিলসিলা ছহীহা ৫/৩৭/২০২৪।*
৩. *মুসলিম, কিতাবু 'ফাযায়েলিছ ছাহাবা', হা/২৪০৮; ছহীহ সুনানুত তিরমিযী ৩/৫৪৩/৩৭৮৮; ছহীহ ইবনে হিব্বান ১/১২২/১২৩।*
৪. *মুসলিম 'কিতাবুল জুম'আ' হা/৮৬৭; বাংলা সংস্করণ ৩/২১৭ পৃঃ, হা/১৮৭৫।*
৫. *মুসলিম 'কিতাবু ছালাতিল মুসাফিরীন' হা/৮০৪।*
৬. *মুসনাদে আহমাদ ১০/১১৮/৬৬২৬; মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/৭৫২/২০৮৮; ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৪।*
৭. *ছহীহুত তারগীব ২/১৯২/১৪৭৪।*
৮. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, ছহীহুত তারগীব ২/১৬৪/১৪২৩।*
৯. *মুসলিম, 'কিতাবুত তাহারাত' ২২৩; মুসলিম (বাংলা) ২/১/৪২৫।*

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন সুপারিশকারী এবং তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। আর সত্য চেষ্টাকারী, যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রেখেছে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে পিছনে রাখবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে'।[১০]

কুরআনকে আঁকড়ে ধরলে হেদায়াতের উপর থাকবেঃ

যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান সম্পদ রেখে যাচ্ছি, তন্মধ্যে প্রথমটি হ'ল 'আল্লাহ্র কিতাব' যাতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং দৃঢ়তার সাথে তার বিধিবিধান মেনে চল। আর দ্বিতীয়টি হ'ল আমার আহলে বায়ত। আমি তোমাদিগকে আমার আহলে বায়ত সম্পর্কে আল্লাহ্র তরফ থেকে বিশেষ নছীহত করছি'। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহ্র কিতাব হ'ল আল্লাহ্র রজ্জু। যে ব্যক্তি তার অনুগত্য করবে সে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে তাকে পরিত্যাগ করবে সে পথভ্রষ্ট গোমরাহ'।[১১]

কুরআন মজীদ হালাল-হারাম নির্ণয়কারীঃ

সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঘি, পনির ও পশমী বা চামড়ার পোষাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন (হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে কিছুই বলেননি) তা তাঁর ক্ষমা ও উদারতার অন্তর্ভুক্ত'।[১২]

কুরআন সত্যের পথে আহ্বানকারীঃ

নাওয়াস ইবনু সাম'আন থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি সরল সঠিক রাস্তা, তার দুই পাশে দু'টি দেওয়াল, যাতে অনেক খোলা দরজা রয়েছে এবং সে সকল দরজায় পর্দা ঝুলান রয়েছে। আর রাস্তার সম্মুখে একজন আহ্বায়ক যে (লোকদিগকে) আহ্বান করছে আস, এ রাস্তায় সোজা চলে যাও। বাঁকা পথে চলো না। আর একটু আগে আর একজন আহ্বায়ক লোকদেরকে ডাকছে। যখনই কোন বান্দা সে সকল দরজার কোন একটি দরজা খুলতে চায় তখনই সে তাকে বলে, সর্বনাশ! উহা খুলো না, খুললেই তাতে তুমি ঢুকে পড়বে'। (এবং ঢুকলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন যে, সে সঠিক সরল রাস্তা হচ্ছে ইসলাম। আর খোলা দরজাসমূহ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা বিষয়সমূহ এবং ঝুলান পর্দাসমূহ হচ্ছে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহ। রাস্তার সম্মুখের আহ্বায়ক হচ্ছে কুরআন। আর তার আগের আহ্বায়ক হচ্ছে এক উপদেষ্টা, যা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিদ্যমান'।[১৩]

যে ঘরে কুরআন নেই সেটি খালি ঘরঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে খালি ঘর সেটি, যে ঘরে আল্লাহ্র কিতাবের কোন অংশ নেই'।[১৪]

কুরআনকে সামনে রাখলে জান্নাত আর পিছনে রাখলে জাহান্নামঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন সুপারিশকারী এবং কুরআনের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। কুরআন অভিযোগকারী, তার অভিযোগ সত্য বলে ধরে নেয়া হবে। যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রাখবে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে পিছনে ফেলে রাখবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে'।[১৫]

কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সংরক্ষকঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'কুরআন মাজীদ পূর্বের সমস্ত কিতাবের জন্য আমীন বা সংরক্ষক'।[১৬]

কুরআন মজীদ ক্বিয়ামতের দিন পুরুষের রূপ ধারণ করে আসবেঃ

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন মজীদ ক্বিয়ামতের দিন পাণ্ডুবর্ণ পুরুষের রূপ ধারণ করে আসবে এবং বলবে, আমিই তোমাকে রাত জাগিয়েছি এবং দিনে তৃষ্ণার্ত রেখেছি'।[১৭]

কুরআন অধ্যয়নকারী ও সে মতে আমলকারী কখনো ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট হবে নাঃ

যুবায়র (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই কুরআনের এক প্রান্ত আল্লাহ্র হাতে এবং অন্য প্রান্ত তোমাদের হাতে। অতএব তোমরা তাকে আঁকড়ে ধর। তাহ'লে তোমরা ধ্বংসও হবে না এবং পথভ্রষ্টও হবে না'।[১৮]

---

১০. *ছহীহুত তারগীব ২/১৬৪/১৪২৩।*
১১. *মুসলিম, 'ফাযায়েলুছ ছাহাবা' ২৪০৮।*
১২. *ছহীহ তিরমিযী ২/২৬৭/১৭২৬।*
১৩. *মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮৩/১৭৭৮৪; মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/১৩৪/২৪৫; ছহীহুল জামিউছ ছাগীর (৩৮৮৭)।*
১৪. *মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৭৬৮/২১৩২; দারিমী ২/৪২৯; ছহীহুত তারগীব ২/১৭৩/১৪৪৪।*
১৫. *ইবনু হিব্বান, ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' হা/৪৪৪৩।*
১৬. *তাগলীকুত তালীক ৪/২০১ পৃঃ; ফাতহুলবারী ৮/৩৫০ পৃঃ।*
১৭. *ছহীহ সুনানু ইবনে মাজাহ ৩/২৩৯/৩০৬৩; সিলসিলা ছহীহা হা/২৮৩৭।*
১৮. *ত্বাবারানী, ছহীহুল জামি'ছঊ আছ-ছাগীর হা/৩৪।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যারপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার সুন্নাত।[১৯]

কুরআন মজীদ চির 'মু'জেযাঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সকল নবীকে এমন কিছু মু'জেযা দেয়া হয়েছে, যা দেখে তৎকালীন লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যে মু'জেযা দেয়া হয়েছে তাহ'ল অহী (কুরআন), যা আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে প্রেরণ করেছেন। অতএব আমি আশা করি ক্বিয়ামতের দিন আমার উপর ঈমান আনয়নকারী লোকদের সংখ্যা হবে সবচেয়ে বেশী'।[২০]

কুরআন মজীদ পূর্বের সকল আসমানী গ্রন্থের সমষ্টিঃ

ওয়াছেলা ইবনু আছকা' (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে 'সাবউত তিওয়াল' প্রদান করা হয়েছে। যবুরের পরিবর্তে মিয়ীন (শত আয়াত সম্পন্ন সূরা) দেয়া হয়েছে। ইঞ্জীলের পরিবর্তে দেয়া হয়েছে 'মাছানী'। আর মুফাছ্ছাল সমূহ ভিন্ন ফযীলত হিসাবে দেয়া হয়েছে'।[২১]

উক্ত হাদীছে 'সাবউত তিওয়াল' অর্থ হ'ল, সাতটি লম্বা সূরা। তাহ'ল- (১) সূরা বাক্বারা (২) আলে ইমরান (৩) নিসা (৪) মায়েদাহ (৫) আন'আম (৬) আরাফ (৭) আনফাল। আর 'মিয়ীন' অর্থ হ'ল, যে সকল সূরার আয়াত সংখ্যা একশ থেকে দুইশ পর্যন্ত। সেগুলি হচ্ছে সূরা ইউনুস থেকে সূরা শু'আরা পর্যন্ত। 'মাছানী' অর্থ যে সকল সূরার আয়াত সংখ্যা একশ থেকে কম। সেগুলি হচ্ছে সূরা নামল থেকে সূরা হুজুরাত পর্যন্ত। 'মুফাছ্ছাল' হ'ল, সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

[চলবে]

১৯. *হাকিম, ছহীহুল জামি'ছু আছ-ছাগীর হা/২৯৩৭।*
২০. *বুখারী, 'কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন'।*
২১. *ত্বাহাবী, ত্বাবরানী, সিলসিলা ছহীহা ৩য় খণ্ড, হা/১৪৮০।*

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক/এজেন্ট হওয়া যায়।

সরাসরি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নগদ টাকা প্রেরণ করে অথবা মানি অর্ডার/ড্রাফট-এর মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

কোন অবস্থাতেই চেক গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রাহকের নাম ও পত্রিকা পাঠানোর ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।

ভি.পি.পি. যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে।

দেশে অর্ডিনারী ডাকে কোন গ্রাহক করা হয় না।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	২০০/= (ষান্মাসিক ১০০/=)
এশিয়া মহাদেশঃ	৭১০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটানঃ	৫১০/=
পাকিস্তানঃ	৬৪০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৮৪০/=
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশঃ	৯৭০/=

ড্রাফট পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক, এস.এন.ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।
ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতঃ প্রেক্ষিত আহলেহাদীছ

*আবু তাহের বিন আব্দুর রহমান**

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত পরিচিতিঃ

এই শিরোনামটি তিনটি শব্দে বিভক্ত। আহল, সুন্না ও জামা'আত। মধ্যখানের শব্দটি সংযোজক অব্যয়। 'আহল' অর্থ অনুসারী, পন্থী। এর বিস্তারিত আলোচনা আহলেহাদীছ পরিচিতিতে করা হয়েছে। নিম্নে সুন্নাহ ও জামা'আত শব্দের বিশ্লেষণ করা হ'লঃ

সুন্নাহ বিশ্লেষণঃ সুন্নাহ্র আভিধানিক অর্থ পথ, প্রথা, ব্যবহার, অভ্যাস, সংবিধি[২৭], নিয়মিত, প্রচলিত পদ্ধতি, প্রশংসনীয় ও অপ্রসংশনীয় রীতি[২৮], সমাজ জীবনে প্রচলিত সাধারণ রীতি[২৯], পূর্বে প্রচলন বিহীন নতুন রীতি[৩০] প্রমুখ।

ইসলামী শরী'আতে সুন্নাহ হলো

هى ما صدر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير مما يراد به التشريع لأمة، فيخرج بذلك ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من الامور الدنيوية والجبلية التى لادخل لها بالأمور الدينية ولاصلة لها بالوحى

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে সুন্নাহ বলে, যার দ্বারা মুসলিম জাতির জন্য শরী'আতের বিধি-বিধান উদ্দেশ্য। এ সংজ্ঞা দ্বারা তার ঐ সমস্ত পার্থিব ও চরিত্রগত বিষয় বের হয়ে যাবে, যার সাথে ধর্মীয় বিধি-বিধানের ও অহি-র কোন সম্পর্ক নেই'।[৩১]

জামা'আত বিশ্লেষণঃ

'জামা'আত' অর্থ দল। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় প্রধানত জামা'আত দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ও সত্য পথ। মুসলিম মনীষীগণের দৃষ্টিতে জামা'আত হ'ল হকপন্থীদের দল, মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আল্লাহ প্রেরিত অহী ইসলাম, যার উপর ছাহাবীগণ ঐক্যমত ছিলেন।[৩২]

ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল করীম হানাফী বলেন,

الجماعة هم اهل الحق والفرقة الناجية وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان من أئمة الهدى، اهل الحديث والفقه فى الدين العاملون بالسنة والمجتهدون عليها–

'জামা'আত হলো হকের অনুসারী, মুক্তিপ্রাপ্ত দল- তাঁরা হ'লেন ছাহাবা ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামদের মধ্য হ'তে একনিষ্ঠতার সাথে তাদের অনুসারী দ্বীন এর ফিক্বহ ও হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ, যারা সুন্নাতের আমলকারী ও তার উপর মতৈক্যকারী।[৩৩] হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই হ'ল জামা'আত, সংখ্যায় যদিও একজন লোক হয়। আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ বলেন, انما الجماعة ما وفق طاعة الله وان كنت وحدك 'বস্তুতঃ জামা'আত হ'ল ঐসব কর্ম, যা আল্লাহ্র আনুগত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যদিও তার আমলকারী তুমি একাই হও'।[৩৪]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত পরিচিতিঃ

পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণের পদাঙ্ক অনুসারীগণই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।[৩৫] মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর আব্দুল কাদির শাইবাতুল হামদ বলেন,

وهم الذين يعتقدون بقلوبهم ويشهدون بالسنتهم انه لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويصومون رمضان ويحج المستطيع منهم بيت الله الحرام وهم يؤمنون بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لايؤلون شيئا من ذلك–

---

* *দাওরায়ে হাদীছ; বি.এ, অনার্স, এম,এ (হাদীছ); ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; কামিল (ফিক্বহ); দাঈ: সঊদী দূতাবাস, বাংলাদেশ অফিস।*

২৭. *সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃঃ ৪৬১।*

২৮. *শাওকানী (১১৭২-১২৫০), ইরশাদুল ফুহুল (মিশরঃ বাবী হালবী, ১৯৩৭ খৃঃ), পৃঃ ৩৩।*

২৯. *শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন বি নাফসিহী ফিল আক্বাঈদ ওয়াল আহকাম (কুয়েতঃ দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৯৮৬), পৃঃ ১৫।*

৩০. *ড. উজাজ, আল মুখতাছারুল ওয়াজীয ফী উলূমিল হাদীছ (বৈরুতঃ মুআসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ১৫।*

৩১. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন, পৃঃ ১৫।*

৩২. *আল্লামা শাত্বী, আল ই'তিছাম (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬২; ইবনে হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (কাহিরাহঃ দারুল রাইয়্যান লিল তুবায়া ১৩তম খণ্ড, পৃঃ ৩১৬; আবু মুহাম্মাদ হুমাইন বিন মাসঊদ আল-ফাররা আলবাগবী, শারহুস সুন্নাহ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬; আল্লামা লালকাঈ, শারহু উমূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত), পৃঃ ৮৪।*

৩৩. *ডঃ আব্দুল করীম হানাফী, নাহবু দাওয়াতিল ইসলামিইয়াতির রাশীদাহ (মাকতাবুল আবীকান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫ খৃঃ), পৃঃ ১০২।*

৩৪. *ইমাম আবুল কাসিম হিকবাল্লাহ বিন হাসান লালকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯।*

৩৫. *সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, ১ম খণ্ড), পৃঃ ১০০।*

'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত হ'ল তারাই, যারা তাদের অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন এবং জিহ্বা দিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত সত্য কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, ছালাত কায়েম করেন, যাকাত প্রদান করেন, রামাযান মাসে ছিয়ামব্রত পালন করেন এবং সাধ্যমত বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ সম্পাদন করেন। আর তারা আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতা, রাসূলগণ, শেষদিবস, ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি অপব্যাখ্যা বিহীন বিশ্বাস পোষণ করেন।[৩৬]

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি যারা আল্লাহ্র নামসমূহ ও গুণাবলী এবং ক্ষমতার প্রতি অপব্যাখ্যা বিহীন যেমন আল্লাহ বর্ণনা দিয়েছেন এবং যেরূপ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে সেইভাবে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহ্র নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)কেই একমাত্র আদর্শিক নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর আনিত শরী'আতকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেন, ইসলামী শরী'আর ব্যাখ্যাকে সালাফে ছালিহীন কর্তৃক গ্রহণ করেন এবং ফিরিশতা, আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস, ভাগ্যের ভাল ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস করেন তারাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এর আদর্শিক অনুসারী রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে চলে আসে। কিন্তু যখন মুসলিমগণ বিদ'আতী ও পদভ্রষ্ট খারেজী মু'তাযিলা, শী'আ প্রমুখ দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন খালিছ মুসলিমগণ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত নামে ভূষিত হন। বিশেষ করে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আব্বাসী খলীফা আল মুতাওয়াক্কিল এর সময় এই পরিভাষাটি ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করে।[৩৭]

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এর তুলনামূলক পর্যালোচনা-

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এর অন্যান্য দল ও আহলেহাদীছ এর মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে চার মাযহাব ও আহলেহাদীছ এর মধ্যেকার কিছু মৌলিক পার্থক্য বিধৃত হ'লঃ

চার মাযহাব	আহলে হাদীছ
১। ইসলামের মধ্যে একটি দল।	১। মূল ইসলামের অনুসারী হওয়ায় গুণবাচক উপাধি।
২। নির্দিষ্ট ইমামের অনুসারী।	২। সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী।
৩। নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদকে ওয়াজিব ভাবেন।	৩। তাক্বালীদ করা হারাম মনে করেন।
৪। চার মাযহাব এর বিশ্বাসী ও এক মাযহাব গ্রহণে বিশ্বাসী। স্বীয় মাযহাব বিরোধী ছহীহ আমল ও অন্যান্য মাযহাবের ছহীহ আমলও তারা করেন না।	৪। মাযহাবে বিশ্বাসী নন। সকল মাযহাবের ইমামদেরকে সমপরিমাণ সম্মান করেন এবং সবার ছহীহ কথা গ্রহণ করেন।
৫। শরী'আত এর উৎস্য চারটিঃ কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস।	৫। শরী'আত এর উৎস্য ২টি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল।
৬। চার ইমাম পর্যন্ত ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার বন্ধ।	৬। ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
৭। স্ব স্ব মাযহাবের ফিকহী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস।	৭। কুরআন ও সুন্নাহই একমাত্র তাদের উৎস্য।
৮। শরী'আতের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে স্বীয় ইমাম অভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব।	৮। শরী'আতের অর্থ বুঝার জন্য সালাফে ছালেহীন এর বুঝ গ্রহণে বিশ্বাসী।
৯। খবরে আহাদ বা একজন বর্ণনাকারীর হাদীছ দলীল নয়। বিশেষ করে হানাফী ফিকহের এটি বড় ধরনের উসূল।	৯। সর্বক্ষেত্রে খবরে আহাদ দলীল হিসাবে গণ্য।
১০। মাযহাবী ইমামের রায় এর সাথে কুরআন ও হাদীছ যাচাই করে গ্রহণ করেন, রায় এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণটুকু গ্রহণ করা হয় বাকী প্রত্যাখ্যানযোগ্য।	১০। ইমামদের রায়কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যাচাই করেন। যতটুকু দলীলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকু গ্রহণপূর্বক বাকী সব প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, সার্বিক দিক ও আদর্শের মানদণ্ডে 'আহলেহাদীছ' আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এর শীর্ষ একটি দল। অন্যান্য দলের সঙ্গে আহলেহাদীছ এর বহু পার্থক্য রয়েছে। আহলেহাদীছ মূল ইসলামের অনুসারী দল। পদভ্রষ্ট ও গোমরাহী দলের মোকাবেলায় আহলেহাদীছ সহ অন্যান্য দল মিলে সবাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী। আজ বিজ্ঞান ও কম্পিউটার এর যুগ। এ যুগে ছহীহ, যঈফ ও জাল হাদীছের পৃথক চার্ট তৈরী হচ্ছে। তাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত যেমন একদিক থেকে একটি দল। তেমনি সর্বপ্রকার মাযহাবী সংকীর্ণতার ঊর্ধে উঠে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে একদলে সমবেত হওয়া বিশ্ব মুসলিম সমাজের দাবী। আল্লামা আব্দুল কাদের জিলানী-এর বানী দ্বারা শেষ করতে চাই। তিনি বলেন,

اما الفرقة الناجية فهى اهل السنة والجماعة واهل السنة لا اسم لهم الا اسم واحد وهو اصحاب الحديث–

'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতই মুক্তিপ্রাপ্তদল। আর আহলেহাদীছ ব্যতীত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই'।[৩৮]

---

৩৬. *আব্দুল কাদির শাইবাতুল হামদ, আল আদইয়ান ওয়াল ফিরাক্ব ওয়াল মাযাহিবিল মুয়াছিরাহ (মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৮৭ হিঃ), পৃঃ ১৮২।*

৩৭. *তু. আল-বাশবীশী, আল ফিরাকুল ইসলামিয়্যাহঃ হাওলীয়্যালীঃ মুহাম্মাদ আলী উযযাবী, লা-সুন্নাঃ ওয়ালা-শীআ, পৃঃ ৬৭।*

৩৮. *আব্দুল কাদের জিলানী, গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, (লাহোর), পৃঃ ১৯৭।*

ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা

*মাসঊদ আহমাদ**

প্রসঙ্গের উত্থাপনঃ

আমরা যারা লেখালেখি করি, কাব্যচর্চা বা গল্প-উপন্যাস লেখি, তাদের সম্পর্কে সমাজে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। কবি-সাহিত্যিকরা কল্পনার মানুষ। তারা যা লেখেন, কল্পনার জগত থেকে লেখেন। কল্পনা কখনো বাস্তব হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই গুরুজন বা সচেতন মানুষের এমন মন্তব্যে নতুন ও প্রতিভাবান লেখকরা নিরুৎসাহিত হন। একবার এক বড় ভাইকে এমনও বলতে শুনেছি, যে যুগে মাথার উপর দিয়ে উড়োজাহাজ শাঁ করে উড়ে যায়, সে যুগে ঘরের কোণে বসে লেখালেখি তথা সাহিত্যচর্চার কোন যৌক্তিকতা নেই। অনেকে আবার এক ধাপ এগিয়ে বলেন, কল্পনা করে যা লেখা হয়, তা এক ধরনের মিথ্যাচার। কোন মুসলমান মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

এখানে একটা প্রশ্ন আসতেই পারে, ইসলামে কি তবে কাব্যচর্চা বা সাহিত্য চর্চার অনুমতি নেই? প্রশ্নটি হালকা অনুভূত হ'লেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তির নিরিখে নয়; বরং পবিত্র কুরআন ও একাধিক ছহীহ হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাব্যচর্চার ব্যাপারে ইসলামে কোন বিরোধ নেই। বরং কখনো কখনো কাব্য চর্চাকে পুণ্যের কাজ হিসাবে উল্লেখ পূর্বক কাব্যচর্চার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

কোন বস্তুর ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে ভাল ও মন্দের মাপকাঠি। সেই হিসাবে বলা যায়, কবিতা অপার্থিব কোন দিব্য বস্তু নয়। কবিতা সাধারণ কথার মতই। ভাল কথার ন্যায় ভাল কবিতা সুন্দর এবং খারাপ কথার ন্যায় খারাপ কবিতা অসুন্দর। ফলে সুন্দর, রুচিকর, সৃজনশীল, মানবতাবাদী কবিতা রচনার প্রতি ইসলামে অনুপ্রাণিত ও পুরস্কৃত করা হয়েছে। আবার মিথ্যা, অশ্লীল, অরুচিকর, মানবতা-বিধ্বংসী কবিতাকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা উপস্থাপনের মানসে কবি ও কবিতার পরিচয়, আল-কুরআনে কবিতা প্রসঙ্গ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবি ছিলেন কি-না, তাঁর কাব্য প্রীতি ও কবিতার ব্যাপারে মন্তব্য-পরামর্শ ও নির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচিত হয়েছে।

* *গ্রামঃ দমদমা, পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।*

কবি ও কবিতার সংজ্ঞাঃ

কবিতা এক প্রকার শিল্প, যাকে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। মেধা-শ্রম-নিষ্ঠার সমন্বয়ে সৃজিত বাক্যমালা, যা শৈল্পিক সৌন্দর্যে ছন্দোবদ্ধ অবয়বে প্রকাশ পায়, তাই কবিতা।

সহজ করে বলতে গেলে, কবিতা এক জাতীয় সুলিখিত গদ্য, যাতে অর্থপূর্ণ কথামালা সুগঠিত চিন্তা ও ছন্দে রূপ লাভ করে থাকে।

বাংলা ভাষায় কবি ও কবিতার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এভাবে-

'বাইরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ বা আপন মনের ভাবনা-বেদনা কল্পনাকে যে লেখক অনুভূতি-স্নিগ্ধ ছন্দোবদ্ধ তনুশ্রী দান করতে পারেন, তাঁকেই আমরা কবি নামে বিশেষিত করি। আর যিনি জগতের একখানি যথাযথ স্বাভাবিক চিত্রপট এঁকে দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি'।[১]

কবিতা যে সাধারণ গদ্য থেকে আলাদা একথা বলাই বাহুল্য। কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে মাহবূবুল আলম বলেন, 'প্রকৃতি ও জীবনের সান্নিধ্যে কবিমনে সৃষ্ট বিচিত্রভাব যখন ছবির মত প্রত্যক্ষ এবং গানের মতো মধুর করে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে কবিতা বলা চলে'।[২]

আরবী সাহিত্যে কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম মত ব্যক্ত করেছেন। কারো মতে, কবিতা হ'ল, ওযন ও ছন্দে রূপায়িত গদ্যের নাম। আবার কারো মতে কবিতা হচ্ছে, এমন কাব্য যা রচনা করতে কবি কল্পনার উপর নির্ভর করে এবং তাতে সেই শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখে, যা জ্ঞানীগণকে আকর্ষণ করে এবং অন্তর যার প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'কবিতা সেই ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্যকে বলে, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং অর্থপূর্ণ ছবি ও দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। আর এটা কখনো কখনো গদ্যের মাধ্যমে হয়, আবার কখনো কখনো পদ্যের মাধ্যমে হয়'।[৩]

উপস্থাপিত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মনের কল্পনা ও ভাবকে শৈল্পিক সৌন্দর্যে প্রকাশ করার নামই কবিতা।

১। *শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য-সন্দর্শন (ঢাকাঃ সুচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ২৮।*
২। *মাহবুবুল আলম, বাংলা ছন্দের রূপরেখা (ঢাকাঃ খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৬), পৃঃ ২।*
৩। *আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৭), পৃঃ ২৫।*

আল-কুরআনে কবিতা প্রসঙ্গঃ

কুরআন মাজীদে কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য শুধু বিক্ষিপ্ত কিছু আয়াতে কারীমা নাযিল করেছেন তা নয়; বরং কবিদের প্রসঙ্গে 'আশ-শু'আরা' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কাব্যচর্চা বা সাহিত্যের অনুসঙ্গটি নিতান্তই ঠুনকো বিষয় নয়।

কবিদের প্রসঙ্গে সূরা শু'আরার নিম্নোক্ত আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেন,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ– أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ– وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَيَفْعَلُوْنَ– إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا–

'এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না, ওরা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা যা করে না তা বলে। কিন্তু তাদের কথা আলাদা, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে। আর নিপীড়িত হ'লে প্রতিশোধ গ্রহণ করে' *(শু'আরা ২২৪-২৭)*।

সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত মানুষ আয়াতের প্রথমাংশ পড়েই বিহ্বল হয়ে পড়েন। তারা আয়াতের শেষ অংশ পড়ার ধৈর্য রাখেন না। এখানে আয়াতগুলোর প্রথমাংশে মূলতঃ বিভ্রান্ত মুশরিক তথা যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করত এবং ইসলামের বিরোধিতা করত তাদের কথা বলা হয়েছে। আর 'কিন্তু তাদের কথা আলাদা' বলে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর অপসন্দনীয় নয়; বরং কৃপাধন্য। এইসব কবির গুণাবলীর উল্লেখ করে আল্লাহ মানব সমাজে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ আয়াতে কবি ও তাদের অনুসারীদের বিভ্রান্ত বলা হয়েছে, এর কারণ কী?

মানব মনের আকুতি, আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশের একটি সুন্দর ও চমৎকার মাধ্যম হ'ল কবিতা। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে (অবশ্য এখনও) এর একটি প্রধান উপাদান হ'ল মিথ্যা। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী তাঁর 'আল-মুফরাদাত' গ্রন্থে বলেন,

وَلكون الشعر مقر الكذب، قيل حسن الشعر أكذبه

'(কুরআনুল কারীমে কবি ও কবিতাকে মন্দ বলা হয়েছে) এজন্য যে, কবিতা মিথ্যার ঘাঁটি। বলা হয়েছে যে, সর্বাধিক উত্তম কবিতা সেটিই, যা সর্বাধিক মিথ্যা'।[৪]

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগের অধিকাংশ কবিতা ছিল গোত্রীয় হানাহানি, কলহ-বিবাদ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, নৈতিক অধঃপতন, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বিষয়বস্তুতে পূর্ণ। এছাড়া মদ্যপান, যুদ্ধের পাঁয়তারা, সম্পদ লুণ্ঠন, অন্যের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান, গোলযোগ সৃষ্টি, নারী সম্ভোগসহ সর্বপ্রকার উচ্ছৃংখল জীবনের বর্ণনা ছিল তাদের কবিতায়। দ্বন্দ্ব-কলহ ও ব্যক্তিত্বের বড়াই নিয়ে কবিদের চলত প্রতিভার পারঙ্গমতা। কবিরা নিজ নিজ গোত্রের শৌর্য-বীর্য ও রণ-চাতুর্যের কাহিনী আবৃত্তি করে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করত। ফলে বংশের কুৎসা ও কলঙ্ক রটনা নিয়ে কবিতার এমন লড়াই হ'ত যে, অধিকাংশ সময় তা সর্বনাশ বয়ে আনত।

এরূপ ঘটনা থেকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাল্যকালে ফিজারের যুদ্ধের সূচনা হয়। এ যুদ্ধে হিজাযের সমস্ত গোত্র ও গোষ্ঠী জড়িত হয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপায়ণের নামে হত্যা, মিথ্যে অহংকার, মূর্খতা ও দুর্বিনীতার পরিচয় দিয়ে মনুষত্বকে লুটিয়ে দিয়েছিল।[৫]

কবিরা তখন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, কেউ কোন নতুন কথা বললেই তাকে কবির মনগড়া মিথ্যা আশ্রিত বক্তব্য বলে সাব্যস্ত করা হ'ত। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্র কুরআনের বাণী প্রচার করলে তাঁকে কাফেররা কবি বলে অবজ্ঞা করে। তিনি যুক্তির মাধ্যমে তাদের এ অভিযোগের জবাব দেন। কিন্তু তাতেও তারা অপপ্রচারে ক্ষান্ত হয়নি। ঠিক এই মুহূর্তে এ জাতীয় বিভ্রান্ত ও বিকৃত মস্তিষ্কের কবিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত' *(শু'আরা ২২৪)*।

আলোচ্য আয়াতগুলি অবতীর্ণের পেক্ষাপট সম্পর্কে 'ফাতহুল বারী'তে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াত নাযিল হবার পর আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা, হাসসান ইবনু ছাবিত, কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হোন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কী উপায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল

৪। *রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি), পৃঃ ২৬১।*

৫। *শাহ আব্দুস সাত্তার, সংস্কৃতি ও আইনের বিকাশে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ), সীরাত স্মরণিকা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৩ হিজরী), পৃঃ ৪৪।*

এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারকগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরেক কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত।[৬]

উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহ্র কাছে অপসন্দনীয় হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়। বরং যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয়, কিংবা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপসন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ ও অপসন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেগুলি আল্লাহ তা'আলা إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ আয়াতাংশের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের বক্তব্য উপস্থাপনের একটি পদ্ধতি এই যে, ইসলামে কোন একটি বিষয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রথমে তার নেতিবাচক এবং পরে তার সাথে সঙ্গতি রেখে ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরা হয়। যেমন কালেমায়ে তাইয়েবাহ-এর ক্ষেত্রে لَآ إِلٰهَ (কোন উপাস্য নেই), إِلاَّ اللهُ (আল্লাহ ছাড়া)। এখানে মূল আলোচ্য বিষয় আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। দ্বিতীয় অংশটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অংশের অবতারণা করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলিতেও বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে।

কবি সত্তার অধিকারী একজন মানুষকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যদি সে তার কবি স্বভাবের সাথে চারটি গুণ আয়ত্ব করে নিতে পারে, তাহ'লে সে আল্লাহ্র পসন্দনীয় ও প্রিয়ভাজনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন-

(১) কোন কবি ঈমানদার কবি হ'তে চাইলে প্রথমেই তাকে ঈমান আনতে হবে।

(২) ঈমান আনয়নের পর অসৎকর্মে লিপ্ত হবে না।

(৩) কবির ভাবপ্রবণতা যেন তাকে বিপদগামী করতে না পারে সেজন্য বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করবে।

(৪) আর যখন নিপীড়িত হবে, তখনই প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট হবে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কোন বস্তুর ব্যবহারের প্রকারের উপরই নির্ভর করে ভালো ও মন্দের মাপকাঠি। সুতরাং কাব্য চর্চার মাধ্যমে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও অনুগ্রহ উভয়ই লাভ করা যায়। এখন কবিকেই বেছে নিতে হবে কোন পথে সে অগ্রসর হবে- তথাকথিত প্রগতিবাদীর পথে, নাকি কল্যাণ ও মুক্তির পথে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি কবি ছিলেনঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভ্রান্ত মানবতাকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করা। কাজেই কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে মহানবী (ছাঃ) তাঁর জীবনকে অতিবাহিত করেছেন। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করা তাঁর প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে অন্যতম। কবিতা চর্চা ও আবৃত্তি তাঁর স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবি ছিলেন না এবং তার জন্য কবি হওয়া শোভনীয়ও ছিল না। এ বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَاعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِىْ لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ–

'আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং এটি তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন' *(ইয়াসীন ৬৯)*।

নবুওয়াত অমান্যকারী কাফেররা মানুষের মনে কুরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ এটা ছিল অনস্বীকার্য ব্যাপার। তাই তারা কখনো কুরআনকে যাদু এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যাদুকর বলত। আবার কখনো কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবি বলে আখ্যা দিত। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব আল্লাহ্র কালাম হওয়ার কারণে নয়; বরং এটা যাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। না হয় কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়'। সুতরাং তাকে কবি বলা ভ্রান্ত।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কাব্য রচনা আরব জাতির মজ্জাগত বিষয়। তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও অনর্গল কবিতা বলত। কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞাত ছিল। সুতরাং কিসের ভিত্তিতে কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবি বলেছে? কারণ কুরআন কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। একে কোন মূর্খ এবং কাব্যচর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না।

৬। মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ), তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, (সঊদী আরবঃ বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ৯৮৬।

এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়। তা পদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবি বলার পেছনে কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প-গুজব অথবা তারা বুঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও ঠিক তেমনি।

ইমাম জাসসাস বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, সাধারণত করতেন না; তবে ত্বারাফার এক পংক্তি কবিতা তিনি একবার আবৃত্তি করেছিলেন।

পংক্তিটি এইঃ

سَتُبْدِىْ لَكَ الْأَيَّامُ مَاكُنْتَ جَاهِلاً
وَيَأْتِيْكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে من لم تزود بالأخبار আবৃত্তি করলে আবুবকর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ), কবিতাটি এভাবে নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্যচর্চা আমার জন্য শোভনীয়ও নয়।

তিরমিযী, নাসাঈ ও ইমাম আহমাদ এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং হাফেয ইবনু কাছীরও তাঁর তাফসীরে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবি নন এবং কুরআন মাজীদ কোন কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ নয়। এ মর্মে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ– وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّايُؤْمِنُوْنَ–

'নিশ্চয়ই এই কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত এবং এটা কোন কবির রচনা নয়। তোমরা কমই বিশ্বাস কর' *(হাক্কাহ ৪০-৪১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি প্রেরিত কুরআন মাজীদকে অবিশ্বাসীরা প্রথমে যাদু বলেছে, পরে আরও অগ্রসর হয়ে বলেছে, এটা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। আসল কথা হচ্ছে, লোকটি একজন কবি। এই মর্মে আল্লাহ্‌র বাণী-

بَلْ قَالُوْا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ– فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُوْنَ–

'এছাড়া তারা আরও বলে, অলীক স্বপ্ন; না সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক। যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ' *(আম্বিয়া ৫)*।

'নিদর্শনসহ আগমন' কাফেরদের এই অসার কথার মর্মবাণী অতীব পরিস্কার। কোন নিদর্শনের উপস্থাপন ঘটলেই কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করত? রাসূলকে কবি অপবাদ না দিয়ে নবী হিসাবে স্বীকার করে নিত? কখনো এটা করত না। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ্‌র বাণী-

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ–

'তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। এখন কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে' *(আম্বিয়া ৬)*।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবি হিসাবে পৃথিবীতে আসেননি। আল-কুরআন ছিল তাঁর উপর অর্পিত সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা। যা পৃথিবীর মানুষের হেদায়াতের জন্য, কল্যাণ ও মুক্তির বার্তা হিসাবে এসেছে। কাফেররা তা অনুধাবন না করেই তাকে কবি হিসাবে আখ্যা দিয়েছিল। বস্তুতঃ তিনি কবি নন।

আরব দেশ কবিতার দেশ। কবিতা আরবদের গোটা জীবনের একটি বাস্তব চিত্র। জীবনের সকল ক্ষেত্রে কবিতা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। বিশেষতঃ সামাজিক চিত্রের কথা উল্লেখ করার মত। আরব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শৌর্য-বীর্য, প্রেম-প্রীতি, বিরহ-মিলন প্রভৃতির নিখুঁত ছবি অঙ্কিত হয়েছে তাদের কবিতায়। এজন্যই বলা হয়েছে اَلشِّعْرُ دِيْوَانُ الْعَرَبِ 'কবিতা আরবদের দিনপঞ্জী'।[৮]

কবি ও কবিতার জন্য ভুবনখ্যাত এক জনপদে জন্মগ্রহণ করেও রাসূল (ছাঃ) নবুঅতের পূর্বে একছত্র কবিতা রচনার চেষ্টা করেননি। এমনকি কোনদিন কোন কবিতার জলসায়ও তিনি শরীক হননি।

'তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে'র ভাষ্য মতে, 'তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্য চর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসত। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হ'ত। প্রত্যেকেই উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করত। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ

৭। *তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃঃ ১১৩৭।*

৮। *আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ইং), পৃঃ ৮০।*

তা'আলা এমন রুচি দান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এ ধরনের কবি জলসায় শরীক হননি'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সত্যবাদী ও শুদ্ধভাষী মানুষ। সঙ্গত কারণেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপরে তাঁর একটি অসাধারণ দখল এসে গিয়েছিল প্রকৃতিগতভাবেই আরব হওয়ার কারণে। এছাড়া ভাষার গতি ও লাবণ্যের প্রতি তাঁর একটি স্বভাবসুলভ কৌতূহলও ছিল। স্বভাবসুলভ আচরণ ও বৈশিষ্ট্যে তার পরিচয় কবি হিসাবে ফুটে উঠেনি। তবে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত নবুওয়াতের পরে বিভিন্ন সময়ে ছাহাবীগণের উপদেশ দিতে, যুদ্ধের ময়দানে অনুপ্রাণিত করতে, প্রিয় ব্যক্তিদের কল্যাণ কামনার্থে, হালকা কৌতুক পরিবেশন করতে তিনি যে বাক্যমালা উপস্থাপন করেছেন, তা চমৎকার কবিতা হিসাবে পরিগণিত। আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কবিতার মাধ্যমে তিনি দো'আ করেছেন। আবার কখনো পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও মনের বেদনা লাঘব করতে কবিতা বলেছেন। এইসব প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবি মানসের পরিচয় পাওয়া যায়।

বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুনাইনের যুদ্ধে যখন শত্রুপক্ষ হাওয়াযিন গোত্রের তীরাঘাতের ফলে মুসলমানদের কিছু কিছু লোক পিছু হটে গিয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে বীরত্বের সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন-

اَنَا النَّبِىُّ لَاَكْذِبْ + اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

'আমি কিন্তু নবী মিথ্যাবাদী নই
আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর হই'।[১০]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খন্দকের নিকট গেলেন। মুহাজির ও আনছারগণ শীতের সকালে খন্দক খনন করছিলেন। এ কাজ করার জন্য তাদের সাথে কোন চাকর ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় দেখলেন, তখন এই কবিতা আবৃত্তি করলেন-

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَة + فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِوَالْمُهَاجِرَة–

'হে আল্লাহ! প্রকৃত সুখ-শান্তি ও জীবনই হ'ল আখিরাতের শান্তি ও জীবন। তাই আপনি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন'।

অতঃপর তারা এর জবাবে বলেছিলেন-

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَابَقِيْنَا أَبَدًا

'আমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাতে জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকি'।[১১]

বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাবের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মাটি বহন করতে দেখলাম। তাঁর পেট ধূলায় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি সে মাটি বহন করছিলেন আর বলছিলেন-

وَاللهِ لَوْلَااللهُ مَااهْتَدَيْنَا + وَلَاتَصَدَّقْنَا وَلَاصَلَّيْنَا
فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا + وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقِيْنَا
إِنَّ الْأُوْلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا + إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا–

'শপথ আল্লাহ্র! তিনি যদি না থাকতেন সাথে
না থাকিতাম তাঁর পথে ও ছালাত-ছাদাক্বাতে।
নাযিল করুন মোদের উপর শান্তি ও রহমত
শত্রু মোকাবেলায় মোদের দৃঢ় করুন পদ।
বিদ্রোহ করেছে পূর্বের শত্রু মোদের প্রতি
ওরা ফিৎনা-ফাসাদ চাইলে মোরা জানাই অস্বীকৃতি'।

তিনি এই أبينا শব্দটি (কোরাস আকারে) জোরে জোরে উচ্চারণ করছিলেন।[১২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কৌতুক করেও কখনো কখনো ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করেছেন। আনাস (রাঃ)-এর এক ছোট ভাই ছিল। তার নাম ছিল আবূ উমায়ের। বালক উমায়েরের একটি পোষা পাখী ছিল যার নাম ছিল নুগায়ের। একবার পাখিটি মারা গেলে আবূ উমায়ের খুবই বিষণ্ন বদনে দাঁড়িয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার এ বিষণ্নতা দূর করার জন্য কৌতুক করে ছন্দোবদ্ধভাবে বললেন-

يَا أَبَاعُمَيْرٍ + مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ–

'ওহে আবূ উমায়ের! কি করিল নুগায়ের'![১৩]

এভাবে জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি কবিতা সৃজনের নমুনা তৈরী করেছেন। অবশ্য কখনো কখনো অন্যের কবিতাও তিনি পাঠ করতেন।

[চলবে]

৯। তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃঃ ২২।
১০। আবুল কাশেম ভূঞা, ছাহাবীদের (রাঃ) কাব্যচর্চা (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ১৬।
১১। ছহীহ বুখারী ২/৬১৭।
১২। ছহীহ বুখারী ২/৫৮৯ পৃঃ।
১৩। কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) ও সাহাবীদের মনোভাব, পৃঃ ১২৫।

Contents

দো'আঃ গুরুত্ব ও ফযীলত

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

[শেষ কিস্তি]

দো'আর ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য বিষয় সমূহঃ

দো'আর ক্ষেত্রে কতগুলি খারাপ দিক রয়েছে, যেগুলি দো'আকারীকে পরিত্যাগ করতে হবে। সেগুলি হ'লঃ

১। আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়াঃ

দো'আ একটি ইবাদত ও আল্লাহ্র কাছে চাওয়ার মাধ্যম। তাই আল্লাহ্র কাছেই দো'আ করতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে চাওয়া শিরক, চাই সেটা নবীদের কাছে হোক, ওলীদের কাছে হোক, ফেরেশতাদের কাছে হোক, জীবিত বা মৃত যে কোন ব্যক্তির কাছেই হোক না কেন। আল্লাহ বলেন,

وَلاَتَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَيَنْفَعُكَ وَلاَيَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ–

'আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডেক না, যে তোমার কোন উপকার করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না। বস্তুতঃ যদি এইরূপ কর, তবে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(ইউনুস ১০৬)*।

২। দো'আর মধ্যে সীমালংঘন করাঃ

মহান আল্লাহ দো'আ করতে আদেশ দেওয়ার পাশাপাশি সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً، إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ–

'তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৫৫)*।

দো'আর ক্ষেত্রে সীমালংঘনের কয়েকটি বিষয় হ'লঃ

- ❑ যে বিষয় ঘটে গেছে তার জন্য দো'আ করা। যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য হায়াত বৃদ্ধির দো'আ করা।
- ❑ মৃত্যুর আকাঙ্খা করা ও চাওয়া।
- ❑ এমন বিষয়ের জন্য দো'আ করা, যা হবে না বলে শরী'আত নির্দেশ করেছে। যেমন- ক্বিয়ামতের সময় জানতে চেয়ে দো'আ করা।
- ❑ পাপ কাজের জন্য সাহায্য চেয়ে দো'আ করা।
- ❑ আল্লাহ্র রহমতকে গণ্ডিভুক্ত করে দো'আ করা। যথা- একথা বলা, হে আল্লাহ! তুমি শুধু আমাকে আরোগ্য দান কর।
- ❑ আল্লাহকে পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্য দো'আ করা। যেমন- একথা বলা যে, দো'আ করে পরীক্ষা ও যাচাই করছি কবুল হয় কি-না।
- ❑ বেশী উচ্চৈঃস্বরে দো'আ করা।

৩। নিজের, নিজের পরিবার বা সম্পদের জন্য বদ দো'আ করাঃ

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَتَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَفِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يَسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

নিজের জন্য বদ দো'আ করো না, নিজের সন্তানের জন্য বদ দো'আ করো না, নিজের সম্পদের ব্যাপারে বদ দো'আ করো না। কারণ এই বদ দো'আর সময়টি সেই সময়ে পড়ে যেতে পারে যে সময় আল্লাহ্র কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করলে কবুল করা হয়। এভাবে এই বদ দো'আটিও কবুল হয়ে যেতে পারে'।[১]

দো'আ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সমূহঃ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দো'আকারীর দো'আ কবুল হ'তে বাধা দেয়ঃ

১। হারাম খাদ্য, পানীয় ও হারাম পোষাকঃ

মানুষের পোষাক, খাদ্য ও তার দেহ ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যদি পোষাক, খাদ্য সুদের, ঘুষের, ধোকার, চুরি বা ইয়াতীমের মাল হয়ে থাকে তাহ'লে তা দো'আ কবুলের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَأَنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، يَا أَيُّهَا الرُّسُوْلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَّرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র হালাল জিনিস ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। আল্লাহ রাসূলদেরকে যে হুকুম দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সেই হুকুম দিয়েছেন (তিনি বলেছেন), রাসূলগণ! 'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা খাও' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। অতঃপর তিনি এমন এক লোক সম্পর্কে আলোচনা

* তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন ২/১৪৯৭।*

করলেন, যে দীর্ঘ পথ সফর করেছে। ফলে তার অবস্থা হয়েছে উসকু খুসকু ও ধুলামলিন। এমতাবস্থায় সে তার হাত দু'খানা আকাশের দিকে প্রসারিত করে হে প্রভু! হে প্রভু! বলতে থাকে। অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তাও হারাম, যা পরিধান করে তাও হারাম। এক কথায় তার জীবন ধারণের সবকিছুই হারাম। সুতরাং কিভাবে তার দো'আ কবুল হ'তে পারে'।[২]

২। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ছেড়ে দেওয়াঃ

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সত্য-ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না'।[৩]

৩। দো'আ কবুলের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করাঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো দো'আ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে। সে বলতে থাকে, আমি আমার রবের কাছে দো'আ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার সেই দো'আ কবুল করেননি'।[৪]

৪। দো'আর ব্যাপারে গাফেল থাকাঃ

দো'আর সময় একাগ্রচিত্তে নিজের সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহকে ডাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহকে নিশ্চিত জবাবের আশায় ডাক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দো'আয় সাড়া দেন না, যে তার দো'আ সম্পর্কে গাফেল থাকে'।[৫]

যে সকল সময়, অবস্থা, স্থান ও পরিস্থিতিতে দো'আ কবুল হয়ঃ

১। আযানের সময় ও যুদ্ধের সময়ঃ

আবু সাহল ইবন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثِنْتَانِ لاَتُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يَلْجِمُ بَعْضُهُم بَعْضًا.

'এমন দু'টি সময় আছে যখন (দো'আ করলে তা) প্রত্যাখ্যান করা হয় না অথবা খুব কমই প্রত্যাখ্যান করা হয়। আযানের সময় ও যুদ্ধের সময়, যখন পরস্পরের সাথে যুদ্ধ চলে প্রচণ্ডভাবে'।[৬]

২। সিজদার সময়ঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهِ وَهُوَ يُسَاجِدُ، فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ.

'বান্দা যখন সিজদায় থাকে তখন সে তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। কাজেই (সিজদায়) বেশী করে দো'আ কর'।[৭]

৩। আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ঃ

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

'আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দো'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না। অর্থাৎ কবুল হয়'।[৮]

৪। ফরয ছালাতের পরঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন সময়ের দো'আ শ্রবণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

'রাত্রের শেষভাগে ও ফরয ছালাতের পর'।[৯]

ফরয ছালাতের পর বলতে ছালাতের শেষাংশ তথা তাশাহহুদ ও দরূদের পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত বুঝানো উদ্দেশ্যও হ'তে পারে। আবার সালাম ফিরানোর পরবর্তী সময় উদ্দেশ্য হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত উদ্দেশ্য নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এরূপ আমল বর্ণিত হয়নি। বরং সালামের পূর্বে বা পরে একাকীভাবে আল্লাহ্র কাছে চাওয়ার কথা বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

৫। জুম'আর দিনের শেষ ভাগেঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَوْمَ الْجُمُعَةِ اثْنَةَ عَشَرَةَ سَاعَةً مِنْهَا سَاعَةٌ لاَ يُوْجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا شَيْئًا إِلاَّ أَتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

জুম'আর দিনের ১২ ঘন্টার মধ্যে এমন এক ঘন্টা রয়েছে, যে সময় মুসলিম বান্দা দো'আ করলে আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। সুতরাং তোমরা আছর ছালাতের পরের সময়কে

২. *মুসলিম হা/১০১৫, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৫১।*
৩. *তিরমিযী হা/২১৭০, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৯৩।*
৪. *বুখারী হা/৬৩৪০; মুসলিম হা/২৭৩৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৯৯।*
৫. *তিরমিযী হা/৩৪৭৯।*
৬. *আবুদাঊদ হা/২৫৪০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩২৫।*
৭. *মুসলিম হা/৪৮২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪২৮।*
৮. *আবুদাঊদ, তিরমিযী; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২১২।*
৯. *৯. তিরমিযী, আলবানী হাদীছটি হাসান বলেছেন, ছহীহ সুনানুত তিরমিযী হা/২৭৮২।*

দো'আর জন্য বেছে নাও'।[১০]

৬। রাত্রের শেষ এক-তৃতীয়াংশঃ

এ সময় মানুষ ঘুমিয়ে থাকে ও মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন। হাদীছে আছে,

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْرًا مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

'রাতে দো'আ কবুলের এমন একটি সময় আছে, যখন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কোন দো'আ করলে, আল্লাহ অবশ্যই তা কবুল করেন। আর এ সময়টি রয়েছে প্রত্যেক রাতে।[১১]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, কেউ আছ কি আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব'।[১২]

৭। لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-এর মাধ্যমে দো'আ করাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী,

دَعْوَةُ ذِيْ النُّوْنِ إِذْ دَعَا بِهَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، لِمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْئٍ قَطُّ، إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ.

ইউনুস (আঃ)-এর দো'আ ছিল, যখন তিনি মাছের পেটে ছিলেন, 'আপনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমের অন্তর্ভুক্ত'। যেকোন মুসলিম ব্যক্তি, কোন কিছু চাইলে দো'আ পড়ে তা ডাকে সাড়া দেয়া হবে'।[১৩]

৮। কোন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করলেঃ

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, 'ভাইয়ের অসাক্ষাতে কোন ব্যক্তির দো'আ তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দো'আ করে তখনই ঐ নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ'।[১৪]

৯। রোযাদার, মুসাফির, মাযলূমের দো'আ ও সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দো'আঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.

'তিনটি দো'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেগুলো হচ্ছে, মযলুমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ এবং পুত্রের জন্য পিতার দো'আ।[১৫] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর দো'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না; পুত্রের জন্য পিতার দো'আ, ছিয়াম পালনকারীর দো'আ, মুসাফিরের দো'আ'।[১৬]

১০। আরাফাতের দিনেঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ.

অর্থাৎ 'আরাফাতের দিনের দো'আ হ'ল উত্তম দো'আ'।[১৭]

১১। বিপদের মুহূর্তের দো'আঃ

মহান আল্লাহ বিপদে পতিত ব্যক্তির দো'আ কবুল করেন। আল্লাহ বলেন,

أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ.

'বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন' *(নমল ৬২)*।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মাছের পেটের ঘটনা, ইবরাহীম (আঃ)-এর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা সহ নবীদের জীবনে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

১২। হাজী, ওমরাকারী ও আল্লাহ্র পথে যুদ্ধকারীর দো'আঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী,

اَلْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْا فَأَعْطَاهُمْ.

'আল্লাহ্র রাস্তায় গাযী, হাজী ও ওমরাকারী আল্লাহ দলের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ডাকে আল্লাহ সাড়া দেন, তারা যা চায় তা তাদেরকে দেওয়া হয়'।[১৮]

---

১০. *আবুদাঊদ, হা/১০৪৮ নাসাঈ হা/১৩৯০।*
১১. *মুসলিম হা/৭০৭; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৭৮।*
১২. *বুখারী হা/৬৩২১; মুসলিম হা/৭৫৮।*
১৩. *তিরমিযী হা/৩৫০৫; আলবানী একে ছহীহ বলেছেন, ছহীহুল জামে হা/৩৩৮৩।*
১৪. *মুসলিম হা/২৮৩৩।*
১৫. *আবুদাঊদ হা/১৫৩৬; তিরমিযী হা/৩৪৪২।*
১৬. *আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৩০৩২।*
১৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২৫৯৮।*
১৮. *ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩, ছহীহুল জামে' হা/৪১৭১।*

Contents

উপহাস

*রফীক আহমাদ**

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। সমাজে অনেক ভাল-মন্দ প্রচলিত প্রথা রয়েছে, যেগুলো ছোট-বড় সকলেই কম-বেশী অবগত। কিন্তু সেগুলোর গুরুত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ খুবই কম। অনুরূপ একটি প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক নিকৃষ্ট প্রথার নাম 'উপহাস'। উপহাস বলতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অবজ্ঞা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, তামাশা ইত্যাদি অপমানজনক অর্থ বুঝায়।

মূলতঃ অপমানজনক অর্থে বা অপমান করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রুপের সূত্রপাত হয়েছে। মানুষ অত্যন্ত পরশ্রীকাতর, তাই ঈর্ষামূলকভাবে বা বিদ্বেষমূলকভাবে একে অপরকে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আবার কেউ হিংসা বা অহংকারবশত অন্যকে তুচ্ছ বিবেচনায় ঠাট্টা বা তামাশা করে। কেউ গোলযোগ সৃষ্টি বা সংঘর্ষ বাঁধানোর প্রবৃত্তি নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আবার অনেক সময় বিনা কারণে মানসিক প্রফুল্লতায় গভীর আস্থায় নিজেরা নিজেদের বিশ্বস্তদের সহিত হাল্কাভাবে নির্দোষ চেতনায় ঠাট্টা-তামাশা করে থাকে।

উপহাস প্রধানত রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, বাড়ীর বাইরে কোন জায়গায় সুযোগমত আক্রমণাত্মক ভূমিকায় সংঘটিত হয়। এটি হীন মানসিকতায় সৃষ্ট নিকৃষ্ট ইচ্ছার প্রতিফলন। কোন সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ, ধর্মপরায়ণ, বিবেকবান, চিন্তাবিদ ব্যক্তির হৃদয়ে এরূপ নিকৃষ্ট চিন্তার উদয় হয় না।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি, উপহাস একটি প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক কু-প্রথা। এর সঠিক উৎপত্তিকাল জানা যায় না। এটি মিথ্যা, অন্যায়, অত্যাচার, প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির মত একটি দুরভিসন্ধিমূলক অসদাচরণ। কারণ নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজসমূহের জন্যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা যেভাবে বিচার করবেন উপহাসের ক্ষেত্রেও ঠিক সেভাবেই বিচার করবেন। কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতভাবে ভাল অথবা মন্দ বলা ঠিক নয় এবং শরী'আত সম্মতও নয়। কারণ কোন ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম ভাল মনে হ'লেও আভ্যন্তরীন অবস্থা তদ্রূপ নাও হ'তে পারে। এজন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাগণকে উপহাসের প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরে প্রত্যাদেশ করেন যে,

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَسْخَرْقَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَّكُوْنُوْاخَيْرًامِّنْهُمْ وَلاَنِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍعَسَى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَتَلْمِزُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَلاَتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ–

'মুমিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এমন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম' *(হুজুরাত ১১)*।

আসলে অভ্যাস, অজ্ঞ ও অবুঝ লোকেরাই ঠাট্টা-বিদ্রূপমূলক কথা-বার্তা বলে বেড়ায়। এদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَالْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ–

একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে গোমরা করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি' *(লোকমান ৬)*।

আমরা জানি যে কোন মন্দ কাজের উৎসাহদাতা হচ্ছে শয়তান। অতএব উপহাস একটি শয়তানী কাজ। শয়তানের প্ররোচনা হ'তেই উপহাসের জন্ম হয়েছে। কিন্তু যারা অকৃত্রিমভাবে করুণাময় আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারী তাদের দৃঢ় চিত্তের সামনে শয়তান এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারে না, বরং পলায়ণ করে। অপর পক্ষে যারা কৃত্রিমতা ও মোনাফেকীর ভূমিকায় আল্লাহ্র পথে চলে তাদের অন্তরে শয়তান বাসা বাঁধে। পার্থিব জগতে শয়তানের রাজত্ব আবহমান কালের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস। ঐতিহাসিক মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অবতীর্ণ সর্বপ্রাচীন সময়ের এক চিরস্মরণীয় ঘটনায় উপহাসের ব্যবহার ও উহার ভবিষ্যৎ পরিণতির সত্য বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَامَرَّعَلَيْهِ مَلَأٌمِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّافَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ– فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ–

'তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পাশ দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রূপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপহাস করছি। অতঃপর

* *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কৃষ্ণচাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

অচিরেই জানতে পারবে লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে' *(হূদ ৩৮-৩৯)*।

উপরোক্ত নৌকা তৈরীর কাহিনী হ'ল হযরত নূহ (আঃ)-এর আমলের সংঘটিত মহা প্লাবনের পূর্বাবস্থার ইতিবৃত্ত। তাঁর নবুওয়ত জীবনে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এক আল্লাহ্র প্রতি আস্থা হারিয়ে বহু দেব-দেবীর (শেরেকীর) উপাসনায় উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথমে মহান আল্লাহ্র প্রতি অতঃপর তাঁর প্রেরিত নবীর প্রতি আনুগত্য হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় হযরত নূহ (আঃ) সম্পূর্ণ নিরুপায় ও অসহায় অবস্থায় আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহা রহস্যবিদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে একটি নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য নূহ (আঃ) ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীদের নৌকার সাহায্যে রক্ষা করা এবং সমস্ত কওমকে সমূলে ধ্বংস করা। উক্ত নৌকা তৈরীর সময় তাঁর কওমের লোকেরা এমন কি কওমের প্রধানেরাও ওটাকে একটা সামান্য খেল-তামাশা মনে করে নূহ (আঃ)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। সমগ্র জগদ্বাসীর অবগতির জন্যে বিষয়াটি পবিত্র কুরআনে সসম্মানে অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কুরআন গবেষণায় আরও জানা যায় নূহ (আঃ) ছাড়াও পূর্ববর্তী আরও অনেক নবী-রাসূলকে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَمْ اَرْسَلْنَامِنْ نَّبِىٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ– وَمَايَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلاَّ كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ– فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّمِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ–

'পূর্ববর্তী লোকদের কাছে আমি অনেক রাসূলই প্রেরণ করেছি। যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। সুতরাং আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তি সম্পন্নদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে' *(যুখরুফ ৬-৮)*।

নবী-রাসূল ছাড়া সাধারণ লোকের প্রতি উপহাস করারও কোন অন্ত ছিল না। প্রাচীনকালের অনুরূপ ঘটনার এক প্রত্যাদেশ বাণীতে বর্ণিত হয়েছে, 'তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি, যার প্রতি তারা বিমুখ হয় না। অতএব অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তাদের কাছে তা এসেছে। বস্তুতঃ অচিরেই তাদের কাছে ঐ বিষয়ের সংবাদ আসবে, যার সাথে তারা উপহাস করত। তারা কি দেখেনি যে আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি। যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি' *(আন'আম ৪-৬)*।

উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি কু-প্রথা বা কু-অভ্যাস। সকল নবী-রাসূলের যুগে এ প্রথা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বহুল আলোচিত বিষয়। আমরা জানি সমাজের এক বিশেষ মহলে মদ, জুয়া, হিরোইন ইত্যাদি অত্যন্ত প্রিয় ও আনন্দদায়ক নেশা। এই নেশার পেছনে বহু শিক্ষিত, সম্মানী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ইহ জগতেই সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু সেজন্য কখনও দুঃক্ষিত হয়নি, বরং উল্লসিতই থেকে গিয়েছে। উপহাস ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তামাশা ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য নেশা হিসাবে প্রাচীন সমাজে দণ্ডায়মান ছিল এবং তারাও ঐ নেশার প্রভাবেই ইহজগতেই বিলীন হয়ে গেছে। পরকালেও তাদের পরিণতি হবে করুণ ও ভয়াবহ।

অতঃপর দীর্ঘকাল পর এ পৃথিবীতে আমাদের মহানবী (ছা)-এর আগমন ঘটে। তিনি সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য একজন অনুকরণযোগ্য অমর চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব। অনাবিল চরিত্র মাধুর্যের কারণে আরবের তৎকালীন বিভিন্ন গোত্রের বিবাদমান লোকের নিকট এবং বিশ্বের পরিচিত ও অপরিচিত সকলের নিকট ছিলেন তিনি সমাদৃত। তিনি সমাজে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠির মধ্যে পরস্পর ভাতৃত্ববোধ, একে অন্যের সহিত সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে সহানুভূতি প্রকাশ, সৌহার্দ-সম্প্রীতি, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও অসীম ধৈর্যসহকারে সহাবস্থানের যে অতুলনীয় ও অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে রক্ষিত আছে। তাঁর অসাধারণ মহানুভবতা ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায় বিধর্মী শত্রুরাও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দলে দলে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হ'ত। এতদসত্ত্বেও একদল নেশাগ্রস্ত বিদ্রূপকারী আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে উপহাস করত। এতে নবী করীম (ছাঃ) চরম মনকষ্ট পেতেন অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে তাঁর নির্বাচিত বিশ্বনবী (ছাঃ)-কে সান্তনা দেয়ার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের বাস্তব কাহিনী প্রত্যাদেশ করেন।

وَلَقَدِاسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّاكَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ– قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ–

নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তিবেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে

পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে? *(আন'আম ১০-১১)*।

একই মর্মার্থে সূরা আম্বিয়ার ৪১ আয়াতেও প্রত্যাদেশ হয়েছে,

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّاكَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ–

'আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে' *(আম্বিয়া ৪১)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনার পূর্বে কত রাসূলের সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি' *(রাদ ৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? এবং তারাই তো রহমান-এর আলোচনায় অস্বীকার করে' *(আম্বিয়া ৩৬)*।

ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় শয়তান তার দলবলের নিকটে উপহাসের একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এটা ছিল তাদের নিকট অত্যন্ত আনন্দদায়ক একটি সুযোগ্য অনুষ্ঠান। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করায় তাদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না। এজন্য তারা আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূলকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে দ্বিধাবোধ করত না। অবশ্য বিদ্রূপকারীরা সকলেই একেবারে নির্বোধ ছিল না, তারা অনেকেই ভালভাবে জানত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও চরমভাবে দুঃখিত হয় এবং সেজন্যই তা করা হ'ত।

আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-কে যখন কাফেররা অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, হাসি-তামাশা ও অপমানজনক উক্তি করত, তখন তিনি ধৈর্যশীল থেকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে শান্ত্বনা ও সন্তুষ্টির দ্বারা তুষ্ট করে উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা পূর্ববর্তীদের ঘটনাপ্রবাহ অবহিত করেন। কাফেরদের কোন অত্যাচার বা অবিচার বা আচরণ নবী করীম (ছাঃ)-কে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি সকল প্রতিবন্ধকতা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে তাঁর উম্মতবর্গকে ত্যাগের অমর শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

আল্লাহদ্রোহী, কাফের, মোনাফেক ইত্যাদি শ্রেণীভুক্তরা শয়তানের চক্রান্তে ও পার্থিব জগতের মোহে আল্লাহ ও আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র ভয়ে চিন্তিত ও ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তারা মানসিকভাবে অনেক দুশ্চিন্তাই করে থাকে। তাদের দুশ্চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েও অহি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্র সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে সে মোকাবেলা করে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম, তাতে সে সব সময় থাকবে। এটিই হ'ল মহা অপমান। মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক, আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন, যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। আর যদি আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? *(তওবা ৬৩-৬৫)*।

বর্তমানে আমাদের সমাজে কোন জটিল বিষয়কে কেন্দ্র করে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয় না বললেই চলে। ছোটখাট বা সম্ভাব্য সহনীয় কোন বিষয় নিয়ে হয়ত মাঝে মধ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপের প্রচলন আছে। তবে কোন কোন দেশে এ সমস্যার প্রকটভাবেও থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায়। কারণ অতীতের এই ঐতিহ্যবাহী কু-প্রথা কোন কোন জায়গায় থাকাটাই স্বাভাবিক। যা হোক অতীতের লোকেরা উপহাসকে বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ করে অত্যন্ত হীন ও ঘৃণাভরে ব্যবহার করত। অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অনধিকার চর্চাকে কঠোরভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা দেন এবং তার প্রত্যক্ষ ফলাফলেরও বর্ণনা দেন। উপহাসকারীদের শাস্তির আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দাদের একদল বলতঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি, তা তোমাদেরকে তোমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। আর আমি তাদেরকে তাদের ছবরের কারণে এমন প্রতিফল দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম' *(মুমিনুন ১০৯-১১১)*।

উপহাসকারীর অপর এক ধ্বংসাত্মক বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ তারা আল্লাহ্র আমানত সমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত' *(রূম ১০)*।

একই ভাবার্থে সূরা যুমার এর ৪৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَبَدَ الَهُمْ سَيِّاَتُ مَاكَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ–

'তারা দেখবে তাদের দুষ্কর্ম সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে' *(যুমার ৪৮)*।

বিদ্রূপকারীদের পক্ষে চরম অমানবিক আচরণের নমুনায় মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَتِ وَالَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ اِلاَّجُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَاللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–

'সে সমস্ত লোক যারা ভর্ৎসনা বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছু নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্দ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব' *(তওবা ৭৯)*।

বিদ্রূপকারীদের সার্বিক অত্যাচারের জবাবে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّاكَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ–

বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমি যথেষ্ট *(হিজর ৯৫)*।

উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রূপের ইহকালীন পরিণতি ও পরকালীন পরিণতি উভয় প্রতিফলই পবিত্র কুরআনে খোলাখুলি ও সহজ ভাষায় আলোচিত হয়েছে। সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এক ও অভিন্ন। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গক্রমে সেগুলো একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। উপরের আলোচনায় পার্থিব জগতের বুকে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-তামাশা ইত্যাদির স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে পরকালীন তথা স্বর্গীয় ও নরকীয় জীবনের উপহাসের উদাহরণ পেশ করা হ'ল,

اَلَّذِيْنَ اَجْرَمُوْاكَانُوْامِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا يَضْحَكُمُوَ– وَاِذَامَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ– وَاِذَاانْقَلَبُوْآاِلَى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْافَكِهِيْنَ– وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْآ اِنَّ هَؤُلاَءِ لَضَالُّوْنَ– وَمَآاُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَفِظِيْنَ–

'যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে (পৃথিবীতে) উপহাস করত এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। তারা যখন তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা বিভ্রান্ত। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে। (বেহেশতে) সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে। কাফেররা যা করত তার প্রতিফল পেয়েছে তো? *(মুতাফফিফীন ২৯-৩৬)*।

বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাধারণ, সরল, সহজ, অনাবৃত, বাস্তব সম্মত, রুচিপূর্ণ, আকর্ষণীয় ভাব ভাষা যেকোন সাধারণ সরল, সহজ মানুষকে নবতর উপলব্ধিতে পৌঁছাতে তথা হেদায়াতের পথে নিয়ে যেতে সর্বোচ্চ সহায়তা দান করে। আলোচ্য শিরোণামের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল আয়াত অতঃপর উপরোক্ত আয়াত কয়টির বাস্তবতার মিল যে কত জাজ্জল্যমান তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

সৃষ্টির আদি থেকে ধর্ম আছে, শিক্ষা আছে, নৈতিক চরিত্র আছে, আল্লাহ্র বিশ্বস্ত বান্দা আছে, আবার বিদ্রোহী শয়তানের অনুচরও আছে। যারা আল্লাহ্র বিশ্বস্ত বান্দার অনুসরণ করে শিক্ষা লাভ করেছে, তারা প্রভূত কল্যাণ অর্জন করেছে। আর যারা তা করেনি তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ সৃষ্টির আদি থেকে শয়তানও মানুষকে ধর্মপথ হ'তে বিচ্যুত করার জন্য মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্ররোচনা, কলহ-বিবাদ, উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদি পথের সন্ধান দিয়ে আসছে। আমরা অল্প হ'লেও কিছু জানি, বুঝি, এখনও সময় আছে, কল্যাণের সম্ভাবনা হয়ত এখনও আছে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র ঘোষণা-,

وَلاَتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً–

'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, উহার অনুসরণ করে না। কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ উহাদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরাঈল ৩৬)*।

অতএব আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত উপহাস বা অন্য যেকোন অপতৎপরতা হ'তে মুক্ত থাকার তওফীক দান করুন।- আমীন!!

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

গত এক দশকে ক্ষুদ্রঋণের ধারণা বিশ্বব্যাপী দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। দাবী করা হচ্ছে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষতঃ মহিলাদের স্বনির্ভরতা অর্জন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোন কৌশল এর বিকল্প হিসাবে সমকক্ষতা দাবী করতে সক্ষম নয়। বাংলাদেশের প্রফেসর মুহাম্মাদ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংক যুগ্মভাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রসারের জন্যে শান্তির ক্ষেত্রে গত ২০০৬ সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেছেন। তাঁর এই অর্জন ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলাদেশের গন্ডী পেরিয়ে ক্ষুদ্রঋণের 'গ্রামীণ' মডেল এখন বিশ্বের ৫৮টি দেশে অনুসৃত হচ্ছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডের মতো ধনী দেশেও এই মডেল সমাদর লাভ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের এক হিসাব মতে বিশ্বে এখন সাত হাযারেরও বেশী মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে, যার সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লাখেরও বেশী।[১]

সন্দেহ নেই, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসাবে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে। বাংলাদেশেই ক্ষুদ্রঋণের বয়স সিকি শতাব্দীর বেশী। কিন্তু আমাদের দরিদ্র জনগণ, বিশেষতঃ মহিলারা যারা প্রকৃত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা তাদের অবস্থার কি সত্যিই উন্নতি হয়েছে? আপাতদৃষ্টিতে বেকার ও ছিন্নমূল মহিলারা কাজ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের দারিদ্র্যের মাত্রা কতখানি হ্রাস পেয়েছে সে প্রশ্ন আজ যথেষ্ট জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে।

এদেশেরই কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের সাম্প্রতিক মাঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হ'তে দেখিয়েছে যে, গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র্য যেটুকু হ্রাস পেয়েছে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। যে কাজের জন্যে ঋণ নিয়েছে সে কাজের সূত্রে তার উপার্জনও তেমন বৃদ্ধি পায়নি। স্বনির্ভরতা অর্জন বা নীট দারিদ্র্য হ্রাস ঘটেনি। এর প্রধান কারণ হ'ল প্রাপ্ত ঋণ দিয়ে ঋণ গ্রহীতারা যেটুকু উপার্জন করে তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশই চলে যায় সূদ পরিশোধ করতে। অর্থাৎ লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাচ্ছে। কার্লমার্কসের ভাষায় শ্রমিকের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য নিচ্ছে এনজিওগুলো। উপরন্তু পুনরায় ঋণ না পেলে তাকে কর্মহীন থাকতে হয়।

ঋণ ও সূদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ঋণ দাতারা নির্দিষ্ট হারে সূদ প্রদানের শর্তেই ঋণ দিয়ে থাকে, ঋণগ্রহীতারাও নিরুপায় হয়ে সেই শর্ত মেনে নিয়েই ঋণ নেয়। এই সূদের হারও যথেষ্ট চড়া। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় পূর্বেও বেশ লেখালেখি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। দু'একটি মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রবিশেষে সূদের হার হ্রাসের ঘোষণাও দিয়েছে।[২] ঋণগ্রহীতার প্রকৃতই লাভ হ'ল কি-না বা সে ঐ বাড়তি সূদ পরিশোধে সক্ষম কি-না সে প্রশ্ন আদৌ বিবেচনায় আনা হয় না। ফলে সূদসহ মূলধনের কিস্তি শোধ করতে গিয়ে অনেক সময়েই বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতির শিকার হ'তে হয় তাকে। সূদভিত্তিক এনজিওদের মাঠ কর্মীরা ঋণগ্রহীতার ঘরের টিন খুলে নিয়েছে, গরু নিয়ে গিয়েছে, এমনকি কানের কানফুল খুলে দিতে বাধ্য করেছে কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য এমন ঘটনার খবর তো প্রায়শই জাতীয় দৈনিকের পাতাগুলোতে চোখে পড়ে। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অসম্মানের জ্বালায় আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে এমন উদাহরণ অপ্রতুল নয়।

ক্ষুদ্রঋণের দ্রুত প্রসার এবং এর সপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা কি প্রকৃতই দরিদ্র্য বিমোচন বা হ্রাসে সমর্থ হয়েছে? গ্রামীণ জনসাধারণের ভাগ্যের কি সত্যিই ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে? এযাবৎ এদেশে এ ব্যাপারে যত নিরপেক্ষ গবেষণা হয়েছে সেসবের মাঠপর্যায়ের তথ্য এনজিওদের দারিদ্র্য বিমোচনের এই মিথ্যা ভেঙ্গে দিয়েছে। দেশের তিন এলাকায় পরিচালিত তিনটি পি-এইচ.ডি. গবেষণার মাঠ তথ্যেই এর প্রমাণ মিলবে।[৩] বরং রূঢ় বাস্তবতা হ'ল বিদেশী বিভিন্ন দাতাসংস্থা হ'তে সামান্য সার্ভিস চার্জ বা অতি স্বল্পহার সূদে প্রাপ্ত ঋণ এনজিওগুলো চড়া সূদে বিনিয়োগ করে নিজেরাই লাভবান হচ্ছে। এর বাস্তব প্রমাণ ঐসব এনজিওর বিশাল বিশাল বাড়ি, ল্যান্ডক্রুজার ও এসি গাড়ী, মাঠপর্যায়ে জমি ক্রয় করে নিজস্ব কেন্দ্রভবন তৈরী এবং কর্মকর্তাদের ঘনঘন বিদেশ সফর। এই অর্থের যোগানদাতা কারা? এই অর্থের যোগানদাতা ঐসব মহিলা, যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে উপার্জিত অর্থ হ'তেই চড়া সূদের কিস্তি পরিশোধ করেছে।

---

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১। *Editorial "A Tribute to Dr. Muhammad Yunus and Grameen Bank" Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 2, No 2, 2006, Dhaka, পৃঃ ৬।*

২। *নিউভিশন 'আশা' নিউজ বুলেটিন, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃঃ ১৮।*

৩। (a) Dilruba Khanam (2005), "Role of NGOs in Poverty Alleviation through Micro Credit" Unpublished Ph.D Thesis, Chittagong University, Chittagong.
(b) Mizanur Rahman (1999), "Grameen Bank and Entrepreneurship Development in Bangladesh; A Case Study of Some Selected Areas", Unpublished Ph.D Thesis, Islamic University, Kushtia.
(c) Humayun Kabir Majumder (2003) "The Role of Grameen Bank as a Micro Credit Institution: A Critical Evaluation of Some Selected Areas of Rajshahi Zone, Unpublished Ph.D Thesis, Rajshahi University, Rajshahi.

ক্ষুদ্রঋণ তাহ'লে কেন দারিদ্র্য বিমোচনে সফল হয়নি? এর কারণ অনেকগুলো। মাঠগবেষণা হ'তে যেসব কারণ পাওয়া গেছে নিম্নে সংক্ষেপে সেগুলো বর্ণনা করা হ'লঃ

১। সূদের হার বেশ চড়া।

২। ঋণ গ্রহণের প্রায় অব্যবহিত পর হ'তেই কিস্তি প্রদান।

৩। গ্রুপের একজনই ঋণ পায়, সে শোধ না করা পর্যন্ত অন্যদের অপেক্ষায় থাকতে হয়।

৪। সংসারের অভাবের কারণে প্রাপ্ত ঋণ অনেক সময়েই খাদ্য ও চিকিৎসায় ব্যয় করতে হয়।

৫। উৎপাদনশীল কাজে পেশাগত প্রশিক্ষণের অভাব।

৬। ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়া।

৭। সূদ ও ঋণ পরিশোধের পর হাতে আর পুঁজি না থাকায় পুনরায় বেকার জীবন যাপন।

৮। স্বামীদের হাতে ঋণের অর্থ তুলে দিতে বাধ্য হওয়া।

৯। অনেক সময়েই কিস্তির টাকা সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে অন্যের নিকট হ'তে ঋণ নেওয়া।

১০। একই সঙ্গের একাধিক উদ্দেশ্যে ঋণ না পাওয়া। যেমন- গাভী মোটা তাজাকরণ ও চিকিৎসা অর্থাৎ শিক্ষা ও গৃহ নির্মাণ ঋণ। (অবশ্য গ্রামীণ ব্যাংক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম)।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? কারণ একদিকে ইসলামে সূদকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, অন্যদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য পুঁজির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রয়োজনীয় পুঁজির পরিমাণ স্বল্প হ'তে পারে কিন্তু কিভাবে ইসলামী উপায়ে তার যোগান দেওয়া সম্ভব? একই সঙ্গে বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণের অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলোও চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করাও যরূরী। তা না হ'লে সত্যিকার দারিদ্র্য বিমোচন রয়ে যাবে সুদূর পরাহত। প্রকৃত দারিদ্র্য বিমোচন করতে হ'লে কর্মহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে শুধু আপাততঃ কাজের সুযোগ করে দিলেই হবে না, তাদের স্বনির্ভর করে তোলাও যরূরী। এমন একটা সময় বা পর্যায় যেন আসে যখন ক্ষুদ্র পুঁজি গ্রহীতারা আর পরমুখাপেক্ষী থাকবে না।

এজন্যে প্রথমেই উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ বা Participatory investment কর্মসূচীর। এই পদ্ধতিতে অর্জিত মুনাফার একটা অংশ পাবে সংশ্লিষ্ট এনজিও, বাকিটা উদ্যোক্তা। উপরন্তু লাভ না হ'লে উদ্যোক্তাকে কোন বাড়তি ঝুঁকি নিতে হবে না। এখানে পূর্ব নির্ধারিত হারে সূদ দেবার প্রসঙ্গ আদৌ থাকবে না। ফলে লাভ না হ'লেও সূদের বোঝা বইতে হবে না বিনিয়োগ গ্রহীতাকে। কাজেই কষ্টার্জিত আয়ের সিংহভাগ তুলে দিতে হবে না এনজিওদের হাতে। বরং বিনিয়োগ গ্রহীতারাই প্রকৃত অর্থে উপকৃত হবে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বছর কয়েক হ'ল তার Rural Development Scheme এ ধরনের একটি উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এখনও এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের বিস্তারিত গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশিত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য হ্রাস করতে হ'লে প্রদত্ত বিনিয়োগ হ'তে হবে যুক্তিসংগত সময়ভিত্তিক। সবক্ষেত্রে চার মাস বা ছয় মাস মেয়াদ সঠিক নাও হ'তে পারে। কারণ এই স্বল্প সময়ে যেক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয় তা থেকে উৎপাদন বা ফলাফল নাও পাওয়া যেতে পারে। বিনিয়োগ করা মাত্রই উৎপাদন শুরু হয়ে যায় না। সেজন্য সময় দরকার। যাকে বলে Gestation period. যেমন গরু মোটা তাজাকরণ কর্মসূচী বা মাছের চাষ। এক্ষেত্রে ন্যূনতম চার মাস সময় তো লাগেই। সবজী বাগানের সবজীও বিক্রয়যোগ্য হ'তে দেড় মাসের বেশী সময় লাগে। কিন্তু এই সময় মঞ্জুর না করার কারণেই প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা বহু ক্ষেত্রেই অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তার কিস্তির অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। ফলে তার দারিদ্র্য কমে না। বরং ঋণের বোঝা আরও বাড়ে।

তৃতীয়তঃ পুরুষ ও নারীকে ঘিরেই পরিবার। আমাদের সমাজ কাঠামোয় এখনও এই সম্পর্ক যথেষ্ট মজবুত। যেহেতু পুরুষরা সাধারণত এনজিওদের আনুকূল্য লাভে তেমন সমর্থ নয়, সেহেতু সংশ্লিষ্ট পুরুষটি তার স্ত্রীকে কোন না কোন এনজিওর সদস্য হ'তে উৎসাহিত করে। স্ত্রী প্রাপ্ত ঋণ তুলে দেয় স্বামীর হাতে। ফলে ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়। অথচ ঋণের জবাবদিহিতার দায়িত্ব থাকে ঋণগ্রহীতা স্ত্রীর উপরেই। এর চাইতে ঐ স্বামীকেই সদস্য করে তাকেই বিনিয়োগ দেওয়া যায় কি-না সেটা যাচাই করা যরূরী। যদি স্বামীটিই ঐ বিনিয়োগ পায় তাহ'লে সে-ই তখন জবাবদিহিতার জন্য বাধ্য থাকবে।

চতুর্থতঃ কৃষিই এখনও গ্রাম বাংলার কর্মসংস্থানের বৃহৎ উৎস। সেই কৃষিকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের আওতাবহির্ভূত রেখে শুধুমাত্র হাঁস-মুরগী পালন, চিড়ে-মুড়ি বানানো বা বাঁশ-বেতের কাজ দিয়ে হয়তো পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, কিন্তু স্বনির্ভরতা অর্জন হয় না। দারিদ্র্যের মাত্রা তেমন হ্রাস পায় না। বস্তুতঃপক্ষে শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ বা বিনিয়োগ প্রদান সময়ের দাবী। কিন্তু শস্য উৎপাদন যেহেতু ঝুঁকিবহুল সেহেতু ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারীরা এক্ষেত্রে বিনিয়োগে তেমন উৎসাহী নয়। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এখন যে অবস্থা বিরাজমান তাকে সঠিক বিচারে দারিদ্র্যের চাষ বললে অত্যুক্তি হবে না। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের অবস্থান দাসদের মতোও নেই, যাদের খাবার ও কাপড়, বাসস্থান ও কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হ'ত তাদেরকে কর্মক্ষম রেখে আরও বেশী কাজ আদায় করে নেবার জন্যে। এই মনোভাব দূর করা আদৌ সহজ কাজ নয়।

পঞ্চমতঃ প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় শুধু তাদেরই গ্রুপ সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে, যাদের ঋণ পাবার 'যোগ্যতা' রয়েছে। ফলে প্রকৃতই যারা 'দরিদ্র' বা 'দরিদ্রতর' তারা ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির বলয় বহির্ভূতই রয়ে যাচ্ছে। গবেষণা থেকে দেখা যায় যারা দারিদ্র্য সীমার উপরে বা ঠিক নীচেই অবস্থান করছে তাদেরকেই ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো ঋণ দিচ্ছে। ফলে যারা Hard core দরিদ্র বলে বিবেচিত, সমাজের সেই বৃহত্তর অংশই ৪০% এর বেশী এই মূল্যবান অথচ অতিপ্রয়োজনীয় সহায়তা হ'তে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছে।[৪] এই অবস্থা চলতে থাকলে দারিদ্র্য বিমোচন বা নিরসন কোনটিই সাফল্যের মুখ দেখবে না।

ষষ্ঠতঃ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর আরও একটা মারাত্মক ত্রুটি বা ঘাটতি রয়েছে। শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে যে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র দোকানদার ও ব্যবসায়ী রয়েছে, সৃজনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন অসংখ্য উদ্যোক্তা রয়েছে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেবার কোন কৌশল বা পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনষ্টিটিউটগুলো। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব মতে শুধু বাংলাদেশেই এধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানীর সংখ্যা দশ লক্ষের কাছাকাছি।[৫] ক্ষুদ্রঋণ না পাওয়ার ক্ষেত্রে এদের 'অযোগ্যতা' এরা প্রান্তিক বা ভূমিহীন কৃষক নয়, নয় এরা মহিলা। আবার এদের জামানত দেবার সামর্থ্যও নেই। ফলে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের দরজাও এদের জন্য বন্ধ। অথচ এরাই অর্থনীতিতে নতুন গতিবেগ সঞ্চারে সমর্থ। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। এরাই হ'ল প্রবৃদ্ধির প্রকৃত ইঞ্জিন। কিন্তু সরকারী-বেসরকারী সকল মহলেই এরা অবহেলিত। এদেরকে ঋণ বা বিনিয়োগ না দেবার মুখ্য কারণ হ'ল এদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ সামান্য। সূদের বোঝা এরা টানতে অক্ষম। এদের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ ফেরৎ পাওয়াই ঝুঁকিবহুল বলে বিবেচিত। সেজন্যেই এরা উপেক্ষিত, বিনিয়োগ বা ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে এরাই হচ্ছে 'Missing Middle'. এদের প্রতি যথাযোগ্য নজর না দিলে গ্রামাঞ্চলে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস কোনটিই দৃশ্যমান সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে না।

সপ্তামতঃ ক্ষুদ্রঋণ এত ক্ষুদ্র হওয়া উচিৎ নয় যে, গ্রহীতার উদ্দেশ্য পূরণে তা পর্যাপ্ত বিবেচিত না হয়। যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হ'লে গৃহীত কর্মসূচী বা উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্যে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ/ঋণ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা না হ'লে সে একই সঙ্গে অন্য এনজিওর সদস্য হ'তে আগ্রহী হবে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই।[৬] এর ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাও সংকুচিত হয় এবং প্রায়ই এক প্রতিষ্ঠান হ'তে ঋণ নিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের কিস্তি পরিশোধ করে। চূড়ান্ত বিচারে তার দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাস পেলেও প্রকৃতির কোন রূপান্তর ঘটে না। এই অবস্থা হ'তে উত্তরণ প্রয়োজন। কারণ এতে ঋণ গ্রহীতার স্বনির্ভরতা অর্জনের মানসিকতা ধীরে ধীরে লোপ পায়, ঋণ নির্ভরতা তাকে পেয়ে বসে। অথচ স্বনির্ভরতা অর্জনই একটি পরিবারকে বহুদূর সামনে যেতে সহায়তা করে।

অষ্টমতঃ পারিবারিক প্রয়োজনে দরিদ্ররা ঋণ নেবেই, এটা বাস্তব সত্য। হাঁস-মুরগী পালন বা বাঁশ-বেতের কাজ করবে বলে নেওয়া ঋণ অনেকেই ব্যয় করে ফেলে চিকিৎসা বা মেয়ের বিয়ের জন্য। এক্ষেত্রে কিস্তির টাকা শোধ করে সে ভিন্ন উৎসের সাহায্যে। এদের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও ভোগের জন্যে ঋণের মধ্যে পার্থক্য সৎসামান্য। এই সমস্যা নিরসনের জন্যে ক্ষেত্রবিশেষে বা মৌসুম বিশেষে, বিশেষ ধরণের আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে।[৭] খরা, বন্যা, জলোচ্ছাস এবং মঙ্গা এসব সময়েই যদি হত দরিদ্রের পাশে না দাঁড়ানো গেল তাহ'লে দারিদ্র্য বিমোচন বা নিরসন হবে কিভাবে।

শেষতঃ দারিদ্র্য বিমোচন বা নিরসন যদি যথার্থ উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। আলোকিত মানুষই নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক পরিকল্পনা নিতে সক্ষম। দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে সফল বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তায় রূপান্তরিত করতে হ'লে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এই সামাজিক মূলধন যোগাবে কে? যারা এখনকার ঋণগ্রহীতা তাদের স্কুলে পড়ার বয়স নেই, সংসারের বাইরে আসারও সুযোগ খুবই সীমিত। অথচ তাদের শিক্ষিত হওয়া এবং সেই সাথে পছন্দের কোন কাজের বা পেশার জন্যে কিছুটা প্রশিক্ষণ গ্রহণও যরূরী। তাহ'লে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে। সেই সঙ্গে বাড়বে উপার্জন। এদিকে সংশ্লিষ্ট মহলের আন্তরিক সদিচ্ছা ও যথাযথ মনোযোগ দেবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

উপসংহারে তাই বলা যায় ক্ষুদ্রঋণই হোক বা হোক ক্ষুদ্রবিনিয়োগ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে হ'লে বা দারিদ্র্য বিমোচন করতে হ'লে বর্তমানে প্রচলিত কৌশল ও পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। তৃণমূল পর্যায়ের সত্যিকার বিত্তহীন মানুষ বা Hard Core Poor দের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হ'লে শুধু সদিচ্ছা হ'লেই হবে না, চাই বাস্তবসম্মত ও শোষণহীন কর্মকৌশল। টেকসই উন্নয়নের জন্যে চাই লাগসই কৌশল।

৪। Journal of Islamic Economics and Finance, পৃঃ ৭।

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৬। Shah Muhammad Habibur Rahman, "*Role of Islamic Bank in Developing Small Entrepreneurs*", Bangladesh Economic Studies, Vol. 11 July 2005 পৃঃ ৬৪।

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

বিচারপতি নিয়োগ

আলজেরিয়ার এক বাদশাহর নাম বাওয়াকাস। তিনি স্থির করলেন তাঁর দেশের বিচারকদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। তিনি শুনেছেন রাজধানীর বাইরে একজন বিজ্ঞ ন্যায়বিচারক আছেন। যিনি ন্যায়বিচার করতে দ্বিধা করেন না। কোন দুষ্কৃতকারীর কুট কৌশল কিংবা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাব তাকে ন্যায়বিচার থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে বাদশাহ ব্যবসায়ীর পোশাক পরে একটি ঘোড়ায় চড়ে সে দিকে রওনা হ'লেন। চেনার উপায় নেই যে তিনি দেশের বাদশাহ। পথিমধ্যে এক লোককে হাত তুলতে দেখে ঘোড়া থামালেন, লোকটি খোঁড়া, ভিক্ষা চাচ্ছে। লোকটিকে কিছু টাকা দিয়ে বাদশাহ ঘোড়ায় চড়তে যাবেন ঠিক তখন ঘটল বিপত্তি।

ভিক্ষুক বাদশাহর কাপড় টেনে ধরল। বাদশাহ তাজ্জব বনে গেলেন। তিনি বললেন, আর কি চাও তুমি? তোমাকে কি ভিক্ষা দিইনি? সে বলল, জি হ্যাঁ দিয়েছেন কিন্তু আরেকটি উপকার করুন। আমাকে ঘোড়ায় তুলে মাইল খানেক পথ এগিয়ে দিন। এমনিতে হাঁটতে পারি না, গাড়ি-ঘোড়ার নীচে পড়ে কখন যে চ্যাপ্টা হয়ে যাই! বাদশাহ বড়ই দয়ালু, তিনি ভিক্ষুককে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলেন। মাইল খানেক যাবার পর ঘোড়া থামালেন। কিন্তু ভিক্ষুকের নামার কোন লক্ষণ না দেখে বললেন, নেমে পড়ো। ভিক্ষুক বলল, নামব কেন? এটাতো আমারই ঘোড়া। বদ মতলব ছেড়ে দাও, ব্যবসায়ী ভাই! নিজ ইচ্ছায় ঘোড়া না দিলে কোর্টে চলো। বাদশাহকে নিয়ে ভিক্ষুক কোর্টে হাযির। দুই জনের জবানবন্দি শুনলেন বিচারক। রায় দিলেন ভিক্ষুকের পক্ষে। বাদশাহ হ'লেন ঘোড়া চোর। অগত্যা বাদশাহ ঘোড়াটি নিয়ে এলেন সেই ন্যায়বিচারকের দরবারে। অসংখ্য বিচারপ্রার্থী ও দর্শক-শ্রোতায় আদালত ভরপুর। তখন চলছিল অন্য একটি বিচার। একজন পণ্ডিত ও একজন কৃষককে দেখা গেল কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। দু'জনই এক সুন্দরী মহিলার স্বামী বলে দাবী করছে। কৃষক বলল, ঐ মহিলা আমার বিবাহিতা স্ত্রী। পণ্ডিত বললেন, না সে আমার স্ত্রী। সুন্দরী মহিলাটি বোবা ও অশিক্ষিত। বিচারক পড়লেন ভিষণ সমস্যায়। তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, এই মহিলা আজ আমার কাছে থাকবে, আগামীকাল এর ফায়ছালা হবে। তারা চলে গেল, কাঠগড়ায় উঠলো আরও দু'জন বিচারপ্রার্থী। একজন কসাই অন্যজন তেল বিক্রেতা। কসাইয়ের গায়ে ছিল রক্তমাখা পোশাক আর তেল বিক্রেতার গায়ে তেল চিটচিটে কাপড়। কসাইয়ের হাতে একটা টাকার থলে, আর তেল বিক্রেতা কসাইয়ের হাত শক্ত করে ধরে আছে। কসাই বলল, মাননীয় আদালত আমি এই লোকটির কাছ থেকে কিছু তেল কিনেছি, টাকা দেয়ার জন্য যেইনা এই থলেটি বের করেছি, অমনি এই তেল বিক্রেতা থলে সমেত টাকা ছিনতাই করার জন্য আমার হাত চেপে ধরেছে। তেল বিক্রেতা বলল, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা মহামান্য বিচারক। আমার কাছ থেকে এ কসাই তেল নেয়ার জন্য এলে আমি তাকে একটিন তেল দেই। সে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে দেয়। তার ভাংতি চাইলে ভাংতি দেওয়ার জন্য এই থলে বের করে খুলি। তখন সে আমার হাত থেকে টাকার থলেটি নিয়ে দৌড় দেয়। ভাগ্যক্রমে আমি তাকে ধরতে পেরেছি। এর বিচার করুন। বিজ্ঞ বিচারক একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, টাকার থলে আমার কাছে রেখে যাও। আগামীকাল রায় হবে।

এবার বিচারক ব্যবসায়ী ও ভিক্ষুকের অভিযোগ শুনতে চাইলেন। যা কিছু ঘটেছে সবই বলল, ব্যবসায়ী। ভিক্ষুক বলল, আমি খোঁড়া মানুষ। ঘোড়ায় চড়ে এদিক-সেদিক চলাফেরা করি। এই ব্যবসায়ী আমার ঘোড়া ছিনতাই করার মতলবে আমাকে পথিমধ্যে থামিয়ে দেয়। ঘোড়ায় চড়ে এখন উল্টো ঘোড়া দাবী করছে। একটু চিন্তা করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বিচারক বললেন, ঘোড়া আমার কাছে রেখে চলে যাও, কাল বিচার হবে। চাঞ্চল্যকর এই মামলা তিনটির রায় শুনার জন্য পরদিন অসংখ্য লোক আদালতের সামনে ভিড় জমাল। উৎসুক লোকের ফিসফিস শব্দ থেমে গেল, যখন বিচারক হাতুড়ি পেটালেন। যথারীতি ডাক পড়ল সেই মহিলার স্বামী দাবীদার বুদ্ধিজীবি এবং কৃষকের। বিচারক রায় ঘোষণা করলেন। মহিলার প্রকৃত স্বামী হচ্ছে বুদ্ধিজীবি। প্রতারক কৃষককে ৫০ ঘা বেত মারার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রায় কার্যকর করা হ'ল। এবার এল কসাই আর তেল বিক্রেতার পালা। দু'জনেই কাঠগড়ায় হাযির। বিচারক আদেশ দিলেন টাকার থলেটি কসাইকে দেয়া হোক। আর ছিনতাইয়ের চেষ্টা করায় তেল বিক্রেতাকে মারা হোক ৫০ ঘা বেত্রাঘাত। সবশেষে ডাক পড়ল ব্যবসায়ী ও ভিখারীর। বিচারক ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কি আর বিশটি ঘোড়ার মধ্য থেকে তোমারটি আলাদা করতে পারবে? ব্যবসায়ী বলল, জি হ্যাঁ পারব। একই কথা বিচারক ভিক্ষুককে জিজ্ঞেস করলে সে আরও অধিক জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই পারব। ব্যবসায়ীকে সাথে নিয়ে বিচারক ঘোড়ার আস্তাবলে ঢুকলেন। সত্যি সত্যি ব্যবসায়ী ঘোড়া শনাক্ত করল।

এবার ভিখারীর পালা। সেও ২০টি ঘোড়ার মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট ঘোড়াটি চিনে ফেলল এবং হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। বিচারক এজলাসে এসে বসলেন। রায় শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জনতা। দৃপ্তকণ্ঠে রায় দিলেন বিচারক, ঘোড়া এই ব্যবসায়ীকে দেয়া হোক এবং ভিক্ষুককে ৫০ ঘা বেত মারা হোক। যথারীতি তাই হ'ল।

সেদিনের মত বিচার শেষ হ'ল। আদালত ছুটি হ'ল। বিচারক বাসায় রওয়ানা হ'লেন। ব্যবসায়ীকে পিছু পিছু অনুসরণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? আপনি কি আমার বিচারে সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি? ব্যবসায়ী বলল, আমি খুবই সন্তুষ্ট জনাব। কিন্তু দয়া করে একটু বলবেন কি কেমন করে বুঝতে পারলেন যে, ঐ বুদ্ধিজীবিই মহিলার স্বামী, কৃষক নয়? টাকাগুলো কসাইয়ের, তেল বিক্রেতার নয়? ঘোড়াটি আমার, ভিক্ষুকের নয়? বিচারক বললেন, আমি মহিলাকে কলমে কালি ঢুকাতে দিয়েছিলাম। মহিলা তৎক্ষণাৎ কলমটি পরিস্কার করে দক্ষ হাতে দ্রুত কালি ভরে দিল। অবশ্যই একাজে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। কৃষকের স্ত্রী হ'লে তা সম্ভব হ'ত না।

আমি টাকাগুলো শনাক্ত করেছি এভাবে যে, একটি পাত্রে পানি ভর্তি করে তাতে টাকা ভিজিয়ে রেখে সতর্কভাবে খেয়াল করছিলাম, পানির উপর তেলের আস্তরণ পড়ে কি-না। তেল বিক্রেতার টাকা হ'লে হাতে নাড়া-চাড়ার কারণে কিছু তেল টাকায় লেগে থাকত। আর টাকা পানিতে ভিজিয়ে রাখায় তেল পানিতে ভেসে উঠত। কিন্তু তা হয়নি। অতএব কসাই সত্য বলেছিল। কিন্তু ঘোড়ার পাল থেকে শনাক্তকরণ ছিল জটিল কাজ। আপনারা দু'জনই দক্ষ। ঘোড়া চিনতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি ঘোড়া কাকে চেনে। আপনি ঘোড়ার কাছে গেলেন ঘোড়াটি মাথা ঘুরিয়ে আপনার দিকে এলো। কিন্তু ভিক্ষুক ঘোড়াটি স্পর্শ করার সাথে সাথে পা উঠাল। সুতরাং বুঝতে পারলাম, ঘোড়ার মালিক কে হ'তে পারে।

ব্যবসায়ী এবার নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করলেন। আমি আসলে ব্যবসায়ী নই, আলজেরিয়ার বাদশাহ বাওয়াকাস। দুর্নীতি আর আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কথা শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আরো শুনেছি দেশে সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা নেই। তাই দেশের প্রকৃত অবস্থা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ছদ্মবেশে বের হয়েছি। কে বলে দেশে সুষ্ঠু বিচার উঠে গেছে?

আপনার মত একজন মহান ন্যায় বিচারককে আমি স্বচক্ষে দেখলাম। আজ আপনি কি চান? যা খুশি চাইতে পারেন। আপনাকে পুরস্কৃত করব। আবেগে আপ্লুত হয়ে বিচারক বললেন, আমার কোন পুরস্কারের প্রয়োজন নেই জাঁহাপনা, কেবল দো'আ করবেন। কিছুদিন পর বাদশাহ বাওয়াকাস প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করলেন ঐ বিচারককে। বিচারব্যবস্থা আরো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হ'ল। দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'ল আইনের শাসন। ফিরে এলো শান্তি-শৃঙ্খলা।

** মুহাম্মাদ তাওহীদুর রহমান*
কাঠালবাড়িয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।

Contents

চিকিৎসা জগত

স্বাস্থ্য সমস্যাঃ পুষ্টির অভাবে রক্তস্বল্পতা

বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রক্তস্বল্পতা অন্যতম। সমগ্র বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ রক্তস্বল্পতায় ভোগে। কোন ব্যক্তির বয়স এবং পুরুষ-মহিলা বিবেচনায় যে পরিমাণ হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে থাকা প্রয়োজন তার চেয়ে পরিমাণে কম থাকলে সেই ব্যক্তির রক্তস্বল্পতা বা এনিমিয়া আছে বলা যাবে।

বিভিন্ন সমস্যার কারণে রক্তস্বল্পতা বা এনিমিয়া হ'তে পারে। কারণ অনুযায়ী এনিমিয়াকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

পুষ্টির অভাবজনিত কারণে এনিমিয়াঃ এই ধরনের এনিমিয়াতে খাদ্যে ফলিক এসিড, লৌহ বা আয়রন এবং ভিটামিন বি১২-এর অভাব বা ঘাটতি থাকে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে রক্তস্বল্পতার প্রধান কারণ অপুষ্টি এবং এই কারণেই বেশীর ভাগ মানুষ রক্তস্বল্পতায় ভোগে। প্রতিবছর প্রায় শতকরা ২০ জন মহিলা, ৫০ জন গর্ভবতী মহিলা, ৩ জন পুরুষ ও ২০ জন শিশু আয়রনের অভাবজনিত কারণে এনিমিয়ার শিকার হয়। শরীরের খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহ বা আয়রন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের শরীরে ৩-৪ গ্রাম আয়রন থাকে। এর মধ্যে ৬০%-৭০% থাকে রক্তে, বাকীটুকু শরীরে সঞ্চিত থাকে। আয়রনের প্রধান কাজ রক্তের লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন তৈরী করা। এছাড়া মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও কার্যক্রম সঠিক রাখা, দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা এবং মাংসপেশী সচল রাখতে ভূমিকা রাখে। আয়রন প্রতিটি কোষে বিপাক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে। শরীরে বিভিন্ন কারণে আয়রনের অভাব হ'তে পারে। যেমন- আয়রন জাতীয় খাদ্য কম গ্রহণে, কোন কারণে খাদ্যনালীতে আয়রনের শোষণ কমে গেলে এবং রক্তক্ষরণে আয়রন কমে গেলে। বিভিন্ন কারণে রক্তক্ষরণ হ'তে পারে। যেমন- দুর্ঘটনা, ডেলিভারির সময় রক্তক্ষরণ হয়, মাসিকের সময় রক্তস্রাব হয়, ম্যালেরিয়া, পেপটিক আলসার, লিভার সিরোসিস ইত্যাদি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রক্তস্বল্পতার অন্যতম প্রধান কারণ পেটে হুকওয়ার্ম বা বক্রকৃমি থাকা, কিছু দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণে রক্তস্বল্পতা হয়। যেমন- যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ক্যান্সার ইত্যাদি। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশু আয়রনজনিত খাবারের অভাবে এনিমিয়ায় আক্রান্ত হয়। তার কারণ দারিদ্র্য এবং পরিবারে পুষ্টিজ্ঞানের অভাব। জন্মের ৪-৬ মাস পর আয়রন সমৃদ্ধ বাড়তি খাবার না খেয়ে শুধু বুকের দুধ খেলে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এ সময় শুধু মায়ের দুধে আয়রনের অভাব পূরণ হয় না। কলিজা, গোশত, মাছ, মটরশুঁটি, সিম, বরবটি, ডাল, বাদাম, সবুজ শাক-সবজিতে প্রচুর আয়রন থাকে। এগুলো খেলে আয়রনের অভাব সহজেই পূরণ করা যায়। দেহে আয়রনের চাহিদা এবং সরবরাহের ভারসাম্য ঠিক না থাকলে অর্থাৎ চাহিদা বেড়ে গেলে সরবরাহ বাড়ানো না হ'লে বা কমে গেলে রক্তস্বল্পতা দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে আয়রনের চাহিদা অনেকখানি বেড়ে যায়। ফলে সরবরাহ সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে। রক্তস্বল্পতায় পুরুষের তুলনায় মহিলা এবং শিশুরাই বেশী ভুগে থাকে। আয়রনের অভাবে রক্তস্বল্পতায় শরীরে অনেক উপসর্গ দেখা যায়- ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, দুর্বলতা, দ্রুত শ্বাস নেয়া, বুক ধড়ফড় করা, অবসন্নতা, জিহ্বায় ঘা, খাওয়ায় অরুচি ভাব, ক্ষুধামন্দা, মাথাব্যথা, বিরক্তি ভাব, নখ চ্যাপ্টা হয়ে সহজেই ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় ফলিক এসিডের চাহিদা অত্যন্ত বেশি থাকে এবং এর অভাবে গর্ভবতী মায়ের দেখা দেয় এনিমিয়া। গর্ভস্থ ভ্রূণের সঠিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলে শিশুর কিছু জন্মগত ত্রুটি দেখা দেয়। মস্তিষ্ক অপরিণত হয়, মস্তিষ্কে পানির মত পদার্থ দিয়ে ভর্তি থাকে। এতে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সুষ্ঠুভাবে হয় না। দেহে ফলেটের ঘাটতি হ'লে জিহ্বায় ঘা, ডায়রিয়া, পেট ফাঁপা ইত্যাদি হয়। অতিরিক্ত ঘাটতি হ'লে বন্ধ্যাত্ব হ'তে পারে। ফলিক এসিড সমৃদ্ধ খাবার যেমন কলিজা, ডিমের কুসুম, দুধ, শসা, গাঢ় সবুজ সবজি, টাটকা ফলমূল খেলে সহজেই এর অভাব পূরণ করা যায়। দীর্ঘ সময় রান্না করলে ফলেট নষ্ট হয়ে যায়।

মেগলোব্লাসিক এনিমিয়াঃ ভিটামিন বি১২-এর অভাবে মেগালোব্লাসিক এনিমিয়া হয়। গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারিণী মায়েদের এই ভিটামিনের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। কলিজা, বৃক্ক, গোশত, মাছ, ডিম, দুধ, পনির ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন বি১২ থাকে। পরিপাকতন্ত্রের কোলনেও এই ভিটামিন তৈরী হয়। শাক-সবজিতে এই ভিটামিন থাকে না।

আরো কিছু কারণে এনিমিয়া হয়। যেমন- অস্থিমজ্জা যদি ঠিকমত লোহিত রক্তকণিকা তৈরী করতে না পারে, তবে রক্তশূন্যতা হবে। একে বলে 'এ প্লাষ্টিক এনিমিয়া'। কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে অস্থিমজ্জার লোহিত কণিকা তৈরীর ক্ষমতা হ্রাস পায়। যেমন- ক্লোমা, ফেনিকল, এসপিরিন, বুটাজলিডিন ইত্যাদি। অতিরিক্ত এক্স-রে বা গামা রে প্রতিক্রিয়ায়ও অস্থিমজ্জার ক্ষমতা কমে যায়। লোহিত রক্ত কণিকার গড় আয়ু ১২০ দিন। কোন কারণে অল্পদিনের লোহিত কণিকা দ্রুতহারে ভেঙ্গে গেলে এবং অস্থিমজ্জায় সেই হারে তৈরী না হ'লে এক ধরনের রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। একে বলা হয় 'হিমোলাইটিক এনিমিয়া'।

কতগুলো জন্মগত ত্রুটি এবং বংশানুক্রমে এই সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন- লোহিত রক্তকণিকার আবরণে অস্বাভাবিকতা, থ্যালসেমিয়া, সিকল সেল এনিমিয়া ইত্যাদি। কতগুলো রোগের কারণেও এ সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন-ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড। এছাড়া রক্তের গ্রুপ ঠিকমত না মিলিয়ে রক্ত দিলে ট্রান্সফিউশান রিএ্যাকশন হয়। তাছাড়া সাপের কামড় ও আগুনে পোড়ায়ও হিমোলাইটিক এনিমিয়া হয়ে থাকে।

চিকিৎসা ও প্রতিকারঃ রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা দেয়ার আগে এর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কোন ধরনের এনিমিয়া হয়েছে সেটা নির্ণয় করে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। এর জন্য প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হবে। আয়রনের অভাবে রক্তস্বল্পতা হ'লে আয়রন ফেরাস সালফেট হিসাবে দিতে হবে। আয়রনের সাথে এন্টাসিড খাওয়া উচিত নয়। এটা আয়রনের শোষণ কমিয়ে দেয়। তবে ভিটামিন-সি খেলে আয়রনের শোষণ বাড়িয়ে দেয়। গর্ভাবস্থায় এবং প্রসূতি মাতাদের অতিরিক্ত আয়রন বা ফলিক এসিড খাওয়া উচিত। কারণ খাবার থেকে প্রয়োজনীয় আয়রনের চাহিদা পূরণ নাও হ'তে পারে। নিয়মিত আয়রন, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি১২ সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে এবং রান্নায় যাতে পুষ্টিমান বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে, খালি পায়ে না হেঁটে জুতা ব্যবহার করতে হবে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। কারণ খালি পায়ে হাঁটলে হুকওয়ার্মের লাভা শরীরে প্রবেশ করে এনিমিয়ার কারণ ঘটায়। রক্তস্বল্পতা সৃষ্টি করে এমন ওষুধ পরিহার করতে হবে। রক্ত সঞ্চালনের আগে রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রক্তস্বল্পতা অতিরিক্ত হ'লে কখনো কখনো মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

ফসলভেদে সার

মাটিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জৈব ও অজৈব সার, অণুজীব সার, ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। কারণ অপরিকল্পিতভাবে চাষ করায় অনুর্বর হয়ে পড়ছে মাটি। পাওয়া যাচ্ছে না আশানুরূপ ফলন। মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাটিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি রয়েছে। মাটি থেকে কাঙ্খিত মাত্রায় ফসলের উৎপাদন পেতে হ'লে এর বিকল্প কিছু নেই। মাটিতে কোন একটি ফসলের জন্য চাহিদা মত সার প্রয়োগ করা হ'লে পরবর্তী ফসলের জন্য চাহিদার তুলনায় কোন কোন সার কম প্রয়োগ করতে হয়।

প্রয়োগ করা ফসফরাস, দস্তা ও সালফার সারের উল্লেখযোগ্য অংশ মাটিতে থেকে যায়, যা পরের ফসলের জন্য আহরণযোগ্য হয়। আর তাই সারের অপচয় রোধ করে কার্যকারিতা বাড়ানোসহ মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় ফসলভিত্তিক সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। কেননা ফসলভিত্তিক সার প্রয়োগ করা হ'লে ফসফরাস, সালফার, দস্তা ও পটাশজাতীয় সারের অপচয় রোধ হয়।

ফসলবিন্যাসে শুঁটি ফসল অন্তর্ভুক্ত হ'লে নাইট্রোজেন সার কম লাগে, সারের কার্যকারিতা বাড়ে এবং মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

সার ফসলঃ ফসলবিন্যাসে সবুজ সার ফসল চাষ করা হ'লে সবুজ সার ফসলের পরবর্তী ফসলে নাইট্রোজেন জাতীয় সার কম ব্যবহার করতে হয়। প্রতিটন সবুজ বায়োমাসের জন্য পরের ফসলের জন্য পাঁচ কেজি ইউরিয়া সার কম প্রয়োজন হয়।

শুঁটিজাতীয় ফসলঃ ফসলবিন্যাসে শুঁটিজাতীয় ফসলের চাষ করা হ'লে পরবর্তী ফসলের ক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় ১৭ থেকে ২১ কেজি ইউরিয়া সার কম ব্যবহার করতে হয়। হেক্টরপ্রতি অন্তত ২১ কেজি ইউরিয়া সার সাশ্রয় হয়। এভাবে রবি বা ধান ফসলে পূর্ণ মাত্রায় সুপারিশ করা সমুদয় সার প্রয়োগ করা হ'লে পরবর্তী ধান ফসলে ফসফরাস বা সালফার সারের পরিমাণ অর্ধেকেরও কম প্রয়োজন হয়।

সালফার, পটাশ ও ফসফরাস সারঃ রবি ফসলে পূর্ণ মাত্রায় সালফার সার প্রয়োগ করা হ'লে পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসলে সুপারিশকৃত হারের ৫০ ভাগ সালফার সার প্রয়োগ করতে হবে।

আলু, তামাক, আখ, শাক-সবজি ও মসলাজাতীয় ফসলে পূর্ণ মাত্রায় পটাশজাতীয় সার প্রয়োগ করা হ'লে পরের ফসলে চাহিদার ৭৫ ভাগ পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়।

ফসফরাস জাতীয় সারের ক্ষেত্রে মৃদু অম্ল থেকে মৃদু ক্ষার মাটির জন্য পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধান বা পাট ফসলের ক্ষেত্রে চাহিদার ৫০ ভাগ প্রয়োগ করতে হয়।

অধিক অম্ল ও চুনযুক্ত মাটির জন্য পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধান বা পাট ফসলের ক্ষেত্রে চাহিদার ৭০ ভাগ ফসফরাস জাতীয় সার প্রয়োগ করতে হয়।

দস্তা, জৈব ও জীবাণু সারঃ ফসলবিন্যাসে প্রথম ফসলে দস্তা সার পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করা হ'লে পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসলে দস্তা সার প্রয়োগ করতে হয় না। অর্থাৎ প্রতি চতুর্থ ফসলে মাত্র একবার দস্তা সার প্রয়োগ করতে হয়। পরবর্তী বছর লবণাক্ত ও চুনযুক্ত মাটিতে পুনরায় দস্তা সার প্রয়োগ করতে হয়। ধান ফসলে জৈব সার হিসাবে গোবর, কম্পোস্ট বা খামারজাত সার প্রয়োগ করা হ'লে হেক্টরপ্রতি এক টন জৈব সার প্রয়োগের জন্য চার কেজি নাইট্রোজেন জাতীয় সার কম ব্যবহার করতে হবে।

ডাল জাতীয় ফসলে জীবাণু সার প্রয়োগ করা হ'লে হেক্টরপ্রতি ৮৬ থেকে ১৭৩ কেজি ইউরিয়া সার কম লাগে।

একটি পরামর্শঃ নিকটস্থ মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট (এসআরডিআই) থেকে সুপারিশকৃত সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাটির অম্লত্ব দূর করার জন্য ডলোচুন জমি প্রস্তুতের সময় পুরো জমিতে ছিটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতি সম্পন্ন মাটিতে প্রতি শতাংশে ২ থেকে তিন কেজি ডলোচুন সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

Contents

কবিতা

দৃষ্টিতে সব সৃষ্টি তোমার

- মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

দৃষ্টিতে সব সৃষ্টি তোমার বড়ই সুমহান
নিদ্রা ভেঙে জেগেই শুনি প্রভাত পাখীর গান।
স্বপ্ন বিভোর রাতের শেষে
ঘুমের লগন টুটায় কে সে
বাউল বাতাস জাপটে এসে
শুনায় মধুর তান,
দৃষ্টিতে সব সৃষ্টি তোমার বড়ই সুমহান।
চক্ষু দিয়ে দেখতে পারি সৃষ্টি অফুরান
হৃদয়টারে বুঝতে দিলে যা করেছ দান
আল্লাহ তুমিই মেহেরবান।
সেজদা তোমার চরণ তলে
তাসবীহ জপি এই নিরালে
প্রেমের সুধা আমার গলে
পবিত্র কুরআন,
দৃষ্টিতে সব সৃষ্টি তোমার বড়ই সুমহান
নিদ্রা ভেঙ্গে জেগেই শুনি প্রভাত পাখীর গান।

***

লোভী মৌলভী

- আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

ভেবেছ কি ও মৌলভী
কোথায় তোমার ঠিকানা?
দুনিয়াদারীর তরে সদা
করছ ফিকির বাহানা।
লম্বা জামা টুপি মাথায়
দাঁড়ির কোন নেই পরিচয়
ছালাত পড় কোন তরিকায়
তাওতো কারো নেই কো জানা॥
বিবি তোমার চাকরি করে
পরিবার পরিকল্পনার ঘরে
মায়াবড়ি কনডম প্যান্থার
বিক্রি করে লয় মাহিনা॥
যখন যেমন তখন তেমন
ইবাদত-বন্দেগী কেমন
আহলেহাদীছ কি হানাফী
কোনটার যে বুঝ মেলে না॥
মীলাদ মাহফিল জমাও ভারি
হাঁকো যে সুর কণ্ঠ ছাড়ি
ঘুরে কতই বাড়ী বাড়ী
নগদ টাকা লও নযরানা॥
নিজেকে জিহাদী নামে
পরিচয় দাও গঞ্জে গ্রামে
জিহাদেরই অর্থ কি হয়
তাওতো তোমার নেইকো জানা॥

আহলেহাদীছ মানে

- এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আহলেহাদীছ মানে,
কুরআন হাদীছের অনুসারী
জাল-যঈফের অবসান।
আহলেহাদীছ মানে,
দীপ্তকণ্ঠে ইসলামের জয়গান।
আহলেহাদীছ মানে,
রাসূল (ছাঃ) আদর্শে
পৃথিবীতে পথ চলা।
আহলেহাদীছ মানে,
সত্যের পথে সত্যের শ্লোগান বলা।
আহলেহাদীছ মানে,
স্বদেশ প্রেমিক, সকল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়া
আহলেহাদীছ মানে,
নিপুঁন হাতে মাতৃভূমিকে গড়া।
আহলেহাদীছ মানে,
বাতিলের বিরুদ্ধে শক্ত বুলডোজার।
ভেঙ্গে ফেলে সকল শিরক বিদ'আত
ছুটে চলে দুর্বার।
আহলেহাদীছ মানে,
যেখানে অন্যায় সেখানেই প্রতিবাদ।
আহলেহাদীছ মানে,
বিশ্ব কাঁপানো বীর খালিদের জাত।
আহলেহাদীছ মানে,
কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী।
আহলেহাদীছ মানে,
পীর-ফকীরদের কভু নাহি ধারধারি।
আহলেহাদীছ মানে,
ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা
নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।
আহলেহাদীছ মানে,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা জেল-যুলুম-নিপীড়ন সহেও
ইসলামের পথে আপোষহীন সংগ্রাম।
আহলেহাদীছ মানে,
ইযমা-কিয়াস মানে না অমূলক টীকা।
আহলেহাদীছ মানে,
সত্যের সন্ধানে সত্য পথের দিশা।

***

নকল রুখো

- ডঃ মাহফূযুর রহমান আখন্দ
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ।
রাজশাহী, বিশ্ববিদ্যালয়।

নকল রুখো পরীক্ষাতে নকল রুখো বাজারে
নকল রুখো চলাফেরায় নকল রুখো মাযারে
সকল খানে রুখতে হ'লে নকল
আসবে বাধা সইতে হবে ধকল
তবু নকল রুখতে হবে দিতে হবে সজোরে।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর

১। যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ ও ছবি একসাথে শোনা ও দেখা যায়।

২। যে যন্ত্রের সাহায্যে বিনা তারে শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

৩। তাপমাত্রা নির্ণায়ক যন্ত্র।

৪। বায়ুর চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র।

৫। দূর আকাশে সৌর জগতের দৃশ্য দেখার যন্ত্র।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তর

১। শিকাকো।

২। অষ্ট্রেলিয়া।

৩। রোম।

৪। জাপান।

৫। ভেনিস।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ফুল সংক্রান্ত)

১। বাংদেশের জাতীয় ফুল কি?

২। পৃথিবীতে কোন রঙের ফুল সবচেয়ে বেশী?

৩। কোন রঙের ফুলে সুবাস বেশী?

৪। সুগন্ধি ফুল কোনগুলো?

৫। গন্ধ বিহীন ফুল কোনগুলো?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। এয়ারকুলার কি?

২। ফটোষ্ট্যাট কি?

৩। মোবাইল ফোন কি?

৪। ইন্টারনেট কি?

৫। ই-মেইল কি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৬ মে বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়াতে সোনামণি মারকায শাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে সোনামণিদের সুন্দর জীবন গড়ার পদ্ধতি সহ ভাল ছাত্র হওয়ার প্রতি উপদেশ প্রদান করেন। স্বাগত ভাষণ পেশ করে অত্র শাখার সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন শিবলী। তিনি সোনামণিদেরকে লেখা-পড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন। বৈঠক পরিচালনা করে অত্র শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাহফূযুর রহমান।

সুন্দর ভুবন

- মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসাইন
কোর্টপাড়া, ঝিনাইদহ।

সুন্দর এই ভুবনে
মোরা চাই বাঁচতে
দ্বীনের পথে যেন মোরা
সদা পারি চলতে,
সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ
তুমি কতই মহান,
সৃষ্টি করেছ তুমি
এই সারা জাহান।
আল্লাহ্‌র রহমতে
মোরা আছি সবাই ডুবে।
থাকে যেন তাওহীদের কালেমা
মোদের মুখে মুখে
মোরা আছি অতি সুখে
সুন্দর ত্রি-ভুবনে।
জীবনটা যেন কেটে যায়
তোমারই পথে থেকে।
স্বার্থের মাঝে মোরা
আছি ডুবে।
লোভ লালসার দিকে হায়
পড়ছি হুমড়ি খেয়ে
দু'দিনের দুনিয়ায়
ভুলে গেছিস ছলনায়
এভাবে কি পৃথিবীতে
বেঁচে থাকা যায়।

***

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানের পদোন্নতি

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কিছু শীর্ষপদের মর্যাদা উন্নীত করে এসব পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমান্তরাল প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার এসব সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মঈন ইউ আহমাদের পদবীকে চার তারকা মর্যাদায় জেনারেল করা হয়েছে। একই সাথে বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এস এম যিয়াউর রহমানকে এয়ার মার্শাল এবং নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল সারওয়ার জাহান নিযামকে রিয়ার এডমিরাল হিসাবে পদায়ন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদের উপস্থিতিতে গত ২৬ মে সকালে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মইন ইউ আহমাদকে জেনারেল র‍্যাংক, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল সরওয়ার জাহান নিযামকে ভাইস এডমিরাল র‍্যাংক এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল শাহ মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানকে এয়ার মার্শাল র‍্যাংক পরিয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনী প্রধানকে নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধানকে সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান এবং বিমান বাহিনী প্রধানকে সেনা ও নৌবাহিনী প্রধান র‍্যাংক পরিয়ে দেন।

রাজনৈতিক প্রভাব ও অদক্ষদের দিয়ে বিচার পরিচালনাই দুর্নীতির কারণ

দুর্নীতি বিশ্বের সর্বত্র বিচার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। দুর্নীতির কারণে নাগরিকদের ন্যায়বিচার পাওয়ার মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে বিচার কার্যক্রমে। বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি আইনের শাসন বাধাগ্রস্ত করে জনজীবনে বাড়িয়ে তুলছে দুর্ভোগ। রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকসহ বিচার প্রক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিদের এবং অদক্ষদের দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করাই বিচার বিভাগীয় দুর্নীতির অন্যতম কারণ। বার্লিন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী প্রতিষ্ঠান 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই) কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট-২০০৭ এর গবেষণা রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে।

রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী বিচার বিভাগের দুর্নীতির জন্য চারটি কারণ চিহ্নিত করা হয়। যেমন মেধা বাদ দিয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় বা অন্য কোন কারণে বিচারক নিয়োগ, বিচার ব্যবস্থায় দুর্বল অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব। দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকদের অপসারণে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া। রিপোর্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়, নিম্ন আদালতে বিচারপ্রার্থীদের বাৎসরিক আয়ের ২৫ শতাংশ ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারের ব্যর্থতা, নিম্ন আদালতে চার স্তরে প্রায় ১০ লাখের উপর মামলা ঝুলিয়ে রাখা এবং বিচারক নিয়োগ ও বিচারকার্যে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর কারণকে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের দুর্নীতির কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়।

২০০৮ সাল থেকে ফাযিল-কামিল পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে

উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ২০০৭ নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে ভর্তিকৃত সকল ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা মাদরাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে তিন বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তিকৃত ফাযিল ও কামিল শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেবেন। অর্থাৎ ২০০৭ সাল পর্যন্ত ফাযিল-কামিল শ্রেণীর সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মাদরাসা বোর্ডের অধীনে এবং ২০০৮ সাল থেকে একই শ্রেণীর সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

আর্সেনিক ঝুঁকিতে তিন কোটি মানুষ

বর্তমানে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল অনেক দেশকে বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি খাবার পানিতে আর্সেনিক দূষণের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। নীরব ঘাতক আর্সেনিকের হুমকির মুখে এখন বাংলাদেশের তিন কোটি মানুষ। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকায় মাটির নীচে বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি নিশ্চিত হবার পর বিপুল জনগোষ্ঠীকে এখনো ঝুঁকিমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। আর্সেনিকের ক্রনিক বিষক্রিয়ায় ক্যান্সারের দিকে ধাবিত হয় যে রোগ, সেই আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত দেশের ৫০ হাযার মানুষ। যশোর যেলার একটি গ্রামে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে প্রাণহানি ঘটেছে ৩৩ ব্যক্তির। দেশের ৬১ যেলায় ২৭ শতাংশ অগভীর নলকূপ এবং দশমিক ৭ শতাংশ গভীর নলকূপের পানিতে সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশী আর্সেনিক রয়েছে বলে এক জরিপে জানা গেছে। 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' প্রতি লিটার পানিতে দশমিক শূন্য এক মিলিগ্রাম আর্সেনিকের উপস্থিতি নিরাপদ মাত্রা বলে ঘোষণা করলেও বাংলাদেশের জন্য এই মাত্রা নির্ধারণ করা হয় দশমিক শূন্য পাঁচ মিলিগ্রাম। খাবার পানিতে আর্সেনিক দূষণের বিষয়টি চিহ্নিত হ'লেও এর সমাধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অধ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়নি।

এদিকে খাবার পানি আর্সেনিকমুক্ত করার জন্য নয়া প্রযুক্তি 'সনো ফিল্টার' উদ্ভাবিত হ'লেও গ্রামাঞ্চলে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল একাডেমী অব ইঞ্জিনিয়ারিং' ঘোষিত মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার লাভ করেছে বাংলাদেশের দুই বিজ্ঞানী আবিস্কৃত ঐ ফিল্টার। কিন্তু পরিবেশবান্ধব সনো ফিল্টার আর্সেনিক আক্রান্ত সব যেলায় পাঠানোর উদ্যোগ এনজিও পর্যায়ে সীমিতভাবে নেয়া হ'লেও সরকারীভাবে এখনো কোন

সিদ্ধান্ত হয়নি। এমনকি আর্সেনিক উপদ্রুত এলাকায় আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় ৩১৯ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প গ্রহণ করার পর দুই বছর অতিক্রান্ত হ'লেও মাঠ পর্যায়ের কাজই এখনও শুরু হয়নি।

বাজারে সয়াবিন তেল হিসাবে বিক্রি করা ৮০ শতাংশই সয়াবিন তেল নয়

বাজারে সয়াবিন তেল হিসাবে বিক্রি করা ভোজ্য তেলের মধ্যে ৮০ শতাংশই সয়াবিন তেল নয়। উন্নতমানের পামওয়েল বলে পরিচিত সুপার পামওয়েলকে খুচরা দোকানদাররা সয়াবিন বলে যুগ যুগ ধরে বিক্রি করছে ভোক্তাদের কাছে। জানা গেছে, আমদানীকারক এবং পাইকারী বিক্রেতারা সয়াবিনকে সয়াবিন এবং পামওয়েলকে পাম তেল বলেই বিক্রি করে। মাঝপথে ক্রেতাদের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে খুচরা বিক্রেতারা। সয়াবিন এবং সুপার পামওয়েলের মধ্যে দামের তারতম্য বেশী থাকায় অতি লাভের আশায় তারা এ কাজটি করে আসছে বছরের পর বছর ধরে। পৌষ এবং মাঘ মাসে অতি শীতের সময় পাম তেলটা বসে অথবা ঘোলাটে হয় বলে সে সময় এ প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যায় না। বছরের অপর দশ মাসই খুচরা দোকানদাররা ক্রেতাদের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। আর যেহেতু চর্বিযুক্ত শরীরের জন্য পাম তেল ঝুঁকিপূর্ণ সেহেতু দেশে হৃদরোগের প্রভাব বৃদ্ধির আশংকা করা হচ্ছে। জানা গেছে, বর্তমান সময়ে পাম তেল এবং সয়াবিন তেল পরখ করার উপায় হচ্ছে ফ্রিজ। ফ্রিজে রাখলে সুপার পাম তেল হয় জমে যাবে নতুবা ঘোলাটে হয়ে যাবে।

তিন মাসে বন্ধ হয়েছে দেড় শতাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান

উদার আমদানী নীতি, কাঁচামালের অভাব এবং সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের নেয়া দুর্নীতি বিরোধী ঢালাও অভিযানে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমুখী স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ অর্থাৎ প্রায় সব ধরনের শিল্পের কাঁচামাল আমদানী প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কাঁচামালের অভাব ও দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি বলছে, শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানী না হওয়ায় যে অভাব সৃষ্টি হয়েছে তাতে জানুয়ারী-মার্চ সময়ে প্রায় ১৫০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। একই সময় এনামেল শিল্পের কাঁচামালের দাম টন প্রতি ৪০ হাযার টাকা থেকে বেড়ে ৫০ হাযার টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বিদেশে শাকসবজি রফতানী করে বছরে ৬শ' কোটি টাকা আয়

পণ্য পরিবহনে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাকসবজি রফতানী করে বছরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে বাংলাদেশ। বিমান ভাড়াসহ পণ্য পরিবহনে অসুবিধাগুলি দূর করা গেলে ফল ও সবজি রফতানী আয় বছরে ১ হাযার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। 'বাংলাদেশ ফ্রুটস ভেজিটেবল এণ্ড এলাইড প্রডাক্টস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনে'র (বিএফভিএপিইএ) সূত্র মতে, ৫০ জাতের সবজি ও ফল বিদেশে রফতানী করা হচ্ছে। দেশের রফতানীকৃত সবজির প্রায় ৬০ শতাংশই মধ্যপ্রাচ্যে রফতানী হয়। বাকী ৪০ শতাংশ ইউরোপসহ অন্যান্য দেশে রফতানী করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীসহ ১ কোটি ২০ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দান করা হবে

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত লক্ষাধিক বাংলাদেশীসহ ১ কোটি ২০ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দানের একটি প্রস্তাব সিনেট ইমিগ্রেশন কমিটিতে সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছে। গত ১৭ মে প্রস্তাবটি নিয়ে হোয়াইট হাউজ ও সিনেটের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরই প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, এই মতৈক্য আমাদের সকলের জন্যই আনন্দ ও কল্যাণের। এতে একদিকে যেমন যুক্তরাষ্ট্রে গোপন প্রবেশাধিকার কঠোর হবে, তেমনি যারা বৈধ তারাও মর্যাদা ও সম্মানের সাথে জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

নতুন প্রস্তাবে এ বছরের ১ জানুয়ারীর আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অবৈধদের বৈধতা এবং শর্ত সাপেক্ষে তাদের নাগরিকত্বের প্রস্তাব থাকলেও মা-বাবা, ভাই-বোনদের যুক্তরাষ্ট্রে আনার সুবিধাকে কঠোর ও সীমিত করা হয়েছে। অবৈধ অভিবাসীদেরকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার জন্য ৫ হাযার ডলার জরিমানার বিনিময়ে বৈধতার প্রথম সনদ 'জি ভিসা' প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে তারা 'গ্রীনকার্ড' পাবেন। তবে এর আগে আবেদনকারীকে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে। তবে অবৈধদের কেউ কোন অপরাধে অভিযুক্ত প্রমাণিত হ'লে এই সুযোগ পাবেন না।

আমীরাতের সাথে জনশক্তি রফতানী স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ থেকে আরব আমীরাতে জনশক্তি রফতানীর ক্ষেত্রে গত ২১ মে দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঐ দিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমাদ চৌধুরী এবং আরব আমীরাতের পক্ষ থেকে সেদেশের শ্রম বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ আব্দুল্লাহ আল কাবি স্ব স্ব দেশের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির ফলে সংযুক্ত আরব আমীরাতে দক্ষ-আধা দক্ষ ও অদক্ষ প্রচুর শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হ'ল। আমীরাতের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকরা সেখানে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

দেশের সাড়ে ৮ কোটি মানুষ খাদ্য-দরিদ্র

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষই খাদ্য-দরিদ্র। জনসংখ্যার হিসাবে প্রায় ৮কোটি ৪০ লাখ মানুষ। এদের কেউই প্রয়োজনীয় ক্যালোরির খাবার গ্রহণ করতে পারছে না। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে খাদ্য-দরিদ্রের হার বেশী। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মহিলারা প্রয়োজনীয় ক্যালোরি গ্রহণ থেকে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া সরকারী হিসাব অনুসারে

যাদের 'দরিদ্র নয়' এমন কাতারে ফেলা হয়, তাদের মধ্যেও ৬০ শতাংশ মানুষ খাদ্য-দরিদ্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র (বিইআর) 'দারিদ্র্য সূচক এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন' শীর্ষক এক জরিপে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির এই উদ্বেগজনক চিত্র পাওয়া গেছে। দেশের বিভিন্ন যেলার গ্রাম এবং শহরের মোট ১০৩৯টি পরিবারের উপর এ জরিপটি চালানো হয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের একটি

'জলবায়ু পরিবর্তনঃ সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বাংলাদেশের উপকূল' শীর্ষক ধারণাপত্র উপস্থাপনায় বক্তারা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। এ দুর্যোগে দেশের ক্ষতিগ্রস্ত হবে উপকূল। ভাঙ্গনের হার অব্যাহত থাকলে আগামী ৪০ বছরে কুতুবদিয়া এবং ৭০ বছরে ভোলা দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। আর আগামী ১শ' বছরে দুর্যোগের কারণে দেশের প্রায় ২ কোটি লোক উদ্বাস্তু হবে। গত ২৭ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন। বেসরকারী সংস্থা 'কোষ্ট ট্রাষ্টে'র পক্ষে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন গবেষক মাহমূদ সেলিম ও আতিকুল ইসলাম চৌধুরী।

ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৪ দশকে ৭ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু

ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৌসুমভিত্তিক হওয়া স্বাভাবিক থাকলেও গত কয়েক দশক ধরে দেশে অস্বাভাবিক নিয়মে আঘাত হানছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। প্রতি বছর মে-জুন ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এ দুর্যোগের প্রবণতা বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক জরিপে দেখা গেছে দেশের উপকূলীয় এলাকায় ১৫৮৪ সাল থেকে মে-এপ্রিল ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অস্বাভাবিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সংখ্যা ২৭টি। সমসংখ্যক অস্বাভাবিক দুর্যোগ রেকর্ড হয়েছে মে ১৯৭০ থেকে মে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ গবেষণা। প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের তথ্যমতে, প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে (এপ্রিল-মে মাসে) ও শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এটি আঘাত হানে। মাঝে মাঝে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি করে। গত ৪ দশকে প্রায় ২৫টি ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ৭ লক্ষাধিক লোক মারা গেছে। গড়ে প্রতি বছর ১৭ হাযার ৫০০ লোক প্রাণ হারায়। এর মধ্যে ১৯৭০ এবং ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে যথাক্রমে ৫ লাখ ও ১.৪ লাখ (সরকারীভাবে ১ লাখ ৩৮ হাযার ৮৮১) লোক মৃত্যুবরণ করে।

বিশ্বের শান্তিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ৮৬ তম

বিশ্বের শান্তিপূর্ণ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দেশগুলোর একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে লন্ডনের বিশ্বশান্তি ইনডেক্সে। এতে শান্তিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে এবং সর্বনিম্ন অর্থাৎ ১২১তম স্থানে রয়েছে ইরাক। এই তালিকায় বাংলাদেশের স্থান হচ্ছে ৮৬তম। এশিয়ায় শীর্ষস্থানে জাপান। তবে বিশ্বের আঙ্গিকে তার স্থান পঞ্চম।

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রে সমুদ্রতল থেকে ৫০ কোটি ডলারের গুপ্তধন উদ্ধার

আটলান্টিকের তলদেশ থেকে তোলা হয়েছে স্মরণকালের বৃহত্তম ১৭ টন ওযনের রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা। এ গুপ্তধনের মূল্য ধরা হয়েছে ৫০ কোটি ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর সমুদ্রে অভিযানকারী প্রতিষ্ঠান 'ওডিসি মেরিন এক্সপ্লোরেশন' জানিয়েছে, তারা দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে নিমজ্জিত সপ্তদশ শতকের এক জাহাজ থেকে এ গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। তবে আটলান্টিকের কোন জায়গা থেকে এগুলি তোলা হয়েছে, তা জানায়নি প্রতিষ্ঠানটি। তবে অনেকে মনে করেন, সপ্তদশ শতকে ইংলিশ চ্যানেলের অদূরে আটলান্টিকের বুকে নিমজ্জিত কোন জাহাজের গুপ্তধন এগুলি। ১৬৪১ সালে ইংল্যান্ডের মার্চেন্ট রয়্যাল নামক একটি ব্যবসায়ী জাহাজ মেক্সিকো থেকে প্রচুর সোনা নিয়ে আসার সময় ইংলিশ চ্যানেলের অদূরে সিলি দ্বীপের উপকূলে ডুবে গিয়েছিল। অনেকের ধারণা মার্কিন অভিযাত্রীদের পাওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি সেই জাহাজেরই।

ওডিসি কোম্পানী ব্ল্যাক সোয়ান প্রকল্পের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে এ অভিযান পরিচালনা করে। একটি আন্ডারওয়াটার রোবটের সাহায্যে মুদ্রাগুলি উদ্ধার করা হয়। এর আগে এরকম একটি বৃহত্তম জাহাজডুবির গুপ্তধন উদ্ধার হয়েছিল ১৯৮৫ সালে ফ্লোরিডা কিজ-এর উপকূলে। ১৬২২ সালে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে ডুবে গিয়েছিল স্পেনিশ জাহাজ নুয়েস্তা সেনারা ডে আটোচা। মেল ফিশার নামক এক অভিযাত্রী এর সন্ধান পান। ঐ জাহাজ থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ৪০ কোটি ডলারের স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী।

ইসরাঈলকে রক্ষার জন্য সাড়ে ৫০ হাযার কোটি ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ম গড়বে যুক্তরাষ্ট্র

সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে ইসরাঈলকে রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এই ইহুদী রাষ্ট্রটিতে ৫০ হাযার ৪শ' কোটি ডলার ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র বর্ম গড়ে তুলবে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য বুশ অর্থ বরাদ্দ চেয়ে কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব দিলে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ গত ১৮ মে তা পাশ করে। এরপর ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত সিনেটের অনুমোদন লাগবে। কংগ্রেসের উভয় কক্ষের অনুমোদন পেলে ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর জর্জ ডব্লিউ বুশ ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবার পরে পরবর্তী সরকার পরিকল্পনার বাকী কাজ বাস্তবায়ন করতে পারবে। পরিকল্পনা মোতাবেক মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ

মিত্র ইসরাঈলকে রক্ষার জন্য বর্তমান ক্ষেপণাস্ত্র ভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্থলে ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করবে পেন্টাগণ। 'এরো' নামক ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মহাকাশে উপগ্রহের মাধ্যমে এবং ইসরাঈল থেকে হাযার হাযার মাইল দূরে মার্কিন ভূখণ্ড থেকেও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ইরানের শাহাব ১, ২ এবং ৩ ক্ষেপণাস্ত্র এবং লেবাননে হিযবুল্লাহ গ্রুপের যিলযাল ও কাসাম ক্ষেপণাস্ত্র অথবা রকেটও লক্ষবস্তুতে পৌঁছার আগে ধ্বংস করতে পারবে এরো।

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের সিদ্ধান্তগ্রহণ

অবশেষে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পল উলফোভিৎস। চলতি অর্থবছরের শেষ দিন ৩০ জুন তিনি পদত্যাগ করবেন বলে গত ১৮ মে এক বিবৃতিতে জানান। গত বছর ব্যাংকের আইন ভঙ্গ করে তার বান্ধবী শাহা রিজাকে চাকরি দেয়া এবং ব্যাংকের কার্যক্রমে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করে তাকে পদোন্নতি দেয়ার ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট বুশ উলফোভিৎসের এ সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে বুশ প্রশাসনের শতভাগ সমর্থনেই যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ঐ প্রতিরক্ষা সচিবকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

বিশ্বের ১৭টি দেশে মানবতা লংঘনের ঘটনা সবচেয়ে বেশী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'ফ্রিডম হাউস' লিবিয়া ও উত্তর কোরিয়াসহ বিশ্বের ১৭টি দেশের সরকারকে সবচেয়ে বেশী মানবতা লংঘনকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এসব দেশের সরকার গত বছর তাদের নাগরিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিকৃষ্টতম রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের ৮টি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। এসব দেশ হচ্ছে মায়ানমার, কিউবা, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া, সোমালিয়া, সুদান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান। চেচনিয়া ও তিব্বতে নির্যাতন পরিচালনারও অভিযোগ আনা হয়েছে। এসব দেশে নাগরিকদের প্রাত্যহিক জীবনে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অতিরিক্ত বেশী এবং স্বাধীন সংগঠন এবং বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫০ বছর পর দুই কোরিয়ার মধ্যে রেল চলাচল শুরু

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে গত ১৭ মে ৫০ বছর পর পুনরায় রেল চলাচল শুরু হয়েছে। ১৯৫০-৫৩ সালে কোরিয় যুদ্ধের সুরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে দু'দেশের মধ্যে প্রথমবারের মত রেল চলাচল শুরুর এই দৃশ্য সরাসরি টেলিভিশনে দেখানো হয়। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে একটি ট্রেন স্থানীয় সময় দুপুর ১২-টা ২৭ মিনিটে সীমান্ত অতিক্রম করে। অপরদিকে উত্তর কোরিয়া থেকে আরেকটি ট্রেন প্রায় একই সময় সীমান্ত অতিক্রম করে দক্ষিণে পাড়ি দেয়। উভয় ট্রেনেই দেড়শ' যাত্রী পরিবহন করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণ মন্ত্রী লি জায়ে-জং ঐতিহাসিক ট্রেনযাত্রার আগমুহূর্তে বলেন, কোরিয়ার ইতিহাসে শান্তির নয়া অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। তিনি বলেন, এর মধ্য দিয়ে শীতল যুদ্ধের উত্তরাধিকার বিভক্তির দেয়াল ছিন্নভিন্ন করে শান্তি ও পুনরেকত্রীকরণের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে শুধু কুরআন ছুঁয়েও শপথ নেয়া যাবে

শুধু বাইবেল নয়, আল-কুরআনসহ যেকোন ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ গহণ করা যাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের সময়। ২৪ মে ঐতিহাসিক এই রুলিং প্রদান করেছে নর্থ ক্যারলিনাস্থ ওয়েক কাউন্টি সুপিরিয়ার জজ পল রিজওয়ে। ২০০৫ সালে কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্স (কেয়ার)-এর পক্ষ থেকে উপরোক্ত আদালতে এই আবেদনটি জানানো হয়েছিল। কেননা ইতিপূর্বে আমেরিকার আদালতে কেবলমাত্র বাইবেল ছুঁয়ে 'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না' উচ্চারণ করতে হয়েছে। নর্থ ক্যারলিনার ঐ আদালতে একজন মুসলমান বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন মাজীদ ছুঁয়ে শপথ নিতে চাইলে সমগ্র আমেরিকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কেয়ার-এর পক্ষ থেকে এই আবেদনটি জানানো হয়েছিল। কেননা আমেরিকার সংবিধানে কিংবা অঙ্গরাজ্যগুলির সংবিধানের কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে, শুধুমাত্র বাইবেল ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করতে হবে।

চীনে পরোক্ষ ধূমপানে বছরে ১ লাখ লোক মারা যায়

চীনে প্রতি বছর পরোক্ষ ধূমপানে ১ লাখ লোক মারা যায়। সরাসরি ধূমপানের কারণে প্রতি বছর ১০ লাখ লোকের মৃত্যু হয়। ধূমপানের পরোক্ষ প্রভাবে প্রতি বছর চীনে আরো ৫ লাখ লোক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। চীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত ২৯ মে এক রিপোর্টে এই তথ্য দেন। জানা গেছে, চীনে প্রতি বছর ধূমপানজনিত কারণে মৃত্যুর হার বাড়ছে। বিশ্বের প্রতি ৩ জন ধূমপায়ীর মধ্যে ১ জনের বাস চীনে। সম্প্রতি মন্ত্রণালয় পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলে দেখানো হয়, চীনের ১২০ কোটি লোকের মধ্যে ৩৫ কোটিরও বেশী ধূমপায়ী এবং প্রতি বছর কোটি কোটি চীনা যারা ধূমপান করে না, ধূমপানে আসক্ত হচ্ছে। ধূমপানজনিত কারণে চীনে মৃত্যুর হার সর্বাধিক হ'লেও এখনও দেশটিতে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে কোন কঠোর আইন তৈরী করা হয়নি।

মুসলিম জাহান

ইরাক থেকে প্রতিদিন দেড় কোটি ডলারের তেল পাচার হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারী সংস্থার খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৪ বছরে ইরাকে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ তেলের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার মতে ঐ সরকারী রিপোর্টে বলা হয়, দুর্নীতি বা চোরাচালানীর মাধ্যমে প্রতিদিন ১শ' থেকে ৩শ' ব্যারেল তেল অবৈধভাবে পাচার হয়ে থাকতে পারে। দৈনিক হিসাবে এই তেলের মূল্য ৫০ লাখ থেকে দেড় কোটি ডলার।

আগ্রাসনের কারণে ৫ বছর পেরোনোর আগেই লাখ লাখ ইরাকী শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে

মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর আগ্রাসনে ছবির মত একটি সুন্দর দেশ ইরাক তছনছ হয়ে গেছে। হাযার হাযার বছর আগের ব্যবিলনীয় সভ্যতার এ দেশটি আজ বিদেশী হানাদারদের আক্রমণে বিধ্বস্ত। দজলা ফোরাতের জলধারায় ধন্য এ দেশের মাটি এখন আগ্রাসী শক্তির অপবিত্র বুটের ভারে আর্তনাদ করছে। মার্কিন আগ্রাসনে ইরাকে চলছে সীমাহীন হানাহানি আর রক্তক্ষয়। শিশুরাও এসব হানাহানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে এদেশের প্রতি ৮টি শিশুর একটি ৫ বছর বয়সেও পৌঁছতে পারছে না। ২০০৩ সালে মার্কিন হামলার পর ইরাকে সহিংসতায় লাখ লাখ লোক নিহত হয়েছে। আর দেশটিতে চিকিৎসা সামগ্রী, ওষুধ-পত্র ও চিকিৎসকের দারুণ অভাব। ইরাকে শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানে খুবই বেশী। ১৯৯০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার বাড়তে বাড়তে ১৫০ ভাগে পৌঁছেছে। ২০০৫ সালে ১,২২,০০০ ইরাকী শিশু তাদের ৫ বছর বয়সে পৌঁছার আগেই নিহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'সেভ দ্য চিলড্রেন' সংস্থার সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে এ কথা জানানো হয়েছে। নিহতদের অর্ধেকের বেশী নবজাত শিশু। তাদেরকে জন্মের প্রথম মাসেই এ পৃথিবী ছাড়তে হয়েছে।

বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় মুসলিম দেশগুলির জোরালো ভূমিকা থাকতে হবে

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুখিলো বামবাং ইউধোয়ানো গত ২৮ মে মুসলিম দেশগুলির উদ্দেশ্যে বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে যথাযথ ভূমিকা রাখার সামর্থ্য তাদের রয়েছে। তিনি বলেন, তাদের বিপুল জনসংখ্যা ও অর্থনীতি বিশ্ব সম্পদের প্রায় সবটাতে বেশীরভাগ যোগানদাতা। কাজেই তারা এ ধরনের ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে তাদের এই শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে। তারা বিশ্বের মোট জ্বালানি চাহিদার ৭০ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে এবং বিশ্বের কাঁচামাল রফতানীর ৪০ শতাংশ সরবরাহ করে। কুয়ালালামপুরে তৃতীয় বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউআইইএফ) এর সূচনায় সুসিলো তার বিশেষ মূল ভাষণে ইসলাম ও আধুনিকায়নের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বক্তৃতাকালে একথা বলেন। তিনি বলেন, মুসলিম দেশগুলোকে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি অর্থবোধক ভূমিকা হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং বাদবাকী বিশ্ব থেকে পারস্পরিক কাঠামো ও সহযোগিতার ভিত্তিতে তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কি পেতে পারে তাও নির্ধারণ করতে হবে। সুসিলো বলেন, মুসলমানদের যেসব বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা নেয়া উচিত তা হ'ল জ্ঞান ও প্রযুক্তি। তিনি বলেন, বাদবাকী বিশ্ব যদি আমাদের জ্বালানি ও পণ্য চায় তাহ'লে আমরা তাদের কাছ থেকে সঙ্গতভাবেই জ্ঞান ও প্রযুক্তি চাইব। চিরকাল আমরা কেবল তাদের কাঁচামাল সরবরাহকারী হয়ে থাকতে পারি না। আমাদেরকে বিনিয়োগ করতে হবে যাতে আমাদের পণ্যের মূল্যায়ন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সুবিধা সম্প্রসারিত হয়।

প্রেসিডেন্ট বাশার গণভোটে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সেদেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেছেন। দেশের এই প্রথম গণভোটে জনগণ একমাত্র প্রার্থী বাশার আল-আসাদকে এই সমর্থন প্রদান করেন। তিনি ৯৭ দশমিক দুই নয় শতাংশ ভোট পান। এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বাশারের আরো সাত বছরের জন্য সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনের বিষয় নিশ্চিত হ'ল অর্থাৎ তিনি আগামী ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ধইঞ্চার পার্টিকেল বোর্ড

পার্টিকেল বোর্ড শিল্পে কাঠের বিকল্প হিসাবে ধইঞ্চার ব্যবহার একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি এ্যান্ড উড টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের ছাত্র আবদুল্লাহ আল-মাহফূয এ প্রযুক্তির উদ্ভাবক। ঐ ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ হান্নানের তত্ত্বাবধানে এ কাজটি সম্ভব হয়েছে। নতুন এ পার্টিকেল বোর্ড একদিকে যেমন মানসম্পন্ন, তেমনি উৎপাদন খরচও কম। অন্যদিকে কাঁচামাল হিসাবে কাঠের উপরও চাপ কমাবে। বর্তমান সময় কাঁচামালের স্বল্পতা ও উৎপাদন খরচের দিকে বিবেচনা করলে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন হবে একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের দেশে বনের পরিমাণ অনেক কম এবং দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা মেটাতে এর পরিমাণ আরো কমে যাচ্ছে। সাধারণত কাঠের উপর চাপ কমাতে কাঠের বিকল্প হিসাবে পার্টিকেল বোর্ড ব্যবহার করা হয়। পার্টিকেল বোর্ড তৈরীতে কাঁচামাল হিসাবে কাঠের পাশাপাশি বিভিন্ন কাঠ শিল্পে ব্যবহৃত কাঠের অবশিষ্টাংশ এবং পাটকাঠি ব্যবহার করা হয়। এর ব্যবহার একদিকে যেমন কাঠের উপর পুরোপুরি চাপ কমাতে পারে না, অন্যদিকে কাঁচামালের যথেষ্ট স্বল্পতা রয়েছে। এ সত্যকে অনুধাবন করে এই নবীন গবেষক নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন, যা সময়ের চাহিদাকে পূরণ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের প্রায় সব যেলাতেই কমবেশী ধইঞ্চার চাষ হয়। কিন্তু জ্বালানি ছাড়া এটা অন্য কোন অর্থনৈতিক মূল্য বহন করে না। যদিও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পার্টিকেল বোর্ডে ধইঞ্চার ব্যবহার হ'লে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে যাবে এবং কাঠের পরিপূরক নতুন একটি কাঁচামাল পাওয়া যাবে। এ বিষয়টি সামনে রেখে গবেষক তার গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করেন। আকিজ পার্টিকেল বোর্ড মিলস লিঃ এর কারিগরি সহায়তায় তিনি তার এই গবেষণা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

অ্যাজমা কমাতে আপেল

শিশুদের অ্যাজমা থেকে বাঁচাতে গর্ভবতী মায়েদের উচিত বেশী বেশী করে আপেল খাওয়া। গর্ভাবস্থায় বেশী বেশী আপেল খেলে শিশুদের অ্যাজমা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। ব্রিটেনের অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। গবেষণার জন্য ২ হাযার গর্ভবতী মহিলাকে নিয়মিত আপেল খাওয়ানো হয়। অতঃপর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পাঁচ বছর ধরে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেছে, যেসব মা সপ্তাহে চারটি বা ততোধিক আপেল খেয়েছেন তাদের সন্তানদের মাঝে অ্যাজমার প্রভাব খুবই কম। এছাড়া গবেষণায় আরো দেখা গেছে, গর্ভকালীন সময়ে যারা বেশী বেশী মাছ খেয়েছেন তাদের সন্তানদের মাঝে একজিমা হওয়ার প্রকোপও অনেক কম।

সাধারণভাবে আপেলে যে এন্টি অক্সিডেন্ট উপাদান রয়েছে তা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বেশী বেশী আপেল খেলে বয়স্কদেরও ফুসফুসের উপকার হয়। অপরদিকে মাছে রয়েছে ফ্যাটি এসিড ওমেগা-৩, যা কোলেস্টেরল কমাতে সহায়ক।

বলিরেখা ঠেকাতে

বুড়ো-বুড়িদের বলিরেখা কমাতে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ক্রিম দারুণ কার্যকর বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই ক্রিম শুধু চামড়ার যৌবন ধরে রাখতেই নয়; বরং চামড়া মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিকের স্তর বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। আর্কাইভ অব ডার্মাটোলজি জার্নালে মিশিগান ইউনিভার্সিটির মেডিকেল স্কুলের বিশেষজ্ঞরা এ তথ্য জানান। মানুষের বয়স বাড়তে থাকলে ত্বকের কোলাজেন উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে ত্বক পাতলা ও খসখসে হয়ে পড়ে। তবে ত্বকের উপর ভিটামিন 'এ'র কার্যকারিতা প্রমাণের এটিই প্রথম পরীক্ষা ছিল না। এর আগেও বহুবার গবেষণা চালানো হয়েছে এবং প্রতিবারই ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। এবার পরীক্ষা চালানো হয় ২৩ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার উপর। এর আগে এ বছরের গোড়ার দিকে গড়পড়তায় ৮৭ বছর বয়সী ৩৬ ব্যক্তির উপর গবেষণা চালানো হয়। তাদের হাতের ভিতরের দিকে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ক্রিম এবং বাইরের দিকে সাধারণ ক্রিম লাগানোর পরামর্শ দেয়া হয়। হাতর ভিতরের দিকে সূর্যের আলো কম পড়ে বিধায় এ পাশটি বেছে নেয়া হয়। চামড়ায় বয়সের ছাপ ফেলতে সূর্যের আলোর জুড়ি মেলা ভার। ২৪ সপ্তাহ পর চামড়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ

এ্যান্টার্কটিকার গভীর কৃষ্ণ পানিতে বৈচিত্র্যময় অসাধারণ এক জীবজগতের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা সাত শতাধিক নতুন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। এ ধরনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য বিকাশের পক্ষে এই সমুদ্র অনুকূল নয় বলেই আগে মনে করা হ'ত। কিন্তু এই তথ্য পাল্টে দিয়েছে আগের ধারণা। এগুলির মধ্যে মাংসাশী স্পঞ্জ মুক্ত সাঁতারে পারঙ্গম কীট, কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী এবং শামুকের বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই অনুসন্ধান ঐ এলাকার সামুদ্রিক জীবনের বিবর্তন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ব্রিটিশ এ্যান্টার্কটিকা সার্ভের এক সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী ডঃ ক্যাট্রিন লিনসে জানান, যে স্থানকে আগে ঘটনাহীন অতল গহ্বর বলে মনে করা হ'ত তা প্রকৃতপক্ষে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জৈব পরিবেশ।

বার্ড ফ্লু রোধক এন্টিবডির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক গ্রুপ মানব দেহে বার্ড ফ্লুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে এমন এন্টিবডির সন্ধান পেয়েছেন। এর ফলে এ ভাইরাস মানব দেহে মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করতে শুরু করলে তার চিকিৎসার জন্য ফ্লু-ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের পথ সুগম হ'ল। ২০০৩ সাল থেকে সারাবিশ্বে এইচ ফাইভ এন ওয়ান বার্ড ফ্লু ভাইরাসে ১৮০ জনের বেশী লোক নিহত হয়েছে। কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই মানব দেহে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার আশংকায় এর ভ্যাকসিন মজুদ করেছে। তবে সেগুলি কতটা কার্যকর হ'তে পারে তা কারো জানা নেই। এর কারণ হ'ল বার্ড ফ্লুর সুনির্দিষ্ট কোন ভাইরাসটি বিশ্বব্যাপী মানব দেহে এর সংক্রমিত হ'তে পারে তা অজ্ঞাত। তবে সুইজারল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তারা এ রকম এন্টিবডি পৃথককরণ করতে সক্ষম হয়েছেন যা মানব দেহে একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী জালসা

কাচিয়ারচর, সিরাজগঞ্জ ২৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর সিরাজগঞ্জ যেলার কাচিয়ারচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের উন্নতিকল্পে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা শামসুদ্দীন (বগুড়া)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মর্তুযা, আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মতীন, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মাওলানা মুয্যাম্মিল হক প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুমিন জীবনের অন্যতম ইবাদত হ'ল ছালাত। আখেরাতে সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যার ছালাত ঠিক হবে, তার সব আমল ঠিক হবে। যার ছালাত বেঠিক হবে তার সব আমলই বেঠিক হবে। তাই ইসলামে ছালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ছালাত প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সেভাবে ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'। সেকারণ প্রত্যেক মুছল্লীর উচিৎ রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত আদায় করা। বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানুষকে ছালাত আদায় করতে দেখা যায়, যা রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী হয় না। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত আদায় করতে ইচ্ছুক মুছল্লীদের জন্য **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের কোন বিকল্প নেই। তিনি সবাইকে সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের আহ্বান জানান।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ৫ মে শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার ব্রজনাথপুরে মাওলানা ছফিউল্লাহর বাড়ীতে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ বলেন, আল্লাহ প্রেরিত হেদায়াতের রাস্তা একটিই। আর তা হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের রাস্তা। এ ব্যতীত দুনিয়াতে যত পথ, মত, তরীকা, মাযহাব থাকুক না কেন তার দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করতে হ'লে মানব রচিত সমস্ত মতবাদ পরিহার করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে সবাইকে ফিরে আসতে হবে।

জালসায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

পাঁচদোনা, নরসিংদী ৯ মে বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নরসিংদী যেলার পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম হাফেয মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মাওলানা আমীনুদ্দীন, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, মাওলানা আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নিম্নোক্ত চারটি গুণ অর্জন অপরিহার্য। (১) পূর্ণ ঈমানদার হওয়া (২) নেক আমল (আমলে ছালেহ) করা (৩) পরস্পরকে হক্বের দাওয়াত দেওয়া ও (৪) সর্বাবস্থায় ছবর করা।

উপরোক্ত চারটি গুণকে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, ঈমান, আমল, দাওয়াত, ছবর। বক্তাগণ সূরা আছরে বর্ণিত উপরোক্ত চারটি গুণ অর্জন করার এবং সবাইকে আখেরাতমুখী হওয়ার আহ্বান জানান।

'হাদীছ ফাউন্ডেশন' মামলার রায় ঃ কুচক্রীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে

গত ২৩ মে '০৭ বুধবার রাজশাহী যেলা জজ আদালত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'কে পুনরায় মূল মালিকানায় ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছে। রায় প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত ভবন এবং তার আসবাবপত্র মামলার ১ম পক্ষ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর অধীনে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিন যাবত অবৈধ দখলদারদের হাতে আটকে থাকা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি উদ্ধারের পথ সুগম হ'ল এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের বাংলাদেশে'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রীদের মুখোশ উন্মোচিত হ'ল। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

উল্লেখ্য যে, 'আন্দোলন' থেকে দুর্নীতির দায়ে ২০০১ সালে বহিস্কৃত হওয়া একটি চক্র বিগত সরকারের বিভিন্ন মহলে প্রভাব বিস্তার করে ভূয়া কাগজ-পত্র দেখিয়ে সংগঠনটির বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নেয়। ইতিমধ্যে এই দুর্নীতিবাজরা ঢাকা, জয়পুরহাট, গাইবান্ধায় বিভিন্ন প্রকল্পসহ সংগঠনটির দু'টি মাইক্রোবাস অবৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে নিজেদের দখলে নিয়েছে। রাজশাহী মহানগরীর কাজলাস্থ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' ভবনটিও তারা ২০০৪ সালের ৫ মে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় দখল করে নেয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে

বিশেষ দায়রা জজ আদালত-২, রাজশাহীতে রিভিশন মামলা দায়ের করা হ'লে দীর্ঘ শুনানীর পর গত ২৩ মে'০৭ তারিখে আদালত ১৫ দিনের মধ্যে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' ভবন দখলমুক্ত করে তার মূল মালিককে বুঝিয়ে দেওয়ার রায় প্রদান করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বহিষ্কৃত ঐ গংটি এসমস্ত অপকর্মের সাথে সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'-এর বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকা ও লিফলেটের মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। সংগঠনের মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে 'জঙ্গী অপবাদ' লাগিয়ে দেশব্যাপী অপপ্রচারণার পিছনেও ছিল তাদেরই প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

অভিভাবক সম্মেলন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৫ মে শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার উদ্যোগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে প্রথমবারের মত এক 'অভিভাবক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসার অধ্যক্ষ ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, 'আহলেহাদীছ আইনজীবি পরিষদ' রাজশাহী যেলার আহ্বায়ক এডভোকেট জার্জিস আহমাদ। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও মাওলানা রুস্তম আলী। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ডাঃ আব্দুল হামীদ (রাজশাহী), মাহবূবুল আলম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), দেওয়ান শামসুল আলম (রাজশাহী), জনাব আইনুল হক (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা আব্দুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা ছিবগাতুল্লাহ (রাজশাহী) ও জনাব মুসলিমুদ্দীন (রাজশাহী)। মাদরাসার পরিচিতি তুলে ধরে ছাত্রদের পক্ষ থেকে ইংরেজীতে বক্তব্য পেশ করে হাফেয হাসীবুল ইসলাম এবং আরবীতে কথোপকথন করে সা'দ আল-মুনীর ও ফেরদাউস। কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মাদরাসার ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল্লাহিল কাফী, বঙ্গানুবাদ করে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র সাখাওয়াত হোসাইন ও ইংরেজী অনুবাদ করে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র যাকওয়ান। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাদরাসার ১০ শ্রেণীর ছাত্র মুনীরুযযামান।

শতাধিক অভিভাবকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে মাদরাসার উন্নতি ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। অভিভাবগণ মাদরাসার শিক্ষার মান আরো উন্নত করার পরামর্শ দেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় মাদরাসা হিসাবে এই মাদরাসাটিকে বাংলাদেশের জন্য একটি মডেল হিসাবে উন্নীত করার আহ্বান জানান।

আদর্শ সমাজ গঠনে নারীদের ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত আমীর

গত ২৫ মে শুক্রবার বিকাল ৪-টায় রাজশাহী মহানগরীর উত্তর নওদাপাড়াস্থ মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী প্রধান অতিথির ভাষণে উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি একবিংশ শতাব্দীর এই মতবাদ বিক্ষুব্ধ সময়ে নারীদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আদর্শ সমাজ গঠন করতে হ'লে সর্বাগ্রে আদর্শ মা তৈরী করতে হবে। আর আদর্শ মা হওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তিনি নওদাপাড়া মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার প্রথম ব্যাচের এই বিরল কৃতিত্বের জন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের অভিনন্দন জানান এবং শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের এবতেদায়ী (৫ম শ্রেণী) বৃত্তি পরীক্ষায় মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা থেকে মাহছুরা ও মাহবূবা (পবা, রাজশাহী) থানা পর্যায়ে ১ম ও ২য় স্থান লাভ করে।

মহিলা সালাফিয়া মাদরাসার আহ্বায়ক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে ও পরিচালনা কমিটির সদস্য জনাব শামসুল আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আফযাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আহলেহাদীছ আইনজীবী পরিষদ রাজশাহী যেলার আহ্বায়ক এডভোকেট জারজিস আহমাদ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, রাজশাহী মহানগর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাদরাসার প্রধান শিক্ষিকার পক্ষ থেকে একটি লিখিত বক্তব্য পড়ে শুনানো হয়। তিনি ২০০৪ইং সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ২০০৮ ইং সাল থেকে মহিলা মাদরাসায় ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থা চালু করার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের পরিবেশনায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

Contents

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বিভ্রান্তিমূলক সংবাদের প্রতিবাদ

কোন কোন পত্রিকা পঞ্চাশোর্ধ জঙ্গী সংগঠনের তালিকা করতে গিয়ে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নামটিও টেনে এনেছে। টেনে এনেছে 'আহলেহাদীছ' এবং 'জমিয়তে আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামে আরো দু'টি সংগঠনকে। এ প্রসঙ্গে দেশের প্রায় আড়াই কোটি আহলেহাদীছ জনতার পক্ষ থেকে তাদের একজন সদস্য হিসাবে কিছু কথা জাতির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করলাম।-

(ক) শেষোক্ত দু'টি সংগঠনের নাম কাল্পনিক। কারণ 'আহলেহাদীছ' নামে কোন সংগঠন নেই। এটি একটি কমিউনিটির নাম। আবার 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ' নামের সংগঠনের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নামের সংগঠনকে একসাথে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। সে যাই হোক, সংগঠনগুলো জঙ্গী কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আহলেহাদীছগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বই-পুস্তকে জঙ্গী তৎপরতাকে শুধু নিরুৎসাহিতই নয়; বরং ধিক্কার জানানো হয়েছে বার বার। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** তাঁর 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, 'জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙ্গিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুনদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র' (প্রকাশ ২০০৪)।

(খ) এবারে আসি আমাদের সংগঠন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রসঙ্গে। ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী যাত্রা শুরু হয় এ সংগঠনের। এটি ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অঙ্গ সংগঠন হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আবদুর রহমান-বাংলা ভাইদের সাথে এ সংগঠনের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই; বরং দূর থেকে তারা আমাদের সমালোচনা করত। আমরাও তাদের সাথে না মেশার জন্য আমাদের কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছি। এমনকি ৩টি কেন্দ্রীয় সার্কুলার জারী হয়েছে 'জেএমবি'র অপতৎপরতায় জড়িত না হওয়ার জন্য। বক্তব্য-বিবৃতি, লেখনী-ফৎওয়া ও সামগ্রিক সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষেই ছিল আমাদের অবস্থান, যা আজো সুদৃঢ়। মূলতঃ জঙ্গীরা সরকারের নিকট যেমন রাষ্ট্রীয় সমস্যা, তেমনি আমাদের নিকট সামাজিক সমস্যা। ফলে ৬ জঙ্গীর ফাঁসির সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি।

(গ) ইসলামে 'জিহাদ' আছে এবং থাকবে। কিন্তু জিহাদ মানেই বোমাবাজি নয়। নরহত্যা নয়। ইসলামের সমরনীতিও সুস্পষ্ট, যা প্রতিরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক নয়। জিহাদ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাংবাদিক যেমন কলম দিয়ে জিহাদ করেন, তেমনি রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলরা সঠিকভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করলে এটা তার জন্য জিহাদ হবে। মূলতঃ সন্ত্রাস দমনে জিহাদ একটি কার্যকর ব্যবস্থার নাম। জঙ্গীপনার সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক, জিহাদের নয়।

(ঘ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী মানে তাগূতী সরকারের অধীনে চাকুরী করা- এই অপরাধে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** তারা তাগূত ফৎওয়া দেয়। প্রেরণ করে লাল চিঠি। তাদের লেখা বইয়ে সমালোচনা করে অনেকটা উলঙ্গভাবে। চিঠি দেয় আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে। আমরাই যাদের পথের কাটা, সেই অপবাদেই বিগত জোট সরকার আমাদের ৪ শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করে। উদ্দেশ্য আসল অপরাধীদের আড়াল করা। অথচ ১১টি মিথ্যা মামলার মধ্যে ৭টিতে আমাদের নেতৃবৃন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন এবং ২টিতে জামিনে রয়েছেন। ৪ জনের মধ্যে ৩ জনই এখন মুক্ত। মামলাগুলোও ছিল হাস্যকর, ষড়যন্ত্রমূলক ও ভিত্তিহীন, যেগুলোকে আমরা জাতীয় প্রতারণা ও ঐতিহাসিক মিথ্যাচার বলে অভিহিত করতে পারি।

(ঙ) জঙ্গীদের ফাঁসি হয়েছে। দেশ শান্ত হয়েছে। কারণ তাদের সাথে ইসলামের যেমন কোন সম্পর্ক নেই, ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হিসাবে আমাদেরও নেই। আবদুর রহমান জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ ঘরের সন্তান হ'লেও কাজ তো করেছে আহলেহাদীছ বিরোধী। জেএমবিতে আহলেহাদীছ-হানাফী ভেদাভেদ নেই। সবাই আছে। বরং সংখ্যায় হানাফীই বেশী। মোটকথা যাদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পেরেছে তারাই যোগ দিয়েছে জেএমবিতে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জেএমবি একটি অভিশাপ। এই স্বাধীন-সার্বভৌম সুন্দর মুসলিম ভূ-খণ্ডটিকে ধ্বংস করার একটি চক্রান্ত।

(চ) জঙ্গীদমন ও হঠকারি সিদ্ধান্ত একসঙ্গে চলতে পারে না। যারা বলেছিল, 'বাংলাভাইয়ের অস্তিত্ব নেই', 'বাংলাভাই মিডিয়ার সৃষ্টি' তাদেরকে গ্রেফতার করলেই আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে। ৬ জঙ্গীর পূর্বেই তাদের মদদদাতাদের বিচার হওয়া প্রয়োজন ছিল। বিগত

সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী সারাদেশের প্রায় ৬০০ স্থানে বোমা বিস্ফোরণের খবরটিও আগে দিতে পারেনি। নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকার জন্য গ্রেফতার করে ডঃ গালিব ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দসহ বহু নির্দোষ ব্যক্তিদের। এখন যে কোন মূল্যে জঙ্গী মদদদাতা গোষ্ঠীকে খুঁজে বের করতে হবে। তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। নিরপরাধ মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। কেননা বোমা মেরে মানুষ হত্যা যেমন অপরাধ, নিরপরাধ কাউকে হয়রানি করাও অপরাধ। দীর্ঘ দুই বছরাধিককাল যাবত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে বিনা বিচারে আটক রাখা দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বিচার বিভাগে আরো গতিশীলতা প্রয়োজন। অপরাধী হ'লে তাঁর শাস্তি হওয়ার কথা। যেমন- একবছর পরে গ্রেফতারকৃত আব্দুর রহমানের ফাঁসি পর্যন্ত হয়ে গেছে। আদালতের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আছে বলেই অনুরোধ, দ্রুত নিষ্পত্তি আইন দয়া করে কার্যকর করুন। আমরা জঙ্গীবিরোধী। আমাদের জঙ্গীবাদী বললে সত্য নিহত হবে। সম্প্রতি মতীন মেহেদীর বিভ্রান্তিমূলক স্বীকারোক্তি কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশ করছে। সে নাকি ৩০টি সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু নাম বলতে পারে না। তার মত প্রতারকের সাথে আমাদের এই দেশপ্রেমিক ও নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শবাহী সংগঠনের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টাও একটি ষড়যন্ত্র। আশা করি আমাদের সংগঠনদ্বয় নিয়ে সকল বিভ্রান্তি দূর হবে।

** মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ*
কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

আয়ুষ্কাল কি বৃদ্ধি করা যায়?

অধিকাংশ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থাকার আশা করে। কিন্তু কে কতদিন বাঁচবে, কেউই তা জানে না। বিশ্বের সেরা সেরা বিজ্ঞানীও তাদের জীবনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত নন। কোন আল্লাহওয়ালা লোকও তার জীবনকাল সম্বন্ধে অবহিত নন। যদি কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব হ'ত তাহ'লে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর জীবনকাল সম্বন্ধে ছাহাবায়ে কেরামকে নিশ্চিত বলে দিতে পারতেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণ দানকালে অবতীর্ণ আয়াতের উপর নির্ভর করে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ তিনি পুনরায় হজ্জের সুযোগ পাবেন না। মহান আল্লাহ মানুষের জীবনকাল সম্বন্ধে বলেছেন, 'তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের যখন সেই সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারে না' *(নহল ৬১)*। আমরা সকলেই এর বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে থাকি। বিত্তশালী ব্যক্তিরা হসপিটালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বেষ্টিত থেকেও হায়াতের চেয়ে কিছু সময় বেশী বেঁচে থাকতে পারেন না। মহান আল্লাহ জীবের জীবন সংহারের দায়িত্ব মালাকুল মউতের উপর ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু দুর্ঘটনায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিমিষে অগণিত লোকের প্রাণ হানিতে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করি যে, মালাকুল মউত নিমিষে এত লোকের প্রাণ কিভাবে গ্রহণ করেন? এর উত্তরে একথা বলা যায়, আমরা মালাকুল মউতের ক্ষমতা সম্বন্ধে পুরাপুরি অবহিত নই।

আল্লাহ পাকের সৃষ্টির বিশালতা সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব জ্ঞান নেই। বই-পুস্তকে পড়া বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস আনতে পারি না। এ পৃথিবীর পরিধি ২৫,০০০ মাইল। সূর্য পৃথিবী হ'তে তের লক্ষগুণ বড়। তাহ'লে সূর্যের পরিধি দাঁড়াবে ২৫,০০০×১৩,০০০০০=৩২৫,০০০,০০০০০ মাইল। অথচ সূর্যকে দেখি একটি গোলকার থালার মত। সূর্যের বিশালতা প্রমাণের এতটুকু চিন্তা করাই যথেষ্ট যে, ৩০০-৫০০ জন যাত্রী নিয়ে একটি বিমান যখন মহাশূন্যের মাত্র ৩৫,০০০ ফুট উর্ধ্বে উঠে, তখন তাতে যে ৩০০-৫০০ জন লোক অবস্থান করছে, এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পৃথিবী হ'তে সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি তিরশি লক্ষ মাইল। দূরত্বের কারণে সূর্যকে আমরা এত ছোট দেখি। আল্লাহপাক মালাকুল মউতকে নিমিষে অগণিত লোকের জীবন গ্রহণ করার মত ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ অতি শক্তিশালী এ্যাটম বোমার আঘাতে একটি জনাকীর্ণ নগর নিমিষে ধ্বংস করে দিতে পারে। আর ইসরাফীল (আঃ) তাঁর শিংগায় একটি মাত্র ফুৎকারে সমস্ত বিশ্ব জাহান ধ্বংস করে দিবেন। এটা সম্ভব হ'লে মালাকুল মউতের পক্ষে একই সময়ে লক্ষ-কোটি মানুষের জান কবয করা অসম্ভব হবে কেন?

আলোচ্য কথায় ফিরে আসি। চার দলীয় সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের উন্নয়নের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে বলেছেন, তারা মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। আগের সরকারের আমলে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৫৫ বছর। সেখানে তারা গড় আয়ু করতে পেরেছেন ৬৫ বছর। তাই এ সরকারকে বাহবা দিতে হয়। এ সরকার যদি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকেন, তাহ'লে তারা মানুষের গড় আয়ু বাড়াতে বাড়াতে ১০০ বছর করতে পারবেন এবং তাদের নিজেদের জীবনকাল ইচ্ছামত বাড়িয়ে দিতে পারবেন বলে মনে হয়।

এসব উক্তি এক চরম ধৃষ্টতা। যা আল্লাহ্‌র সাথে শিরকের নামান্তর। আর আল্লাহ শিরকের গোনাহ ক্ষমা করবেন না। মানুষের জন্ম-মৃত্যু পরম করুণাময় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। কোন মানুষের পক্ষে তা জানা যেমন অসম্ভব, তেমনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপও অসাধ্য। অতএব আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের আরয, তিনি যেন আমাদেরকে এ ধরনের ধৃষ্টতা হ'তে পরিত্রাণ দেন- আমীন!

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩১১)ঃ বুকের উপর হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদায়েন করা, রুকূ শেষে সিজদায় যেতে হাঁটুর আগে হাত রাখা, ১ম ও ৩য় রাক'আতে সিজদা শেষে কিছুক্ষণ বসার পর দাঁড়ানো এবং ছালাত শেষে মুনাজাত না করা মর্মে ছহীহ দলীল পেশ করে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান
এফপি ও জাহানাবাদ
সেনানিবাস, খুলনা।

উত্তরঃ বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে আবুদাঊদ, আহমাদ, ইবনু খুযায়মাহ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা অর্থাৎ বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, হাত বাঁধা বিষয়ে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের চাইতে বিশুদ্ধতম আর কোন হাদীছ নেই *(নায়ল ৩/২৫ পৃঃ)*। ত্বাঊস (রাঃ) হ'তে বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে হাদীছ এসেছে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৫৯)*। উল্লেখ্য, নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে যে চারটি বর্ণনা রয়েছে তা যঈফ হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয় *(দ্রঃ মির'আতুল মাফাতীহ ১/৫৫৭-৫৮; তুহফা ২/৮৯)*।

রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হ'তে ওঠার সময়ে রাফউল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী বর্ণিত ছহীহ হাদীছ রয়েছে। একটি হিসাব মতে রাফউল ইয়াদায়েন সম্পর্কিত হাদীছের রাবী সংখ্যা 'আশারায়ে মুবাশশারাহ (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন ছাহাবী) সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭; ফাৎহুল বারী ২/২৫৮)*। আর সর্বোমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন ৪০০ *(মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, সিফরুস সা'আদাত (ফার্সী থেকে উর্দূ), পৃঃ ১৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হ'তে ওঠাকালীন সময়ে এবং ৩য় রাক'আতে ওঠার সময়ে রাফউল ইয়াদায়েন করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯৪)*। ইমাম সুয়ূত্বী ও শায়খ আলবানী (রহঃ) রাফউল ইয়াদায়েন-এর হাদীছকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীছ বলে মন্তব্য করেছেন *(তুহফা ২/১০০, ১০৬; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১২৮)*। উল্লেখ্য, রাফউল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে যে কয়টি বর্ণনা রয়েছে তার সবই যঈফ।

রুকূ শেষে সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত তারপর হাঁটু রাখতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে হাঁটু রাখার আগে দু'হাত রাখতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯৯)*। উল্লেখ্য, আগে হাঁটু রাখা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯৮)*।

১ম ও ৩য় রাক'আতে কিছুক্ষণ বসে দাঁড়ানো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত। মালিক বিন হুওয়াইরিছ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের বেজোড় রাক'আতে না বসে দাঁড়াতেন না *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬)*।

ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে 'আমীন' 'আমীন' বলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮২-৮৩)*।

প্রশ্নঃ (২/৩১২)ঃ জনৈক ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসানের কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বর্তমানে তার ব্যবসা বন্ধ। তার একটি বাড়ি ব্যতীত নগদ কোন অর্থ নেই। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি যদি তার মহাজনের যাকাত প্রাপ্ত হয়ে ঋণ পরিশোধ হিসাবে তা কর্তন করে তাহ'লে সে ঋণমুক্ত হ'তে পারবে কি? সেই সাথে এভাবে মহাজনের যাকাত আদায় হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- হাফেয ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা,নরসিংদী।

উত্তরঃ ঋণদাতা যদি কোনরূপ শর্ত ছাড়াই ঋণী ব্যক্তিকে যাকাত দেয় এবং সেই অর্থ দিয়ে যদি তার ঋণ পরিশোধ করে তাহ'লে তা সর্বসম্মতভাবে জায়েয হবে এবং যাকাত আদায়কারীর যাকাতও আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবে আক্রান্ত হয়, তাহ'লে তার সুবিধাজনক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাক। আর যদি 'ছাদাক্বা দিয়ে দাও, তাহ'লে তা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম, যদি তোমরা জান' *(বাক্বারাহ ২৮০; ইসলামে যাকাত বিধান, পৃঃ ৩৫৮-৬০)*।

Contents

প্রশ্নঃ (৩/৩১৩)ঃ নানার আপন চাচাত ভাইয়ের মেয়ে অর্থাৎ খালাকে বিবাহ করা যাবে কি?

- শাহেদুর রহমান
ঝিকরা, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ নানার আপন চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যায়। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম করেছেন উক্ত মহিলা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩১৪)ঃ কোন আহলেহাদীছ মেয়ের বিবাহের পর স্বামী যদি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ছালাত আদায় করতে আদেশ করেন, তাহ'লে তার করণীয় কি?

- মুসাম্মাৎ কনিকা চাঁদনী
ইনছাফনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আহলেহাদীছ হোক আর হানাফী হোক কারো পক্ষে কোন মুমিনকে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা থেকে বাধা প্রদান করা মোটেও ঠিক নয়। কারণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়াই মুমিন জীবনের একান্ত কাম্য। তাছাড়া স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)ও বলেছেন যে, 'যখন তোমরা কোন ছহীহ হাদীছ পাবে, জানবে সেটাই আমার মাযহাব' *(আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৩০ পৃঃ)*। সুতরাং উক্ত অবস্থায় স্ত্রীকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেকই আমল করতে হবে এবং স্বামীকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৫/৩১৫)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ইমামের সাথে দুই বা তিন রাক'আত ছালাত পেলে শেষ বৈঠকে ইমামের সাথে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়া যাবে কি?

- আব্দুছ ছামাদ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় তাশাহহুদ ও দরূদ পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমামকে নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। ইমামের সাথে থাকাকালীন ইমামের অনুকরণ করবে। অতঃপর ইমাম ছালাত শেষ করলে মুক্তাদী তার বাকী ছালাত পড়ে নিবে'।

প্রশ্নঃ (৬/৩১৬)ঃ আলেম-জাহেল সহ সব ধরনের লোককেই টাখনুর নীচে প্যান্ট বা পায়জামা পরতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি শিথিল?

- গোলাম রহমান
বাঁটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ লুঙ্গী, পায়জামা, প্যান্ট বা যেকোন ধরনের পোষাক টাখনুর নীচে পরতে রাসূল (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। শিথিল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। হাদীছে এসেছে, যারা টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে তারা জাহান্নামী এবং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৩১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩১৭)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন, কোন মুসলমান যদি আহলে কিতাবের মেয়েকে বিবাহ করে, তাহ'লে সেই মেয়ে মুসলমানের ঘরে আহলে কিতাবের ধর্ম পালন করতে পারবে। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুছ ছামাদ
মুহাম্মাদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মুসলিম ব্যক্তি আহলে কিতাবের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। চাই সেই মহিলা আহলে কিতাবের ধর্ম পালন করুক বা ইসলাম ধর্ম পালন করুক। এতে বিবাহের সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানের জন্য আহলে কিতাব বা ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয করেছেন *(মায়েদা ৫)*। বিবাহ জায়েয হওয়ার জন্য তাকে ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে এমন শর্ত প্রদান করেননি।

প্রশ্নঃ (৮/৩১৮)ঃ কবরের উপর খেজুরের ডাল রেখে দিলে উক্ত ডালটি সবুজ থাকা পর্যন্ত কবরস্থ ব্যক্তির শাস্তি লাঘব করা হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

- ওয়ালিউল্লাহ
ধামতী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে সরাসরি খেজুরের ডালের গুরুত্ব সম্পর্কে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ) একদা শাস্তির কারণে দু'টি কবরের উপরে খেজুরের ডাল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন মর্মে একটি ঘটনা পাওয়া যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)*। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্যই খাছ ছিল। এছাড়া অন্য কেউ ডাল রেখে দিলে মৃতের শাস্তি লাঘব করা হবে বলে ধারণা করা ঠিক নয় *(আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৮-এর টীকা-৫ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩১৯)ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় কোন মহিলা তার স্বামীর সাথে সহবাস করেছে বলে ধারণা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি। এমতাবস্থায় গোসল না করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ঘুম থেকে জেগে সহবাস এবং বীর্যপাতের কোন চিহ্ন পাওয়া না গেলে গোসল করতে হবে না। কেননা উম্মু সুলাইম (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মহিলাদের স্বপ্নদোষ হ'লে গোসল করতে হবে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, যদি তারা বীর্যপাতের চিহ্ন দেখতে পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩২০)ঃ ছাহাবীগণ মদপান করাকে সবচেয়ে বড় অপরাধ মনে করতেন কেন? এর রহস্য কি?

-আব্দুর রহমান

Contents

মহিষখোচা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ মদপান করা সবচেয়ে বড় অপরাধ। এর কারণ হচ্ছে- মদপান করার পর বিবেক নষ্ট হ'লে তার দ্বারা সকল প্রকার পাপ করা সম্ভব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মদ পান করা থেকে বিরত থাক। কারণ তা হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল' *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩৬৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, মদপান করলে ৪০ দিন ছালাত কবুল হয় না। মদ পানকারীর প্রতি জান্নাত হারাম। ৪০ দিনের মধ্যে মারা গেলে যাহেলী মৃত্যু হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৪৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৯৫)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩২১)ঃ ফেরাউন তার স্ত্রীকে কিরূপ শাস্তি দিয়েছিল? তিনি কি দুনিয়াতেই জান্নাত দেখেছিলেন?

- আব্দুল খালেক
কাঞ্চন, নরসিংদী।

উত্তরঃ ফেরাউন তার স্ত্রী আসিয়া (রাঃ)-কে হাতে পায়ে গোঁজ বা কীলক মেরে রোদে ফেলে রেখে শাস্তি দিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ফেরাউন তার স্ত্রীর দু'হাত ও দু'পায়ে চারটি কীলক মেরেছিল। তারা সেখান থেকে সরে গেলে ফেরেশতাগণ তাঁকে ছায়া করতেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর *(সূরা তাহরীম ১১)*। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতের ঘরটি উন্মোচিত করে দেন *(বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহা হা/২৫০৮)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ফেরাউনের স্ত্রীকে রোদে শাস্তি দেয়া হ'ত। তারা সেখান থেকে সরে গেলে ফেরেশতাগণ তাদের ডানা দিয়ে তাঁকে ছায়া করতেন এবং জান্নাতে তিনি তাঁর ঘর দেখতে পেতেন *(তাফসীরে দুর্রুল মানছূর ৮/২১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩২২)ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আঠার হাযার মাখলূকাত সৃষ্টি করেছেন। একথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ সারওয়ার
দিঘিরহাট, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে একাধিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। যেমন- মুক্বাতিল বলেন, মাখলূকাতের সংখ্যা ৮০ হাযার। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর মতে ৪০ হাযার, ওয়াহহাব বিন মুনাব্বিহ (রহঃ)-এর মতে ১৮ হাযার প্রভৃতি। কা'ব আল-আহবারের মতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/২৬; সূরা ফাতেহা 'রাব্বুল আলামীন'-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। মূলতঃ উক্ত বর্ণনাগুলি থেকে অধিক সংখ্যক মাখলূকাতের কথাই বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ মাখলূকাতের সংখ্যা সন্ধান করতে গিয়ে পনের লক্ষ পঁচানব্বই হাযার দুইশ পঁচিশ প্রকার মাখলূকাত পেয়েছেন *(জীবন বৈচিত্র্য সহায়ক নির্দেশিকা, পৃঃ ৩৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে নে'মত দান করেছেন তা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না' *(নাহল ১৮)*। অতএব মাখলূকাতের পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়' *(দ্রঃ আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা এপ্রিল ২০০৫, প্রশ্নঃ ৩৮/২৭৮)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩২৩)ঃ ক্বিবলা নির্ণায়ক যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় যে, আমাদের মসজিদটি পুরোপুরি ক্বিবলার দিকে নেই। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?

- আব্দুল জাব্বার
শ্রীরামপুর, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ মসজিদের ক্বিবলার দিক ভুল প্রমাণিত হ'লে সেদিকে মুখ করে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত হবে না। এক্ষেত্রে কাতার সোজা করে ক্বিবলা ঠিক করতে হবে অথবা সম্ভব হ'লে মসজিদ সংস্কারের মাধ্যমে কাতার ঠিক করে নিতে হবে *(বাক্বারাহ ১৪৪; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১২তম খণ্ড, পৃঃ ৪১৫-১৭)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩২৪)ঃ কায়িফ, ক্বায়েছ, ছাক্বলাইন, মুস্তাক্ব, ইয়াসির, হামীদ, কাফী, সুহাইল, ইমরান, নাযীর নামগুলির অর্থ এবং এ নামে নাম রাখা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এস.এম. আমীনুল ইসলাম
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত নামগুলির অর্থ নিম্নরূপঃ قائف (ক্বায়িফ) অর্থ সন্ধানকারী, قائس (ক্বায়েস) নমুনার উপর অনুমানকারী, ثقلين (ছাক্বালাইন) জিন ও ইনসান অথবা ইহজগৎ ও পরজগৎ, مشتاق (মুশতাক্ব) ইচ্ছুক, ياسر (ইয়াসির) অর্থ জুয়াড়ী, বামদিক, يسير (ইয়াসীর) অর্থ সহজ, حميد (হামীদ) অর্থ অত্যন্ত প্রশংসিত, كافى (কাফী) অর্থ যথেষ্ট, سهيل (সুহাইল) একটি নক্ষত্রের নাম, যার প্রভাবে ইয়ামান দেশে উত্তম চামড়া তৈরী হয় বলে ধারণা করা হয়, عمران (ইমরান) অর্থ আবাদী এবং نذير (নাযীর) অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। উক্ত নামগুলি রাখার ব্যাপারে শারঈ কোন বাধা নেই। তবে ছহীহ হাদীছে এসেছে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫২, 'নাম রাখা' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম এবং নবীদের নামে নাম রাখা উত্তম।

উল্লেখ্য, افلح– نجيح– رباح– يسار। (ইয়াসার, রিবাহ, নাজীহ, আফলাহ) ইত্যাদি নামগুলি রাখতে রাসূল (ছাঃ) নষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৩, ৪৭৫৫, 'নাম রাখা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩২৫)ঃ মূসা (আঃ) এবং খিযির (আঃ) উভয়ের বিদ্যা একটি পাখির ঠোঁটে পানি গ্রহণের সমপরিমাণ। একথা কি সত্য?

- খলীলুর রহমান
নীলফামারী।

উত্তরঃ এ কথা সত্য। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'যখন মূসা (আঃ) খাযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন একটি পাখী এসে পানিতে ঠোঁট লাগায়। এ সময় খাযির (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বলেন, আপনি জানেন, এ পাখীটি কি বলছে? মূসা (আঃ) বললেন, কি বলছে? খাযির (আঃ) বললেন, সে বলছে আপনার বিদ্যা এবং মূসার বিদ্যা আল্লাহ্র বিদ্যার সামনে কিছুই নয়, তবে এতটুকু যে, আমার ঠোঁট যে পরিমাণ পানি গ্রহণ করল *(সিলসিলা ছাহীহহা হা/২৪৬৭, ৫/৬০২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩২৬)ঃ যেদিন হ'তে জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিন হ'তে মিকাঈল (আঃ) আর হাসি হাসেন না। একথা কি সত্য?

-আব্দুল বারী
বেরাইদ পূর্বপাড়া, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত কথা সত্য। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে বললেন, কী ব্যাপার মিকাঈল (আঃ)-কে কখনও হাসতে দেখি না কেন? জিবরীল (আঃ) বললেন, জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর হ'তে মিকাঈল আর কখনও হাসেননি *(সিলসিলা ছাহীহহা হা/২৫১১)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩২৭)ঃ আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে, সন্তান জন্ম নিলে ৬ দিন পর 'সাতলা' করা হয়। এটা করা যাবে কি?

- আব্দুল আলীম
উপরবিল্লী, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সন্তান জন্ম নেওয়ার ৬ দিন পরে সাতলা বা পিঠা তৈরী করে মানুষের মাঝে বিতরণ করার যে প্রচলন সমাজে চালু আছে, তা শরী'আত সম্মত নয়। এটি কুসংস্কার মাত্র।

প্রশ্নঃ (১৮/৩২৮)ঃ তা'বীযের মধ্যে সূরা ইয়াসীন লিখে দিলে তা'বীয ব্যবহার করা যাবে কি?

- এম.এম.এস সালাদ
মুহাম্মাদপুর, রামকৃষ্ণপুর
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক ঝাড়-ফুঁক ছাড়া যেকোন প্রকারের তা'বীয ব্যবহার করা ও ঝাড়-ফুঁক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনের সূরা, আয়াত, দো'আ বা পীর-ফকীরদের নকশা দিয়ে তা'বীয লটকানোও শিরক। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তা'বীয লটকালো সে শিরক করল'। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'নিশ্চয়ই তা'বীয এবং যাদু শিরক' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩২৯)ঃ ছহীহ, হাসান, মওযূ ইত্যাদি হাদীছগুলি চেনার উপায় কি?

- মুহাম্মাদ সাদরুয্যামান
বুটপাড়া, হরিশপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হাদীছের উক্ত প্রকারগুলির পরিচয় জানার জন্য আসমাউর রিজাল তথা রাবীগণের জীবনী শাস্ত্র ও উছূলে হাদীছ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এছাড়া বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তাদের প্রণীত গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে হবে। যেমন- আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, বর্তমান যুগের আলোড়ন সৃষ্টিকারী হাদীছ বিশারদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) প্রমুখ। তাঁরা রাবীদের জীবনী পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করে ছহীহ, হাসান, যঈফ ও মাওযূ হাদীছ নির্ণয় করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে জানতে হ'লে তাদের রচিত 'ছহীহ-যঈফ' গ্রন্থগুলি পাঠ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২০/৩৩০)ঃ যাদু কার্যকর না হওয়ার জন্য করণীয় কি জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ আল-মনছুর
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ যাদু কার্যকর না হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা যায়-

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَئِيٌ فِىْ الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم-

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হিল্লাযি লা ইয়াযুররু মা'আসমিহি শাইউন ফিল আরযে ওয়ালা ফিস সামা-য়ে ওয়া হুয়াস সামীউল 'আলীম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা উক্ত দো'আ তিনবার করে পড়বে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হা/২৩৯১)*।

যাদু কার্যকর হয়ে গেলে তা থেকে মুক্তির জন্য সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতে হবে। ইহুদী লাবিদ ইবনু মা'ছাম যখন মদীনাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর যাদু করল তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা দু'টি নাযিল করেন এবং জিবরীল (আঃ) উক্ত সূরা দু'টি দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে ঝাড়-ফুঁক করলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা নাস ও ফালাক্বের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৩১)ঃ 'ইমামের সুতরাই মুক্তাদীর সুতরা' এই নিয়ম কি শুধু জামা'আতকালীন সময়ে প্রযোজ্য? নাকি জামা'আত শেষে মুক্তাদীরা যখন সুন্নাত ছালাত আদায় করে তখনও প্রযোজ্য?

- শাহিনুর রহমান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'ইমামের সুতরা মুক্তাদীর সুতরা' এই নিয়ম শুধু জামা'আত চলাকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৮০ 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং জামা'আত শেষে মুক্তাদীরা যখন সুন্নাত ছালাত পড়বেন তখন প্রত্যেকে আলাদা আলাদা

সুতরাসহ ছালাত পড়বেন। যদিও তা এক ফুট পরিমাণও হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৫ 'সুতরা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৩২)ঃ সূদী ব্যাংকের জন্য বিল্ডিং ভাড়া দেওয়া যাবে কি?

- আক্কাছ
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূদী ব্যাংকের জন্য বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাবে না। কারণ এর লেনদেন সবকিছুই হারাম *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। আল্লাহ তা'আলা হারাম কাজের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৩৩)ঃ আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে জুম'আর দিন কোন সময়ে সৃষ্টি করেছেন? জুম'আর দিন সবচেয়ে উত্তম দিন কেন?

- আব্দুল কুদ্দূস
সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা জুম'আর দিন আছরের পর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ শনিবার মাটি সৃষ্টি করেন। রবিবার মাটিতে পাহাড় সৃষ্টি করেন। সোমবার বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার অপসন্দ বস্তুগুলি সৃষ্টি করেন। বুধবার আলো সৃষ্টি করেন। বৃহস্পতিবার মাটিতে বিচরণ করা প্রাণী সৃষ্টি করেন। জুম'আর দিন আছরের পর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। আর আদম (আঃ) হচ্ছেন শেষ সৃষ্টি *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৮৩৩)*।

একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাত দিনের সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। (১) এদিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে (২) তাঁর মৃত্যুও ঘটেছে এদিনে (৩) এদিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল (৪) এদিনে তাঁকে জান্নাত হ'তে বের করা হয়েছে (৫) এদিনে তাঁকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। এদিনেই তাঁর দো'আ কবুল করা হয়েছে (৬) এদিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে (৭) এদিনেই মানুষ এবং জিন ব্যতীত সব কিছুই ক্বিয়ামতের ভয়ে চিৎকার করতে থাকে (৮) এদিনে কেউ মারা গেলে কবরের শাস্তি মাফ করা হয় (৯) এদিনে কেউ সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত পড়লে দাজ্জালের ফেতনা হ'তে তাকে রক্ষা করা হয় (১০) এদিনে এমন সময় রয়েছে সে সময়ে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করা হয় (১১) এদিনে বেশী বেশী দো'আ পড়তে বলা হয়েছে (১২) এদিনে বেশী বেশী ছালাত আদায় করা যায় (১৩) এদিন ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের চেয়ে উত্তম *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৫৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৪৭; ইবনু মাজাহ মিশকাত হা/১৩৬৩; আহমাদ, মিশকাত হা/১৩৬৭)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৩৪)ঃ কখন থেকে খাৎনা করার বিধান চালু হয়? আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর খাৎনা কে করেছিলেন?

-আব্দুল্লাহ
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ এ বিধানটি ইবরাহীম (আঃ)-এর সময় থেকে প্রচলিত। তিনি ৮০ বছর বয়সে খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৩৫৬; 'আম্বিয়া' অধ্যায়)*। ইবরাহীম (আঃ)-এর ১০টি সুন্নাতের মধ্যে খাৎনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে *(মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯, 'খিছালুল ফিতরাহ' অনুচ্ছেদ)*। আমাদের নবী (ছাঃ) জন্ম থেকে খাৎনা করা ও নাড়ী কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭)*। কাজেই নতুনভাবে তাঁর খাৎনার প্রয়োজন হয়নি।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৩৫)ঃ তাশাহহুদের বৈঠকে হস্তদ্বয় কিভাবে রাখতে হবে এবং আঙ্গুল কি উভয় বৈঠকে নাড়াতে হবে? কতক্ষণ নাড়াতে হবে?

- নাফিউল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৭)* এবং ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ থাকবে ও শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬)*। সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইশারা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৭-৮)*। তাশাহহুদের উভয় বৈঠকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) দুই তাশাহহুদেই আঙ্গুল নড়াতেন *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৯; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৭১)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৩৬)ঃ আমাদের মসজিদের ইমাম খুব দ্রুত ছালাত আদায় করান। তাকে ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায়ের কথা বললেও শোনেন না। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

- কাওছার আযম
রাঘবেন্দ্রপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইমামের তাড়াহুড়ার কারণে যদি ছালাতের ওয়াজিব রুকনগুলি ধীরস্থিরভাবে আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে এমন ইমামের পেছনে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে না *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৫০)*। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে উপবিষ্ট অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিল। লোকটি ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় না করায় তাকে তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং ছালাত আদায় কর, নিশ্চয়ই তুমি ছালাত আদায় করনি। এভাবে তিনি তিনবার করলেন। অতঃপর তাকে ছালাত শিক্ষা দিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯০)*। অতএব ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় না করলে ছালাত হবে না।

Contents

প্রশ্নঃ (২৭/৩৩৭)ঃ তাহাজ্জুদ ছালাত পড়ার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহবুব আলম
হাবাশপুর, মাটিকাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ছালাত রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১১৯৫)*। তাহাজ্জুদ ছালাত কয়েকভাবে পড়া যায়। যেমন- দুই দুই করে ৮ রাক'আত। অতঃপর একটানা তিন রাক'আত বিতর পড়ে শেষ করবে *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি)*। অথবা দুই দুই করে মোট ১০ রাক'আত এবং এক রাক'আত বিতর *(মুসলিম প্রভৃতি; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০১)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৩৮)ঃ মহিলারা মহিলাদের নিকট কী পরিমাণ পর্দা করবে।

- শিহাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মহিলারা মাহরাম পুরুষের নিকট যে পরিমাণ প্রকাশ করতে পারে ততটুকু পরিমাণ অন্য মহিলাদের নিকটও প্রকাশ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন পুরুষ ব্যক্তি যেন অন্য পুরুষের গোপন অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত না করে এবং কোন মহিলা যেন অন্য মহিলার গোপন অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত না করে *(মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪)*। উল্লেখ্য যে, বেহায়া মহিলাদের থেকেও পুরুষের ন্যায় পর্দা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৩৯)ঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে কিছু দান করার পর যদি সেই দানকৃত মাল নিজের বাড়ীর কাজে লাগায় এবং পরবর্তীতে উক্ত মাল পুনরায় মসজিদে ফেরত দিতে চাইলে তা গ্রহণ করা যাবে কি?

- কাসেম
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কোন জিনিস দান করে তা ফেরত নেওয়া জঘন্য কাজ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দান করার পর পুনরায় তা গ্রহণকারী ঐ কুকুরের ন্যায় যে তার বমন পুনরায় ভক্ষণ করে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৭৮৭)*। তবে সে যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা-ইস্তেগফার করে পুনরায় তা প্রদান করে, তাহ'লে তা গ্রহণ করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৪০)ঃ জীবিত ব্যক্তির নামে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?

- দেলোয়ার হোসাইন
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির নামেই কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে দাওয়াত খাওয়ার প্রথা রাসূল (ছাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবী, তাবেঈ যুগে ছিল না। এটি পরবর্তীতে আবিষ্কৃত, যা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তা থেকে বিরত থাকা একান্ত যরূরী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০ 'কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৪১)ঃ কিস্তিতে মালামাল ক্রয় করতে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উক্ত নিয়মে কিস্তিতে কোন মাল ক্রয় করা যাবে কি?

- হানযালা
চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ নগদ মূল্যে ক্রয়ের সময় যে দামে ক্রয় করা হয় বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তার চেয়ে বেশী মূল্য নেয়া বৈধ। চাই মূল্য একবারে পরিশোধ করা হোক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা হোক। তবে এরূপ শর্ত থাকা যাবে না যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যেমন- এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে ১০০ টাকা এবং দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে ১১০ টাকা। একে বলা হয় একের মধ্যে দুই বিক্রয়, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী; ইবনু হিব্বান হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, বুলূগুল মারাম হা/৭৮৬ 'বেচা-কেনা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৪২)ঃ চাঁদ বা তারার ছবিযুক্ত টুপি মাথায় দিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ চাঁদ বা তারার ছাপযুক্ত টুপি স্বাভাবিক সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করা যায়। এতে কোন শারঈ বাধা নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এগুলিকে আকাশের সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(মুলক ৫)*। এছাড়া এগুলি প্রাণহীন বস্তু। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রাণীর ছবিযুক্ত পোষাক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু প্রাণহীন বস্তুর ছাপযুক্ত পোষাক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৮ 'ছবি অংকন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৪৩)ঃ তিলাওয়াতে সিজদার সময় কি অযূ করা লাগবে?

- রাশেদুল ইসলাম
উত্তর আসকুর নামাপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ তেলাওয়াতের সিজদায় ওযূর শর্ত নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বিনা ওযূতে তিলাওয়াতের সিজদা করতেন *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৪/৩১১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪৪)ঃ মূসা (আঃ)-এর সাথে একজন কষাই জান্নাতে যাবে মর্মে জনৈক বক্তা অনেক লম্বা একটি ঘটনা আলোচনা করেন। উক্ত ঘটনা কি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

- রামাযান
বন্দেরবাড়ী, কাঞ্চনরূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মূসা (আঃ)-এর সাথে একজন কষাই মায়ের সেবা করার কারণে জান্নাতে যাবে মর্মে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয় তা ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৪৫)ঃ দর্গা বা মাযারের ওরসে যে খাবার দেওয়া হয়, তা খাওয়া ও তা দেখতে যাওয়া যাবে কি?

- মুহাম্মাদ শামীম আখতার
নরেন্দপুর, হরিশপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ দর্গা-মাযার-খানকা ইত্যাদি শিরক-বিদ'আতের আড্ডাখানা। সুতরাং এধরনের অনুষ্ঠানে যে খাবার বিতরণ করা হয় তা খাওয়া, সেখানে উপস্থিত হওয়া এবং কোন প্রকার সহযোগিতা করা শরী'আত বিরোধী *(মায়েদাহ ২: ফাতাওয়া ছানাইয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২১)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৪৬)ঃ আরব দেশে কে সর্বপ্রথম মূর্তি পূজা চালু করে এবং তার পরিণাম কি হবে?

- আহমাদ
হাট গাঙ্গোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সর্বপ্রথম মূর্তি পূজা চালু করে 'আবু খোযাআ আমর ইবনে আমের আল-লুহাঈ'। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমর ইবনু আমের সর্বপ্রথম মূর্তির নামে উটনি মুক্তহস্তে ছেড়ে দেয় এবং মূর্তি সমূহের ইবাদত করে। আমি তাকে দেখছি সে তার নাড়ীভুড়ি জাহান্নামের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে *(সিলসিলা ছাহীহহা হা/১৩৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৪৭)ঃ জনৈক ইমাম ১ম তাশাহহুদ না পড়ে ৩য় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে জান। মুক্তাদীগণও লোকমা দেননি। ইমাম ছালাত শেষ করলে জানা যায় যে, তাশাহহুদ পড়া হয়নি। এক্ষণে সহো সিজদা করতে হবে কি?

- শামীম আখতার
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় সিজদায়ে সহো দিতে হবে। কারণ ছালাতে কমবেশী যাই হোক পূর্ণ করে সালামের আগে বা পরে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিতে হবে *(মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ৩/৪১১)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৪৮)ঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তার অসুস্থ পিতার জন্য দো'আ চাইলে কিভাবে দো'আ করতে হবে?

- গোলাম রহমান
বাঁটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সকল মুছল্লীর কাছে আমভাবে দো'আ প্রার্থী হওয়ার চেয়ে কোন পরহেযগার হক্বপন্থী আলেমের নিকটে গিয়ে দো'আ চাওয়া উত্তম। অতঃপর তিনি চাইলে এমনিতেই দো'আ করবেন অথবা ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত পড়ে হাত তুলে দো'আ করবেন *(বুখারী ২/৯৪৪)*। সবার নিকট দো'আ চাইলেও উপরোক্ত নিয়মে নিজ নিজ দো'আ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন রোগীর নিকট গেলে বা তার নিকট কোন রোগীকে আনা হ'লে তিনি নিম্নোক্ত দো'আ বলতেন,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَشِفَاءَ إِلاَّشِفَاءُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا–

উচ্চারণঃ আযহিবিল বা'স রাব্বান্না-স ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফ-উকা শিফ-আন লা ইয়ুগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থঃ কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার আরোগ্য ছাড়া। যে আরোগ্য ধোঁকা দেয় না কাউকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩০)*।

মুসলিম ব্যক্তির ছয়টি হকের একটি হচ্ছে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৫)*। আর এর ফলে দেখতে যাওয়া ব্যক্তির জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করতে থাকেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৫০)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৪৯)ঃ জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন যে, ক্বিয়ামতের দিন সবকিছু ধ্বংস হবে, কিন্তু মসজিদ ও মাদরাসা ধ্বংস হবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- ওয়াহীদুল ইসলাম
নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও জান্নাত-জাহান্নাম *(আর-রহমান ২৬-২৭; ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২/৪২৮)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৫০)ঃ ক্যামেরা সম্বলিত মোবাইল ফোন ব্যবহার করা কি বৈধ?

- আব্দুল্লাহ আল-মনছুর
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ জীব-জন্তু ব্যতীত যেকোন কিছুর ছবি অংকন করা যায়। তবে একান্ত প্রয়োজনে কখনো জীব-জন্তুর ছবিও উঠানো যায়। ক্যামেরা সম্বলিত মোবাইল দ্বারা অশ্লীল ছবি, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থকভাবে কোন জীব-জন্তুর ছবি উঠানো ও গান-বাজনা তুলে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ এগুলি সবই জাহেলিয়াত। শরী'আত যা হারাম করেছে। অন্যথা মোবাইল যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে এতে কোন শারঈ বাধা নেই *(ফাতাওয়া উছায়মীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৩)*।